পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1694, Saturday, August 22, 2026 FREE www.parichoy.com

ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সুবিধাজনক অবস্থান ধসে পড়েছে

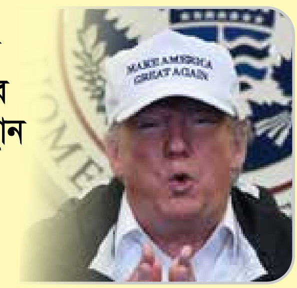

বিস্তারিত ১৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ হরমুজ প্রণালিতে কার প্রভাব বেশি, ইরান নাকি যুক্তরাষ্ট্রের? - ৫ম পাতায়

■ ৫৫ বছর পর বাংলাদেশের অর্থবছর পরিবর্তন: কেন করল সরকার, লাভ-ক্ষতিই বা কী- ৫ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের চলছে লাগামহীন ঋণগ্রহণ: ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাল যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান যুদ্ধে ৪৫টি রিপার ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, প্রতিটির খরচ ৫০ মিলিয়ন ডলার- ৭ম পাতায়

■ বিদেশি শিক্ষার্থী কমায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির শঙ্কা, ঝুঁকিতে ৪০ হাজার চাকরি -৮ম পাতায়

■ নিউইয়র্ক সিটিতে আইসের সাঁড়াশি অভিযান, নজর যেসব এলাকায় -১১ পাতায়

■ রোহিঙ্গা সংকট দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে: সেনাপ্রধান -১২তম পাতায়

■ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি -১২ পাতায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ইরানের বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধের শঙ্কা দেখছে না যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞাকে ‘অর্থনৈতিক সন্ত্রাস’ বলল ইরান

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিত, ট্রাম্প প্রশাসনেরবিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল আদালতের রায়

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NEW YORK
BANGLADESHI AMERICAN
LIONS CLUB
DISTRICT 20-R2

We Serve

Installation Ceremony 2026 & 13th Charter Anniversary

Invited Guests only

YOU ARE CORDIALLY
Invited

THURSDAY
AUGUST
27
2026
5:00 PM
TO
11:00 PM

LEADERSHIP with Purpose
SERVICE with Compassion
IMPACT that Lasts

Venue:
Leonard's Palazzo
555 Northern Boulevard
Great Neck, New York 11021

CHAIRMAN :
LN. MOHAMMAD ZAHID ALAM

CONVENER :
LN. MS ALAM

MEMBER SECRETARY :
LN. MD MIZANUR RAHAMAN

DISTRICT COORDINATOR :
LN. AHSAN HABIB, PMJF

CHIEF COORDINATOR :
LN. FAHAD SOLAIMAN

FINANCE COORDINATOR :
LN. ASM MAIYEN UDDIN (PINTU)

CO-CONVENER :
LN. KAMRUL MAJUMDER

JOINT MEMBER SECRETARY:
LN. MOHAMMED AHSANUL HAQUE BABUL

COORDINATOR :
LN. NARGIS RAHMAN
LN. DAISY YESMIN
LN. ASIA AKTER
LN.IFFAT YESMIN

EVENT COORDINATOR :
LN.ANISUL ISLAM TONY,
LN.AMIT BARUA,
LN. MD M HASAN

REGISTRATION COORDINATOR :
LN. CHOWDHURY MOHAMMED AZIZ
LN. ERFAN MIA

RECEPTION COORDINATOR :
LN. MD TOWHIDUL ISLAM
LN. SHAHANAZ HOSSAIN

MARKETING COORDINATOR :
(ADVERTISEMENT & LOTTERY)
LN. AKM ABDUR RASHID,
LN. BADRODDUJA SAGAR

COMMUNICATION COORDINATOR :
LN. MD TOMAL HOSSAIN, MJF
LN. REDWANA RAZZAQUE
LN. MYNUDDIN TUHIN

CULTURAL PROGRAM DIRECTOR:
LN. ABDUR RASHID BABU,
LN. MD LITU ANAM

PRESS & MEDIA COORDINATOR:
LN.MUHAMMED SAYED,
LN.MD MONWAR HOSSAIN
LN.SHAH J CHOWDHURY
LN.MOSTAFA ANIK RAJ
LN.AB SIDDIQUE
LN.TORIKUL ISLAM MITHU

FOOD & HOSPITALITY COORDINATOR:
LN. KAMRUL HASAN,
LN. MD AMINUL ISLAM

MEMBERS:
LN.MOHAMMED HASSAN (ZILANI), LN. GOLAM N HAIDER MUKUT, LN. MD. MOFIZUR RAHMAN, LN. JOY JAHANGIR, LN. MOHAMMED N HAIDER, LN. ARIF CHOWDHURY, LN. BELAL AHMED, LN. ASADUR RAHMAN, LN. JAKIR KAMAL, LN AHMED MESHA, LN. NURUZZAMAN SARDER

LN. JFM RASEL, MJF
President

LN. MD. MASHIUR R. MAJUMDER
Secretary

LN. JFM RASEL, MJF
President (Elect)

LN. MASHUD RANA TOPAN
Secretary (Elect)

কে কি বললেন

● যেকোনো ধরনের সহায়তা' দেওয়া দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। - ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ওপর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে দেশটির বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান আবার শুরু করার সম্ভাবনা কম থাকবে। - যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী **স্কট বেসেন্ট**

● 'নিষেধাজ্ঞা ও চাপ কোনো সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে না।'- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি সম্পর্কে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র **লিন জিয়ান**

● 'শুভ অপরাহ্ণ। শুনেছি, আপনারা আমাকে মিস করেছেন। এই যে আমি।'-দীর্ঘ এক মাস পর জনসমক্ষে এসে ফার্স্ট লেডি **মেলানিয়া ট্রাম্প**

● ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়তা রয়েছে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভারত সফরে আসবেন, তখন তিনি তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ীই অভ্যর্থনা পাবেন।"- ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার **দীনেশ ত্রিবেদী**

● 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে যেতেই পারেন, তবে সেটা হতে হবে সমমর্যাদার ভিত্তিতে - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা **ডা. শফিকুর রহমান**।

● আমরা আমলে নিচ্ছি না রিপোর্টও এখনো পড়িনি তাছাড়া, পত্রিকা থেকে আমি যতটুকু শুনেছি, ওখানে বলা হয়েছে তারা অনুমান করেছে যে, এ রকম হতে পারে"- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের 'অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম' এর প্রতিবেদনে সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমদ**

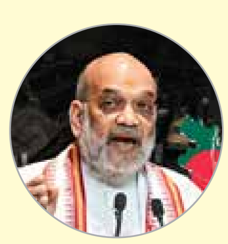

● বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-শিখ-জৈন শরণার্থীদের ৬ মাসের মধ্যে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে - ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **অমিত শাহ**

ইরানের বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধের শঙ্কা দেখছে না যুক্তরাষ্ট্র, নিষেধাজ্ঞাকে ‘অর্থনৈতিক সন্ত্রাস’ বলল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করার পরিকল্পনার কারণে দেশটির বিরুদ্ধে আবার বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।

২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার সিএনবিসি নিউজকে দেওয়া বেসেন্টের এক সাক্ষাৎকারের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ওপর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে দেশটির বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান আবার শুরু করার সম্ভাবনা কম থাকবে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভিয়েতনামের বদলে বাংলাদেশে কারখানা দিয়েছিলেন ইউক্রেনের বাবা-ছেলে, এখন ৭০টি দেশে রপ্তানি হয় তাদের জুতা

পরিচয় ডেস্ক: ২০০৭ সালের আগস্ট মাস। ইউক্রেনের এক বাবা ও ছেলে ভিয়েতনামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে তারা অল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে যাত্রাবিরতি করেন।

হোটেলে থাকার সময় ছেলে লাভরিক আন্দ্রিতির মনে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশেই যখন তারা যা খুঁজছেন তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তখন ভিয়েতনামে যাওয়ার দরকার কী?

তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশের ট্যানারি ও চামড়া শিল্পের কথা শুনেছিলাম। তাই বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশে বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে এবং এখানে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভালো সুযোগ আছে। তাহলে আমরা ভিয়েতনামে যাব *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালিতে কার প্রভাব বেশি, ইরান নাকি যুক্তরাষ্ট্রের?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প জোর দিয়ে বলছেন, তার সামরিক বাহিনী কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এমনকি গত সপ্তাহে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের প্রশাসনিক বা সামরিক নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে নিতে পারে।

মঙ্গলবার ট্রাম্প দাবি করেন, সব ধরনের জাহাজ চলাচলের জন্য প্রণালিটি উন্মুক্ত রয়েছে। অথচ এর ঠিক বিপরীতে ইরান সাফ জানিয়ে রেখেছে, তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ এই নৌপথে প্রবেশ করতে পারবে না।

আবার একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও ইরান-সংশ্লিষ্ট সব জাহাজের ওপর নিজেদের নৌ-অবরোধ বহাল রেখেছে। একইসঙ্গে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশ ওমানকে বোমাবর্ষণের হুমকিও দিয়েছেন।

হরমুজ প্রণালিটি ইরান ও ওমানের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার মধ্যে অবস্থিত। তেহরানের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রণালি পরিচালনার কোনও চুক্তিতে যেন ওমান সম্মত না হয়, সেই চাপ সৃষ্টি করতেই ট্রাম্পের এই কড়া *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-শিখ-জৈন শরণার্থীদের ৬ মাসের মধ্যে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে: অমিত শাহ

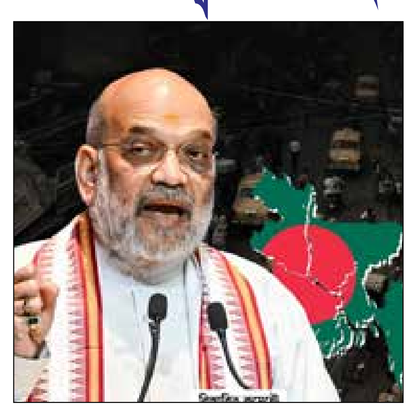

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকেওবাধ্য হয়ে ভারতে চলে যাওয়া হিন্দু, শিখ ও জৈন শরণার্থীদের আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়িত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ভারতের নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের ওপর শিলিগুড়িতে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে বক্তব্য দেওয়ার সময় অমিত শাহ জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর অধীনে নাগরিকত্বের আবেদনগুলো যাচাই ও চূড়ান্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আটটি জেলার কালেক্টরদের ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অমিত শাহ বলেন,ওবাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু, শিখ ও জৈন শরণার্থী ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের সবাইকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে এখানে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) অনুযায়ীড়বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৫৫ বছর পর বাংলাদেশের অর্থবছর পরিবর্তন: কেন করল সরকার, লাভ-ক্ষতিই বা কী

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ প্রায় ৫৫ বছর ধরে বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থবছরের কাঠামোয় আসছে বড় পরিবর্তন। বর্তমানে ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত যে অর্থবছর হিসাব করা হয়, তা পরিবর্তন করে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারেক রহমানের সরকার। নতুন এই পদ্ধতি কার্যকর হবে ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে।

সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের যুক্তি, অর্থবছরের শেষ সময় পরিবর্তন করলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়বে, বিশেষ করে বর্ষাকালের কারণে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় তা কমবে। তবে দীর্ঘদিনের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

স্টেলথ অপারেশন’ চালিয়ে হরমুজ দিয়ে নীরবে লাখ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহন করছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: চলতি যুদ্ধের অচলাবস্থার মাঝেই হরমুজ প্রণালির ভেতর দিয়ে প্রতিদিন লাখ লাখ ব্যারেল তেল নিরাপদে পরিবহনের জন্য একটি গোপন নৌপথ (শিপিং করিডোর) তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। অ্যাক্সিওস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের দুজন কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করে একে একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলমান এই বিশেষ অভিযানের আওতায় প্রতিদিন রাতে ওমানের উপকূল ঘেঁষে তৈরি করা একটি দক্ষিণ চ্যানেল দিয়ে ১৫ থেকে ২০টি তেলের ট্যাঙ্কার হরমুজ প্রণালিতে প্রবেশ করছে ও বের হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এই প্রণালি দিয়ে বের হয়ে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করছে, যা যুদ্ধপূর্ব সময়ের তেল সরবরাহের প্রায় অর্ধেক। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এই অভিযানটি চলমান যুদ্ধের অন্যতম বড় সংকট দূর করছে। যুদ্ধের কারণে তেল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছিল, যা এখন নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে। তেলের সরবরাহ এখনও যুদ্ধপূর্ব স্তরের নিচে থাকলেও তা বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

কীভাবে কাজ করে এই করিডোর?

এই বিশেষ অভিযানটি কেবল তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলোকে পাহারা দিয়ে বের করে আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী প্রথমে খালি ট্যাঙ্কারগুলোকে আরব সাগর থেকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এরপর জাহাজগুলো এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে তেল ভর্তি করে পুনরায় একই নিরাপদ পথে বের হয়ে আসে। এই অভিযানের বিস্তারিত তথ্য এর আগে কখনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি।

সরাসরি এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা বলেন,ওআমরা গত দুই মাস ধরে হরমুজ প্রণালির দক্ষিণ লেনটি নিয়ন্ত্রণ করছি। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) কিছুটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কিন্তু প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নেই। নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে৶

নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্র্যাগের সেনা সদর দপ্তর থেকে এই টাস্কফোর্সটি পরিচালনা করা হচ্ছে। টাস্কফোর্সটি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে। তারা প্রতিদিন উপসাগর থেকে আরব সাগরে যাওয়া জাহাজ এবং তেল নিতে আরব সাগর থেকে উপসাগরে প্রবেশ বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অন্যায্যভাবে মুনাফা করছেন বলে বিশ্বাস অধিকাংশ আমেরিকান এর

জানা গেল জরিপে

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেইড়তিনি ও তাঁর পরিবার ক্রিপ্টোকারেন্সি খাত থেকে অন্যায্যভাবে মুনাফা করছেন, একইসঙ্গে ট্রাম্পের নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স ও জরিপ সংস্থা ইপসোসের যৌথভাবে পরিচালিত একটি নতুন জনমত সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

গত সোমবার (১৭ আগস্ট) শেষ হওয়া চার দিনব্যাপী পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট এর নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির অর্ধেক সমর্থকও মনে করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রভাব বিস্তার করতে দিচ্ছেন। ওয়াশিংটনে দুর্নীতি দূর করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ট্রাম্প, সেই প্রেক্ষাপটে, তাঁর নিজের দলের সমর্থকদের এমন মনোভাব ট্রাম্পের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। নিউইয়র্কের এক ধনী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ট্রাম্প রাজনীতিতে আসার আগেই নিজের নামকে বিশ্বজুড়ে একটি ব্র্যান্ডে পরিণত করেন। তবে গত বছর তিনি ও তাঁর পরিবার ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিন্যান্সিয়াল এবং নিজস্ব ট্রাম্প মিম কয়েন-সহ বেশ কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোগ থেকে ১৪০ মিলিয়ন বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ক্লান্ত, মানসিক সমস্যায় ভোগা নাবিকদের নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়ল সংকটে জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকন

পরিচয় ডেস্ক: বহু সমস্যায় জর্জরিত বিমানবাহী রণতরী আব্রাহাম লিংকনের মধ্যপ্রাচ্যে দায়িত্ব পালনের পর্ব শেষ হয়েছে। ২০ আববৃহস্পতিবার প্রায় পাঁচ হাজার নৌ বাহিনীর সদস্যসহ জাহাজটি ৯ মাসের মোতায়েন শেষে সান দিয়েগোর উদ্দেশে দেশে ফেরার যাত্রা শুরু করেছে। রণতরী আব্রাহাম লিংকনের জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছে জাপানে অবস্থানরত বিমানবাহী রণতরী জর্জ ওয়াশিংটন।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা রণতরী আব্রাহাম লিংকনের মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত ১৬ আগস্ট রোববার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত রণতরী আব্রাহাম লিংকনকে নিয়ে লেখা এক মতামতধর্মী নিবন্ধে বিষয়টির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার।

ওই নিবন্ধে অ্যাডমিরাল লিখেছিলেন, ওশুভযাত্রা এবং খুব শিগগিরই প্রাপ্য পুনর্মিলন উপভোগ করো৶

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে রণতরী আব্রাহাম লিংকনকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে জাহাজটিতে জীবনযাত্রার মান খারাপ হওয়ার বিষয়ে একের পর এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পেছনে ছিল সরবরাহব্যবস্থার নানা সমস্যা। ইরান বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের চলছে লাগামহীন ঋণগ্রহণ: ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাল যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ আগস্ট বুধবার প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় ঋণ ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। কয়েক দশক ধরে সামরিক বাহিনীর ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান খরচ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর কমানোর ব্যয় মেটাতে ধার করে আসার ফলে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলকটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য অশুভ সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শুধু চলতি বছরেই যুক্তরাষ্ট্র তার বিভিন্ন দায় মেটাতে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ নেওয়ার পথে রয়েছে। এর মধ্যে ইরানের যুদ্ধের ব্যয় এবং ২০২৫ সালে রিপাবলিকানরা পাস করা ব্যাপক কর কমানোর ব্যয়ও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ যারা কিনেছে, তাদের সুদ পরিশোধের ব্যয় দ্রুত বেড়ে এখন মোট বাজেট ঘাটতির প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র আরও গভীর আর্থিক সংকটে ঢুকে পড়ছে।

জিডিপির শতাংশ হিসেবে জাতীয় ঋণ মাউন্ট করা বা জমতে থাকা এই ঋণের বোঝা সমাধানের জন্য কোনো সমস্যা নাকি এটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তিরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঘাটতি রাজনৈতিক চালবাজিরও একটি মাধ্যম, যেখানে রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় না থাকলে এটি নির্মূল করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়।

কম্পোজিট নির্দেশক বা ঋণ কমানোর সমর্থকওকমিটি ফর এ রেসপন্সিবল ফেডারেল বাজেট-এর সিনিয়র পলিসি ডিরেক্টর মার্ক গোল্ডউইন ঋণের সুদের দিকে নির্দেশ করে বলেছেন, এর সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হলো আমরা কীভাবে ঋণের দুষ্টচক্র শুরু হতে দেখতে পাচ্ছি।চ

আইনপ্রণেতারা ঋণের বিষয়টি মোকাবিলা করতে না পারায় দীর্ঘমেয়াদে নানা ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। তবে দেশটির ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝার বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আসছে, মিত্ররা ‘হয় আমাদের সঙ্গে, অথবা আমাদের বিপক্ষে থাকবে’- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট। বিশেষ করে ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনা চীনের সহযোগিতা চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বেসেন্ট বলেন, ইরানের ওপর ওইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা২ আরোপ করা হবে। আগামী সোমবার ২৪ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব নিষেধাজ্ঞার বিস্তারিত তুলে ধরবেন।

সিএনবিসিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন,ওএটি এক-দুই আঘাতের মতো। ইরানের ওপর আমাদের অবরোধ রয়েছে। এর সঙ্গে আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞাও দিতে যাচ্ছি২

তিনি বলেন,ওএটি ইরানে কাজ করবে এবং আমরা এই শাসনব্যবস্থাকে ধসিয়ে দেব২

বেসেন্ট মিত্রদের উদ্দেশে বলেন,ওএটি হবে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমন্বিত অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা। আমরা স্পষ্ট করে বলছি, তারা (মিত্র দেশ) হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে, অথবা আমাদের বিপক্ষে থাকবে২

এর আগে ১৮ আগস্ট বুধবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ইরানকে ওযেকোনো ধরনের সহায়তা২ দেওয়া দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শুরু করা প্রায় ছয় মাসের যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন। এর মধ্যেই ট্রাম্প এই হুঁশিয়ারি দিলেন।

বেসেন্ট বলেন, তেলের বাজার যুক্তরাষ্ট্রের এই অর্থনৈতিক চাপের প্রভাব ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তিন সপ্তাহের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে।

তিনি বলেন,ওআমাদের কাছে এমন কিছু তথ্য আছে, যা বাজারের কাছে নেই। তাই তেলের দাম কেন বেড়েছে, তা আমি নিশ্চিত নই২

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

উত্তর কোরিয়ার কাছে ট্রাম্পের ধারণার চেয়েও দ্বিগুণ পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে জানাল দক্ষিণ কোরিয়া

পরিচয় ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার কাছে ৮০ থেকে ১২০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে বলে মনে করে দক্ষিণ কোরিয়া। গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন পিয়ংইয়ংয়ের কাছে ৫৭টি পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ধারণা ট্রাম্পের দাবির চেয়ে বেশি ওয়ারহেড উত্তর কোরিয়ার কাছে আছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন গিউ-ব্যাক সংসদীয় কমিটিকে বলেন, উত্তর কোরিয়ার কাছে প্রায় ৮০ থেকে ১২০টি ওয়ারহেড রয়েছে বলে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, যদিও তিনি উল্লেখ করেন এর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা

কঠিন। আন আরও জানান, এই সংখ্যাটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থাগুলোর অনুমান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী এটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি। কিম জং উনের কাছে ৫৭টি অত্যন্ত শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে২ ট্রাম্পের করা এমন মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আন বলেন,ওসংখ্যায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে২। হোয়াইট হাউজে ১৯ আগস্ট বুধবার উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাথে এ বছরের শেষের দিকে সাক্ষাতের পরিকল্পনা এবং তাকে নিয়ে আলোচনাকালে ট্রাম্প এই মন্তব্যটি করেন। তবে দক্ষিণ কোরিয়া

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

শুভ অপরাহ্ণ! শুনেছি, আপনারা আমাকে মিস করেছেন! এই যে আমি! - এক মাস পর প্রকাশ্যে এসে মেলানিয়া

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প দীর্ঘ এক মাস পর জনসমক্ষে এসে নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে চলা আলোচনার জবাব দিয়েছেন রসিকতার মাধ্যমে।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মেলানিয়া। এ সময় তিনি বলেন, ‘শুভ অপরাহ্ণ। শুনেছি, আপনারা আমাকে মিস করেছেন। এই যে আমি।’

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে ওভাল অফিস থেকে মঞ্চের দিকে হেঁটে যান মেলানিয়া। পরে তার বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প দর্শকসারিতে বসে ছিলেন।

এর আগে সর্বশেষ গত ১৯ জুলাই ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল মেলানিয়াকে। এরপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে তার অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর মধ্যে ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস ডিনারও ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ওই ডিনারের প্রথম আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মেলানিয়া। তবে পরে একটি বন্দুকধারীর ঘটনার কারণে অনুষ্ঠানটি ব্যাহত হয়।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন সংস্থা এনবিসির এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ফার্স্ট লেডি হিসেবে মেলানিয়া আগের তুলনায় কম জনসমক্ষে আসছেন। প্রথম মেয়াদের একই সময়ের তুলনায় এবার তার প্রকাশ্য কর্মসূচির সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে এসে মেলানিয়ার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের পর তার অনুপস্থিতি নিয়ে চলা আলোচনা নতুন করে সামনে এসেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হরমুজের মালিকানা দাবি করায় ক্যালিফোর্নিয়াকে নিজেদের ভূখণ্ড বলল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীকে ‘যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভূখণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের করা একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়ায়, ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ইরানি কনস্যুলেটের অফিসিয়াল সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যালিফোর্নিয়াকে ইরানের ‘নতুন ভূখণ্ড’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তেহরানের এই প্রতিক্রিয়াটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে হরমুজ প্রণালীর একটি মানচিত্রের নিচে “ঘঊড ট.ঝ. এঁবৎৎরঃড়ৎু” বা “যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভূখণ্ড” কথাটি লেখা ছিল।

এর আগে, ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই কৌশলগত জলপথটি মার্কিন ভূখণ্ডে পরিণত হবে। পরবর্তীতে হোয়াইট হাউস এক্স হ্যান্ডলে ট্রাম্পের সেই পোস্টটি রিপোস্ট

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

ইরানকে একঘরে করতে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় বড় বাধা চীন-রাশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে একঘরে করতে বড় ধরনের চাপ তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেন করা দেশগুলোকেও কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার চীন ও রাশিয়াকে এই চাপের মধ্যে আনা ট্রাম্পের জন্য সহজ হবে না। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে ইরানের বড় পরিসরের তেলবাণিজ্য এবং রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্ক ওয়াশিংটনের পরিকল্পনাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। আর তাই ইরানের গুরুত্বপূর্ণ দুই বাণিজ্যিক অংশীদার চীন ও রাশিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করে ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হতে পারে।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বলছে, রাশিয়া আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে এবং দেশটি অনেকাংশেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে। অন্যদিকে চীন নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার নিয়মে বড় পরিবর্তন ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী, এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বৈধভাবে থাকার নিয়মে বড় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসন এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে উচ্চশিক্ষা, শ্রমিক ও সাংবাদিক সংগঠনগুলোর একটি জোট।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া নতুন নিয়ম আটকে দিতে গত ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালতে মামলা এবং প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞার (ইনজংশন) আবেদন করা হয়েছে।

মামলাটি দায়ের করেছে মোট আটটি সংগঠন। এগুলো হলো - নাফসা: অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস, প্রেসিডেন্টস অ্যালায়েন্স অন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিপেনডেন্ট কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ ইন ম্যাসাচুসেটস, আমেরিকান ফেডারেশন অব টিচার্স, গ্র্যাজুয়েট লেবার অর্গানাইজেশন এএফটি লোকাল ৬৫১৬, ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স, ইউএডব্লিউ লোকাল ২৩২২ এবং সাংবাদিকদের সংগঠন দ্য নিউজগিল্ড-সিডব্লিউএ।

মামলাটি হচ্ছে ‘প্রেসিডেন্টস অ্যালায়েন্স অন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন বনাম ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি’। ১৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ৮১ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগেই সেটি সাময়িকভাবে আটকে দিতে আদালতের কাছে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে বাদীপক্ষ।

নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময়সীমা নিয়ে। বর্তমানে অধিকাংশ এফ-১ শিক্ষার্থী ও জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ‘ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস’ ব্যবস্থায় থাকেন। অর্থাৎ নির্ধারিত শিক্ষাগত বা বিনিময় কর্মসূচির শর্ত ঠিকভাবে মেনে চললে তাদের আই-৯৪ রেকর্ডে আলাদা নির্দিষ্ট শেষ তারিখ না রেখেই বৈধভাবে অবস্থানের সুযোগ থাকে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নিয়মে এই দীর্ঘদিনের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে। এফ-১ শিক্ষার্থী ও জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিজিটরদের তাদের কর্মসূচির মেয়াদ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে একবারে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ চার বছরের কম সময়ের প্রোগ্রাম হলে সেই প্রোগ্রামের নির্ধারিত সময়ই প্রযোজ্য হতে পারে, আর চার বছরের বেশি হলে প্রাথমিক অনুমোদন চার বছরের বেশি হবে না।

কোনো শিক্ষার্থীর ডিগ্রি বা গবেষণা শেষ করতে অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হলে তাকে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে হবে। মামলার নথি অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আবেদন, ফি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বায়োমেট্রিক তথ্য বা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হতে পারে। বাদীপক্ষের আশঙ্কা, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি পিএইচডি ও গবেষণা কর্মসূচিতে থাকা বিদেশি শিক্ষার্থীরা এতে বড় অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন। মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক পিএইচডি প্রোগ্রাম শেষ করতে চার বছরের বেশি সময় লাগে - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণত ছয় থেকে সাত বছরও প্রয়োজন হয়। চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রিও অনেক শিক্ষার্থীর নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে। ফলে বাদীপক্ষের দাবি, শিক্ষার্থী বৈধভাবে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও নতুন ব্যবস্থায় তাকে আলাদাভাবে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের কর সুবিধা (ট্যাক্স রিফান্ড) ঠেকাতে আইআরএসের নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে চার ধরনের ফেরতযোগ্য আয়কর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার নিয়ম আরও কঠোর করার প্রস্তাব দিয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের ট্রেজারি বিভাগ ও ইন্টারনাল রেভেনিউ সার্ভিস (অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তর) বা আইআরএস।

নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আইনে যেসব ব্যক্তি এসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগ্য নন, তারা করদাতাদের অর্থে দেওয়া এসব সুবিধার ফেরতযোগ্য অংশও পাবেন না।

গত ১৯ আগস্ট ট্রেজারি বিভাগ ও আইআরএস যৌথভাবে প্রস্তাবিত বিধিমালা প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের “ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্মসংস্থান সুযোগ পুনর্মিলন আইন” অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফেরতযোগ্য আয়কর সুবিধার ফেরত দেওয়া (রিমান্ড) অংশকে ফেডারেল সরকারি সুবিধা হিসেবে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিধিমালার আওতায় পড়বে চার ধরনের কর সুবিধা। এগুলো হলো দত্তক গ্রহণ (অ্যাডাপসান ট্যাক্স) কর সুবিধা, শিশু (চাইল্ড কেয়ার ট্যাক্স) কর সুবিধা, আমেরিকান সুযোগ (আমেরিকান অপার্চুনিটি ট্যাক্স) কর সুবিধা এবং অর্জিত আয় (আর্নড ইনকাম ট্যাক্স) কর সুবিধা।

নতুন নিয়ম চূড়ান্ত হলে এসব সুবিধার ফেরতযোগ্য অংশ (রিফান্ড) পেতে করদাতাকে ফেডারেল আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অথবা আইনে নির্ধারিত “যোগ্য বিদেশি” হতে হবে। যোগ্য বিদেশিদের মধ্যে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারী, আশ্রয়প্রাপ্ত (এসাইলি) ব্যক্তি, শরণার্থী (রিফিউজি) এবং আইনে নির্ধারিত আরও কিছু শ্রেণির মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

করদাতাকে নিজের ট্যাক্স রিটার্নে শপথভঙ্গের শাস্তির বিধান মাথায় রেখে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি সংশ্লিষ্ট কর সুবিধার ফেরতযোগ্য (রিফান্ড) অংশ পাওয়ার জন্য আইনগতভাবে যোগ্য।

যৌথভাবে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া দম্পতিদের ক্ষেত্রে নিয়মটি কিছুটা আলাদা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তত: একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় অথবা যোগ্য বিদেশি হলেই সংশ্লিষ্ট কর সুবিধার ফেরতযোগ্য (রিফান্ড) অংশ পাওয়ার যোগ্যতা পূরণ হবে।

তবে প্রস্তাবিত নিয়মের অর্থ এই নয় যে যোগ্য নন এমন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর সুবিধার কোনো অংশই দাবি করতে পারবেন না। যে অংশটি সরাসরি আয়করের দায় কমাতে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করলে সেটি দাবি করা যেতে পারে। মূলত করের দায়ের চেয়ে বেশি হয়ে যে অর্থ করদাতাকে ফেরত (রিফান্ড) দেওয়া হয়, নতুন নিয়মে সেই অংশটিকেই সরকারি সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, প্রস্তাবিত বিধিমালার উদ্দেশ্য হলো ফেডারেল আইনে যাদের এসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার অনুমতি নেই, তাদের কাছে করদাতাদের অর্থে দেওয়া সুবিধা পৌঁছানো ঠেকানো। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন,

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিদেশি শিক্ষার্থী কমায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির শঙ্কা, ঝুঁকিতে ৪০ হাজার চাকরি

পরিচয় ডেব: ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগের বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকায় ২০২৬ সালের শরৎ সেমিস্টারে দেশটির অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হতে পারে। একই সঙ্গে প্রায় ৪০ হাজার চাকরিও ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে নতুন এক বিশ্লেষণে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংগঠন নাফসা।

নাফসা এবং জেবি ইন্টারন্যাশনালের যৌথ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শরতে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার কমে যেতে পারে। এই হ্রাসের সরাসরি প্রভাব পড়বে টিউশন ফি, বাসাভাড়া, খাবার, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয় ব্যবসায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ব্যয়ের ওপর।

নাফসার হিসাবে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান ৩.৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কমতে পারে। এর সঙ্গে প্রায় ৪০ হাজার চাকরি হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে। ২০২৫ সালের তুলনায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অবদান থেকে সমর্থিত চাকরির সংখ্যা প্রায় ৯ শতাংশ কমে যেতে পারে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ লাখ ৭৮ হাজার। তারা দেশটির অর্থনীতিতে প্রায় ৪২.৯ বিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছিলেন এবং ৩ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি চাকরিকে সমর্থন করেছিলেন।

নাফসার মধ্যম পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে প্রায় ১১ লাখ ৫ হাজারে নেমে আসতে পারে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে এই সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৫৭ হাজারে নামার আশঙ্কা রয়েছে।

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সুবিধাজনক অবস্থান ধসে পড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: রয়টার্স/ইপসসের নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান দুর্বল হয়েছে।

জরিপে আরো দেখা গেছে, নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ইমিগ্রেশন নীতির ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন; অন্যদিকে ৩৮ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের বেছে নিয়েছেন। এই ব্যবধান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সর্বনিম্ন। এর বিপরীতে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসেড়অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পরড়রিপাবলিকানরা ২৬ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বা সমর্থনের হার তাঁর প্রেসিডেন্সির দুর্বলতা নির্দেশ করেড়এই ধারণাটি যদিও হোয়াইট হাউস ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ডেভিস ইংগল 'নিউজউইক'-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “ইতিহাসের অন্য কোনো প্রেসিডেন্টই আমেরিকান জনগণের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতো এত বেশি কিছু অর্জন করতে পারেননি; তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও আবাসনকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার মতো বিষয়গুলোতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।” “প্রেসিডেন্ট কেবল আমেরিকাতেই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক অগ্রগতি সাধন করেছেন। তাঁর গৃহীত কর্মসূচির সুফল পাওয়া কেবল শুরু হয়েছে মাত্র।”

জরিপের ফলাফল নিয়ে নিউজউইকের এর রিপোর্ট

যা জানা প্রয়োজন

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় রিপাবলিকানদের ইমিগ্রেশন নীতি অধিকতর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ সময় তাঁর নির্দেশে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং দেশজুড়ে কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে।

তবে দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসন-সংক্রান্ত বেশ কিছু আলোচিত ও স্পর্শকাতর ঘটনা ঘটেছেড়যার মধ্যে রয়েছে প্রাণঘাতী সংঘাত, হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিশুসহ আটক ব্যক্তির সংখ্যায় ব্যাপক উল্লম্ফনড়যা সামগ্রিক নীতির বিষয়ে জনমতকে প্রভাবিত করেছে।

রয়টার্স/ইপসোস-এর এই জরিপটি চার দিন ধরে অনলাইনে পরিচালিত হয় এবং ১৭ আগস্ট প্রকাশিত হয়। এতে সারা দেশের ১,১৬৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মতামত অন্তর্ভুক্ত ছিল। জরিপটিতে উভয় দিকে ৩ শতাংশীয় পয়েন্টের ত্রুটির সীমা (মার্জিন অফ এরর) ছিল।

নিউজউইক মন্তব্যের জন্য ইমেইলের মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের সাথে যোগাযোগ করেছে।

এ বছর ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতি জনসমর্থন যেভাবে কমেছে

ইপসোস (ওঢ়ংড়ং)-এর জনমত জরিপ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প যখন পুনরায় ক্ষমতায় আসেন, তখন ৪৮ শতাংশ আমেরিকান অভিবাসন বিষয়ে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন করেছিলেন।

২০২৪ সালে ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর অভিবাসন নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল; সে সময় তিনি অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বৃহত্তম বহিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড এর আবেদনকারীদের পাবলিক চার্জ এর আওতায় আর্থিক ও অন্যান্য সক্ষমতা যাচাইয়ে বড় পরিবর্তন আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড এর আবেদনকারীদের পাবলিক চার্জ এর আওতায় আর্থিক ও অন্যান্য সক্ষমতা যাচাইয়ে বড় পরিবর্তন আসছে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে নতুন পাবলিক চার্জ নীতির আওতায় ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বা টঝঈওঝ আবেদনকারীর আয়, সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার পাশাপাশি ঝঘঅচ বা ফুড স্ট্যাম্প, মেডিকেইড, ঈঐওচ এবং বিভিন্ন আবাসন সহায়তাসহ আরও বিস্তৃত সরকারি সুবিধা গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নিতে পারবে।

টঝঈওঝ গত ১৮ আগস্ট এ সংক্রান্ত নতুন নীতিগত নির্দেশনা প্রকাশ করে। নতুন নিয়ম মূলত ১৮ সেপ্টেম্বর বা তার পরে জমা দেওয়া অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস বা ঋড়ৎস ও ৪৮৫ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর আগে যথাযথভাবে জমা দেওয়া আবেদন সাধারণভাবে আগের নিয়ম অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো আবেদনকারী ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না, তা নির্ধারণে তার সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবেন কর্মকর্তারা। এতে বয়স, স্বাস্থ্য, পরিবারের সদস্যসংখ্যা, আয়, সম্পদ, শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, চাকরির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিবেচনায় আসতে পারে।

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিতের নীতি বেআইনি, ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল আদালতের রায়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদান স্থগিত রাখার ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে নিউইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালত। শুক্রবার, ২১ আগস্ট, নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল আদালতের বিচারক জেনেট এ. ভার্গাস ট্রাম্প প্রশাসনের উক্ত নীতির বিরুদ্ধে রায় দেন। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিতের নীতি বাতিল করা হয়েছে।

মামলাটি কয়েকটি ইমিগ্র্যান্ট অধিকার সংগঠন, ইমিগ্র্যান্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়। মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ১৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর ঘোষণা এবং পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু বন্ধ রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়।

২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতির আওতায় বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। আবেদনকারীরা আবেদন জমা দিতে এবং সাক্ষাৎকার দিতে পারলেও ভিসা প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যুক্তি ছিল, তালিকাভুক্ত দেশগুলোর ইমিগ্র্যান্টদের যুক্তরাষ্ট্রে এসে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশও ওই ৭৫ দেশের তালিকায় রয়েছে।

২১ আগস্ট শুক্রবারের রায়ে বিচারক ভার্গাস যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এই সামগ্রিক নীতিকে আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে ঘোষণা করেন। আদালতের সিদ্ধান্তের মূল বিষয় হলো, শুধু কোনো দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে একজন আবেদনকারীর ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আটকে রাখা যাবে না। আইনের অধীনে প্রত্যেক আবেদনকারীর পরিস্থিতি পৃথকভাবে মূল্যায়নের যে প্রক্রিয়া রয়েছে, সেটি অনুসরণ করতে হবে।

আদালত প্রশাসনিক কার্যপ্রণালি আইনের অধীনে পুরো নীতিটি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদান বন্ধ রাখার মূল নীতির ওপরই সরাসরি প্রভাব পড়েছে।

মামলায় বাদীপক্ষের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল, কংগ্রেসের তৈরি অভিবাসন ও জাতীয়তা আইন কনস্যুলার কর্মকর্তাদের পৃথকভাবে ভিসা আবেদন যাচাই ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু ৭৫ দেশের জন্য জারি করা নীতিতে কর্মকর্তাদের সেই ব্যক্তিগত মূল্যায়নের সুযোগ কার্যত সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল। আদালত সরকারের এই পদ্ধতিকে আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করার বিষয় হিসেবে দেখেছে। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের একই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে অন্য একটি ফেডারেল আদালতেও মামলা দায়ের করা হয়।

৩১ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসির ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যামিট পি. মেহতা ব্রাজিলের নাগরিক নিউটন দে মোরাউ গোমেস ও তার পরিবারের মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। তবে সেই রায়ে মূলত ওই পরিবারের আবেদন ব্যক্তিগতভাবে পুনরায় মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ দেশের পুরো নীতি বাতিল করা হয়নি।

২১ আগস্ট নিউইয়র্কের রায়টি সে কারণে আলাদা গুরুত্ব বহন করছে। এটি শুধু একজন বা একটি পরিবারের ভিসা আবেদন নিয়ে নয়, বরং ৭৫ দেশের নাগরিকদের ওপর প্রয়োগ করা পুরো ভিসা প্রদান স্থগিত নীতির বৈধতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে এবং নীতিটি বাতিল করার আদেশ দিয়েছে।

বাংলাদেশি অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য এই রায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে বেশি। জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা ইস্যু স্থগিত থ াকায় অনেক পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা ও সন্তান এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

নিউইয়র্ক সিটিতে আইসের সাঁড়াশি অভিযান, নজর যেসব এলাকায়

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট-আইসের অভিযান বেড়েছে বলে জানিয়েছে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো। হঠাৎ ধরপাকড় অভিযান বেড়ে যাওয়ায় অনিবন্ধিত অভিবাসী ও প্রবাসীদের মাঝে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথেও অনেকেই যেকোনো সময় গ্রেপ্তার আতঙ্কে ভুগছেন।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত দুই সপ্তাহে শহরের অন্তত ১২টি এলাকায় আইসের তৎপরতা ব্যাপকভাবে চোখে পড়েছে। এর মধ্যে ম্যানহাটনের ইনউড ও ওয়াশিংটন হাইটস এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের পোর্ট রিচমন্ড ও স্ট্যাপলটন এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাশাপাশি ব্রুকলিন বোরোর সানসেট পার্ক, ডাইকার হাইটস, বেনসনহার্স্ট এবং সাইপ্রেস হিলসেও আইস সদস্যদের আকস্মিক উপস্থিতি ও অভিযানের খবর পাওয়া গেছে। মূলত যেসব এলাকায় অভিবাসীদের ঘনবসতি বেশি, কৌশলগতভাবে সেসব জায়গাতেই এই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ব্রুকলিন ও ম্যানহাটনের পাশাপাশি কুইন্সের মতো বাংলাদেশি এবং অন্যান্য অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও এই অভিযানের তীব্র আঁচ লেগেছে। স্থানীয় অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, কুইন্সের এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, কলেজ পয়েন্ট এবং করোনা এলাকায় আইসের দৃশ্যমান উপস্থিতি বেড়েছে।

উদ্বেগজনক বিষয় হলো, গত ২৭ জুলাইয়ের পর থেকে কেবল কুইন্স এলাকাতেই দুই ডজনের বেশি ব্যক্তিকে আটকের সুনির্দিষ্ট তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ভয়াবহ ভীতির সঞ্চার করেছে।

তবে এই ধরপাকড় পরিস্থিতি ঠিক কতটা ব্যাপক, সে বিষয়ে সরকারিভাবে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এলাকাভিত্তিক অভিযানের কোনো পূর্ণাঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে অভিবাসী সংগঠনগুলোর তালিকাভুক্ত প্রতিটি এলাকায় প্রতিদিন নিয়মিত অভিযান চলছে কি না, তা শতভাগ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

তা সত্ত্বেও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে অভিবাসীদের নিজেদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আইনজীবীদের সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন মানবাধিকারকর্মীরা।

LAW OFFICES
WWW.MOINLAW.COM
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

বাংলাদেশে কি আবার জঙ্গি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে?
- প্রশ্ন জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের কারা কর্তৃপক্ষ ও আদালতের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কারাগারে আটক থাকা ৩৩৮ জন ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

এছাড়া জেল পালানো তিনজন জঙ্গি নেতাকেও ধরা যায়নি। কারা কর্তৃপক্ষের কাছে সুনিদিষ্ট তথ্য না থাকলেও অন্তত ২৭ জঙ্গি নরসিংদী কারাগার ভেঙে পালিয়ে গেছেন, তাদেরও ধরা যায়নি।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম বলেন, ‘‘৫ আগস্টের পর ডান পন্থার যে উত্থান ঘটেছে সেটা তো বলাই যায়। যেমন ধরেন যারা কারাগার থেকে বের হয়েছে, তাদের তো কেউ মোটিভেট করেনি যে এই রাস্তা থেকে বের হতে হবে। ফলে তারা যে আদর্শ নিয়ে ছিল, সেই আদর্শ নিয়েই আছে। ফলে তারা সুযোগ পেলে তৎপরতা চালাবে সেটা তো বলাই যায়। আবার সম্প্রতি কিছু তৎপরতাও তো আমরা দেখছি।’’

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এছাড়া নতুন করে আলোচনায় এসেছে একসময় বাংলাদেশে আলোচিত ও নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির কার্যক্রম। নব্য জেএমবির একটি চক্রের বিষয়ে নতুন তথ্য পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী

বাহিনী।

গত ১২ আগস্ট সাভারের দক্ষিণ শ্যামপুর এলাকায় তিনতলা একটি বাড়ি ঘিরে অভিযান চালায় পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বা সিটিটিসি ইউনিট। সেখান থেকে একটি সন্দেহজনক প্রেশার কুকার বা ‘কেটলি বোমা’ এবং বিপুল পরিমাণ গান পাউডারসহ বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

গত ৩০ জুলাই সাভারের আশুলিয়ায় একটি মুদিদোকানে ফেলে যাওয়া ভ্রমণ ব্যাগ থেকে বিশেষ কায়দায় তৈরি একটি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

২৪ জুলাই ঢাকার মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে একটি ছাতার ভেতরে রাখা বোমাও উদ্ধার করে পুলিশ।

গত জানুয়ারিতে ঢাকার কেরাণীগঞ্জে একটি মাদ্রাসা এবং শরিয়তপুরের জাজিরায় ককটেল বানানোর সময় বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা ঘটে। ঢাকার কেরাণীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় জঙ্গিবাদ মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসে। এই ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে এবং অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট ঘটনার তদন্ত করছে।

এসব ঘটনাক্রমের মধ্যেই কদিন আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যানবাহনে হামলার আশঙ্কা থেকে সারা দেশে সতর্কতা জারি করে বার্তা দিয়েছিল বাংলাদেশের বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা সংকট দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে: সেনাপ্রধান

পরিচয় ডেস্ক: সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকট বদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে। একই সঙ্গে সংকটপূর্ণ এলাকাগুলোতে মাদক, চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও ঘটছে।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) অডিটোরিয়ামে ক্যাপস্টোন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সেনাপ্রধান বলেন, “আপনার জেনেছেন রোহিঙ্গা ইস্যু কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছে। ওই এলাকায় পরিবেশের ক্ষতি করা থেকে শুরু করে অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। মাদক চোরাকারবারসহ নানা ধরনের অপকর্ম সেখানে ঘটছে।”

দেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে সেনাপ্রধান বলেন, বাংলাদেশকে সীমান্তসংক্রান্ত সমস্যা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু, পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা এবং জ্বালানি সংকটের মতো বিষয়ও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, “এসব সমস্যা একদিনে সমাধান করা সম্ভব নয়।” এবারের এনডিসি ক্যাপস্টোন কোর্সে বিভিন্ন পেশার ৩৭ জন ব্যক্তি অংশ নেন। অধ্যাপক, চিকিৎসক, বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে ঢাকা। ভারতীয় গণমাধ্যমে আগামী ২৩-২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের খবর প্রকাশের পর শুক্রবার (২১ আগস্ট) তার প্রেস সচিব এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই হতো দিল্লিতে তারেক রহমানের প্রথম সফর। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া শীতল সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই সফর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং বর্তমানে সেখানে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। ঢাকা বারবার নয়াদিল্লির কাছে হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে আসছে। ভারত অবশ্য জানিয়েছে, তারা এই অনুরোধটি বিবেচনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এ এ এম সালেহ বলেন, “সফরের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।” তিনি আরও বলেন, “শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য ‘পলাতক অপরাধীদের’ প্রত্যর্পণের বিষয়ে ভারতের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে ঢাকা।” অন্যদিকে, নিয়মিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই সফরের বিষয়ে সাংবাদিকদের কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তবে গত সপ্তাহে ঢাকা সংকেত দিয়েছিল, এই সফরের জন্য আরও অনুকূল কূটনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন। এর কয়েক দিন আগেই শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন, যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল ঢাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া শেখ হাসিনাকে গত নভেম্বরে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয় বাংলাদেশের আদালত।

তারেক রহমানের সম্ভাব্য সফর নিয়ে দেওয়া বিবৃতি এক ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করল ভারত

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য নয়াদিল্লি সফর সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশের এক ঘণ্টার মধ্যে সেটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রপতি ভবন। শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে প্রকাশিত ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনের ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, বিশিষ্ট অতিথির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মহড়ার কারণে শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে ‘চেঞ্জ অব গার্ড’ অনুষ্ঠিত হবে না।

আরও বলা হয়েছিল, বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক হয়েও কেন মাছ আমদানি করে বাংলাদেশ?

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম প্রধান মাছ উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) জুন ২০২৬-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নদী, হ্রদ ও জলাভূমি থেকে মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি, শপথ নিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয় ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সংসদ ভবনের সভাকক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৫৫ ভোট পেয়ে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পান ৮৮ ভোট। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিএনপির সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হলেন।

শুক্রবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বঙ্গভবনের দরবার হলে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। এর আগে বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটের দিকে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বহনকারী গাড়িবহর কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বঙ্গভবনে প্রবেশ করে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শপথ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্য, বিদেশি কূটনীতিক এবং সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানিয়েছে, এই শপথ অনুষ্ঠানে ১২ শতাধিক অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সংসদ ভবনের সভাকক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৫৫ ভোট পেয়ে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পান ৮৮ ভোট।

পৌর চেয়ারম্যান থেকে রাষ্ট্রপতি - মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রাজনৈতিক জীবন

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় ৩৫ বছর পর সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশের ২৩ তম রাষ্ট্রপতি। এ নির্বাচনে ২৫৫টি ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতাসীন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব ও সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে ছিলেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এলডিপির চেয়ারম্যান অলি আহমদ। তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের প্রার্থী। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শাসনের সময় দলটির মনোনয়নে নির্বাচিত ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তার মেয়াদের দেড় বছরের মতো সময় বাকি থাকতেই পদত্যাগ করেন গত ২৪শে জুলাই। চলতি মাসের শুরুতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলে বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের পর আগামী পাঁচ বছরের জন্য বঙ্গভবনের বাসিন্দা হচ্ছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তৃণমূল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বসতে বিএনপির কঠিন সময়ে দলকে নেতৃত্ব দেয়া এবং ওক্লিন ইমেজ্বের রাজনীতিক বলে পরিচিত মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ এক পথ। ছাত্রজীবনে ছাত্র রাজনীতি, সেখান থেকে শিক্ষকতা, সে পেশা ছেড়ে ফের রাজনীতির মাঠ।রাজনীতিতে নেমেই নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠাকুরগাঁও পৌরসভার চেয়ারম্যান।

খালেদা জিয়া কারাবন্দী ও তারেক রহমানের নির্বাসিত অবস্থায় মামলা-নির্যাতনে যখন বিএনপি অনেকটা বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে ভারতের রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (২১ আগস্ট) এক অভিনন্দনবার্তায় মুর্মু বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সেবায় মির্জা ফখরুল তার মেয়াদ সফলভাবে সম্পন্ন করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ও ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

শুক্রবার (২১ আগস্ট) এক অভিনন্দনবার্তায় মুর্মু বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সেবায় মির্জা ফখরুল তার মেয়াদ সফলভাবে সম্পন্ন করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রেস উইং সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেন,ওজনজীবন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে মির্জা ফখরুলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জনগণের সেবায় তার দায়িত্ব বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

ফখরুলকে জারদারির অভিনন্দন, পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। একই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারে তাকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

আজ (২১ আগস্ট) ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিনন্দন বার্তায় জারদারি আস্থা প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রপতি ফখরুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং জনগণের কল্যাণে আরও অগ্রগতি অর্জন করবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেন,ওঅভিন্ন ইতিহাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

তিনি দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক ইতিবাচক গতি স্বাগত জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রথম রদবদল; কে পাচ্ছেন কোন মন্ত্রণালয়

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রথম দফা রদবদল হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পর বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়। আজ (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর প্রথমে চারজন মন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রীকে শপথ পড়ান তিনি।

এই রদবদলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে নতুন মুখ আসার পাশাপাশি কয়েকজনের পদোন্নতি ও দপ্তর পরিবর্তন হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

মক্কা চুক্তি কি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন শক্তির ভারসাম্য আনবে

ডেভিড হার্স্ট: সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান মক্কায় যে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তা শুধু তিন দেশের সামরিক সহযোগিতার বিষয় নয়। এর মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থায় নতুন একটি সমীকরণ তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিরাপত্তার জন্য নির্ভরশীল দেশগুলো এখন নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করছে।

কাগজে-কলমে নতুন এ জোট যথেষ্ট শক্তিশালী। তিন দেশের অর্থনীতির সম্মিলিত আকার বিপুল। তাদের হাতে রয়েছে ৫ হাজার ৬০০টির বেশি প্রধান যুদ্ধট্যাংক, ১ হাজার ১০০টির বেশি যুদ্ধবিমান এবং বিপুলসংখ্যক ড্রোন ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। তিন দেশের সেনাবাহিনীতে ১০ লাখের বেশি সদস্য রয়েছে। পাকিস্তানের রয়েছে পারমাণবিক প্রতিরোধক্ষমতাও। ফলে সামরিক দিক থেকে এ চুক্তির

তাৎপর্য উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

তবে তিন দেশের স্বার্থ ও উদ্বেগ এক নয়। পাকিস্তান একাধিক বিদ্রোহের সঙ্গে লড়ছে এবং তার অর্থের প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি কৌশলগত ভারসাম্য চায় ইসলামাবাদ। সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সে ভারসাম্য তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। ভারতও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রসচিব কানওয়াল সিবাল এ চুক্তিকে

তুরস্কের প্রয়োজনও আলাদা। দেশটি নিজস্ব প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে চায়। বিশেষ করে ইসরায়েলের ঘন ঘন হুমকির কারণে আঙ্কারা দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চয়তা খুঁজছে। একই সঙ্গে দক্ষিণ সিরিয়া থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারে সিরিয়ার নতুন সরকারকে সাহায্য করতে চায় তুরস্ক। দেশটির দ্রুত বিকাশমান সামরিক শিল্পের জন্যও বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

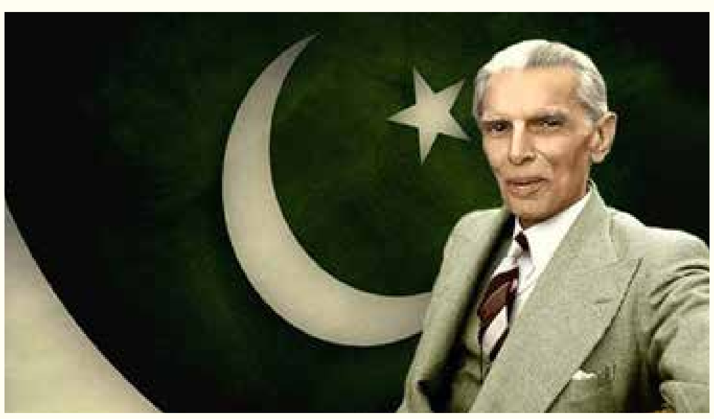

জিন্নাহর মরণব্যাধির খবর গোপন রাখায় পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পাচ্ছেন ২ ভারতীয় চিকিৎসক

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর গুরুতর অসুস্থতার তথ্য গোপন রাখার জন্য ভারতের মুম্বাইয়ের দুই পারসি চিকিৎসককে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার নিশান-ই-ইমতিয়াজ দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। খবর এনডিটিভির।

মনোনীত দুই চিকিৎসক হলেন চিকিৎসক ডা. জাল রতনজি প্যাটেল এবং রেডিওলজিস্ট ডা. জাল ধায়ভো-কু। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের আগে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জিন্নাহর যক্ষা কতটা গুরুতর অবস্থায় পৌঁছেছিল, সে তথ্য তারা পেশাগত গোপনীয়তার কারণে প্রকাশ করেননি বলে জানিয়েছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী ও পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান আহসান ইকবাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি জানান।

তিনি বলেন, ১৯৪৬ সালে ডা. প্যাটেল ও ডা. ধায়ভো-কু জিন্নাহর এক্স-রে পরীক্ষা করেছিলেন। এতে তারা দেখতে পান, জিন্নাহর যক্ষা অনেকটা অগ্রসর পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তার হাতে হয়তো আর এক থেকে দুই বছর সময় রয়েছে।

তবে জিন্নাহর অসুস্থতার ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা কাউকে জানাননি। বিষয়টি কেবল জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে উল্লেখ করেন আহসান ইকবাল।

তিনি বলেন, এত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পেশাগত গোপনীয়তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে এই দুই চিকিৎসক নীরবে কিন্তু অসাধারণ একটি সেবা করেছিলেন।

আহসান ইকবালের দাবি, চিকিৎসকদের পেশাগত শপথের প্রতি এই আনুগত্য পরোক্ষভাবে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল, যা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টির পথকে প্রভাবিত করে।

জিন্নাহর অসুস্থতার খবর ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন শাসকদের কাছে পৌঁছালে দেশভাগের সময়সূচি ও প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারত এমন ধারণা রয়েছে ইতিহাসবিদদের মধ্যে।

পাকিস্তানের ওই মন্ত্রীর দাবি, ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরে জানিয়েছিলেন, জিন্নাহর অসুস্থতার প্রকৃত মাত্রা সম্পর্কে তিনি আগে জানতে পারলে হয়তো দেশভাগ বিলম্বিত করার কথা বিবেচনা করতেন।

তবে বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

অরুণাচলে ভারতের ভূখণ্ড দখল করার অভিযোগ: ভারত-চীন সীমান্তে নতুন করে বাড়ছে উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের মিত্র আঞ্চলিক রাজনীতিবিদদের একটি অনুসন্ধানী দলের প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, চীন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি টহল পয়েন্টে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না এবং ভারতের সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের কিছু ভূখণ্ড দখল করেছে।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর নয়াদিল্লিতে রাজনৈতিক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় চীনের কথিত ভূখণ্ড দখলের বিষয়ে নীরব থাকার জন্য মোদি সরকারের সমালোচনা করেছে।

নতুন এসব অভিযোগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম পার্বত্য জেলা আপার সুবানসিরিকে ঘিরে।

এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ভারত ও চীনের সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নতির ধারাকে ভেঙে দিতে পারে। দুই বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ইমরান খানকে কারাগার থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের: পিটিআই

পরিচয় ডেস্ক: সভ্যতার দিক থেকে প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত ও নেপালের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে ২১০ বছরের পুরোনো একটি চুক্তি। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে। সেটি হলো সেই মূল চুক্তির নথি কোথায় আছে তা নেপাল নিশ্চিত নয়।

নেপাল সরকার দেশটির সংসদকে জানিয়েছে, ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তির মূল নথি তাদের কাছে রয়েছে কি না, তা তারা নিশ্চিত করতে পারছে না। এই চুক্তির মাধ্যমে হিমালয় অঞ্চলের রাজ্য নেপালের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সংসদীয় একটি অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন সংরক্ষণাগার, মন্ত্রণালয় ও জাদুঘরে খোঁজ চালিয়েও চুক্তিটির মূল নথি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে লিপুলেখ-কালাপানি-লিম্পিয়াধুরা সীমান্ত বিরোধ উত্তেজনা তৈরি করার সময়ই চুক্তিটির মূল নথি নিয়ে এই অনিশ্চয়তার বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে।

নেপালের দাবির বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

বিশ্ব ক্রিকেটের শুভেচ্ছায় ভাসছেন শান্ত-হাসানরা

পরিচয় ডেস্ক: ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ। ডারউইনে অজিদের বিপক্ষে ৯ উইকেটের জয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পাচ্ছে নাজমুল হোসেনের দল। দলের ম্যানেজার ও জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার নাফিস ইকবাল গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ডারউইনে জয়ের পর বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড ফোন করে ও মুঠোফোন বার্তায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তিনি বলেন, যখনই আমরা সকালে নাশতা করতে যাই বা যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তারা সব সময় সম্মান করছে যে আমরা এখানে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছি। তারা টেস্ট ম্যাচকে খুব গুরুত্ব দেয়। সেই সম্মানটা এখন বেড়ে গিয়েছে।

নাফিস বলেন, এই ম্যাচের পর আমি নানান জায়গা থেকে, অন্যান্য বোর্ডের কর্মকর্তাদের থেকেও অভিনন্দনবার্তা পেয়েছি। এটাই বলে দেয়, এই জয়টা কত বড়।

তিনি বলেন, শ্রীলঙ্কা থেকে পেয়েছি (অভিনন্দন), পাকিস্তান থেকে পেয়েছি। এ রকম অনেক দেশ,

যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি, যেখানে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, আফগানিস্তানসহ অনেক জায়গা থেকেই আমরা পেয়েছি। সব জায়গা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ আসছে।

অস্ট্রেলিয়ায় এখানকার মানুষদের কাছ থেকেও দারুণ সম্মান আর অভিনন্দন পাচ্ছে জানিয়ে নাফিস বলেন, যখনই আমরা সকালে নাশতা করতে যাই বা যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তারা সব সময় সম্মান করছে যে আমরা এখানে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছি। তারা টেস্ট ম্যাচকে খুব গুরুত্ব দেয়। সেই সম্মানটা এখন বেড়ে গিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধন্যবাদ জানিয়ে নাফিস বলেন, এখানে অনেক ছাত্র আছেন বা এখানকার কমিউনিটি যারা, অসাধারণ সমর্থন পেয়েছি। তারা এখানে কাজ করছেন বা ছুটি নিয়ে পুরো টিমকে সাপোর্ট করতে এসেছিলেন। তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের ধন্যবাদ দিয়েছি। সবার সঙ্গে যদি দেখা না হয়ে থাকে, আপনাদের মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই।

ডারউইনে অস্ট্রেলিয়া বধ: জাতিগত প্রেরণার এক দারুণ গল্প

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ: আরিফ হাসান অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী একজন বাংলাদেশি। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কুমিল্লার এই তরুণের জন্য রবিবারটা ছিল অন্য রকম। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও রাস্তায় নামতেই বেশ কিছু প্রতিবেশী এসে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। বাংলাদেশ নামটা তাঁদের অজানা না হলেও, বেশির ভাগেরই ধারণা ছিল দেশটা মূলত বহুদূরের সমস্যাসংকুল একটা গরিব দেশ। লোকরঞ্জনবাদের এই রমরমা সময়ে কেউ কেউ এমন ধারণাও করেন যে তাঁদের চাকরি খেয়ে দেওয়ার জন্যই এসব দেশ থেকে লোকজন ভিড় জমায়। যদিও আরিফের মতো পরিশ্রমী, দক্ষ, বন্ধুবৎসল মানুষেরা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়ার সময় এসেছে: ইয়ান বিশপ

পরিচয় ডেস্ক: ডারউইনে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ। রোববার (১৬ আগস্ট) নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে তিনি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ঐতিহাসিক জয়ের পর টাইগারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ওয়াসিম আকরাম

পরিচয় ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ডারউইনে স্বাগতিকদের ৯ উইকেটের বিশ্ব ক্রিকেট মহল থেকে প্রশংসায় ভাসছে টাইগাররা। এবার এই তালিকায় যোগ দিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স' পোস্টে বাংলাদেশের প্রশংসা করে পোস্ট করে তিনি। পোস্টে ওয়াসিম আকরাম বলেন, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের মহাকাব্যিক জয়। এই জয় প্রমাণ করল বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটে কতটা উন্নতি করেছে এবং তাদের অগ্রাধিকার কোথায়। ওয়াসিম আকরাম বলেন, ওপেনার তানজিদ হাসান *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

অস্ট্রেলিয়ায় 'টাইগার টাউন': ২০ বছরে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ

কাউসার খান: সোমবার সকালে মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে প্রতিদিনের মতো ডেনহাম কোর্টের পাশের পেট্রলপাম্পের কফির দোকানে ঢুকতেই দৃশ্যটা বদলে গেল। কাউন্টারে দাঁড়ানো স্থানীয় এক অস্ট্রেলীয় মুখ তুলেই একগাল হেসে বললেন, 'অভিনন্দন!' ক্রিকেটপ্রেমী আরও দু-একজন এগিয়ে এসে কথা জুড়লেন। ভিনদেশের মাটিতে একজন বাংলাদেশির জন্য এর চেয়ে বুক ফুলিয়ে গর্ব করার মুহূর্ত আর কী হতে পারে! *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

অজিদের হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে উন্নতি বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে অজিদের বিপক্ষে টেস্টে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ২৩ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে ভেন্যুতে টেস্ট শুরু করেছিল, সেখানে পূর্ণ শক্তির দলকে ৯ উইকেটে হারাল *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সব বিভাগে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে: অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক

পরিচয় ডেস্ক: ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি সেশনে আধিপত্য ধরে রেখেছিল টাইগাররা। পুরো ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছে বাংলাদেশের বোলার-ব্যাটাররা। ৯ উইকেটে হারের পর প্রতিপক্ষকে নিয়ে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স সহজ স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সব বিভাগে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে।

ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স বলেন, সম্ভবত প্রথম দিনেই ম্যাচ আমাদের *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

নারায়ণগঞ্জ থেকে ৩৭ দেশে: বাংলাদেশে তৈরি উচ্চমূল্যের বিয়ের পোশাক আসছে ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে

পরিচয় ডেস্ক: আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) একটি কারখানায় বাংলাদেশি কর্মীরা তৈরি করছেন উচ্চমূল্যের বিয়ের গাউন ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী। এসব পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারগুলোতে।

জার্মান বিনিয়োগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান ইউবিএফ ব্রাইডাল লিমিটেড ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে এই ইপিজেডে বিয়ের পোশাক তৈরি করছে। কারখানাটিতে বিভিন্ন ডিজাইনের ওয়েডিং গাউনের পাশাপাশি এক্সক্লুসিভ অ্যাকসেসরিজ, সাটিন ও লেসের পোশাক, বিয়ের ঘোমটা (ভেইল), পেটিকোট, স্যুট, জ্যাকেট, বোলেরো ও গয়না তৈরি করা হয়।

প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এখন সেখানে ৩৫৭ জন কর্মী কাজ করছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫.২৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। চলতি অর্থবছরে তাদের

রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৮-৯ মিলিয়ন ডলার।

প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য প্রথমে জার্মানিতে পাঠানো হয়। এরপর সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৩৭টি দেশে সরবরাহ করা হয়। এই পুরো সরবরাহ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি পোশাকে অটুট থাকছে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' পরিচয়।

বিদেশের বাজারে এসব বিয়ের পোশাক ৪০০-৫০০, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১ হাজার ডলারেও বিক্রি হয়। তবে বাংলাদেশ থেকে তৈরি হওয়া বেশিরভাগ বিয়ের পোশাকের দাম ৪০০ থেকে ৫০০ ডলারের মধ্যেই থাকে।

ইউবিএফ ব্রাইডালের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. রবিউল হক সিদ্দিকী টিবিএসকে বলেন, এসব বিশেষায়িত বিয়ের পোশাক তৈরি করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে শুরুতে অভিজ্ঞ কর্মী ও ম্যানেজারের সংকটে পড়তে হয়েছিল।

তিনি বলেন, 'আমরা যখন *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বছরের প্রথমার্ধে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৬.৪%

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ কমে ৮ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে। ইইউর সামগ্রিক পোশাক আমদানির বাজার সংকুচিত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশের রপ্তানিতে এ পতন হয়েছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের (বিএভি) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহিউদ্দিন রুবেল জানান, জানুয়ারি-জুন সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ৮ দশমিক ২২ শতাংশ এবং গড় রপ্তানি মূল্য ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমেছে।

জুনে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। ওই মাসে ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়ায়। রপ্তানির পরিমাণ ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ বাড়ায় গড় রপ্তানি মূল্য ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ কমার প্রভাব কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউ ৪১ দশমিক ১০ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ কম।

ইইউজুড়ে ভোক্তা চাহিদা দুর্বল হওয়া এবং *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

দেশে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চান আমিরাত প্রবাসীরা

পরিচয় ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) বসবাসরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে এই বিনিয়োগ দ্রুত বাস্তবায়নে সহজ অনুমোদন প্রক্রিয়া, জমি বা লিজ সুবিধা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং ওয়ান-স্টপ সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলাদেশ সিআইপি-বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যরা এসব *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বিনামূল্যে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়েছে ভারত, এবার যুক্ত হচ্ছে ফি

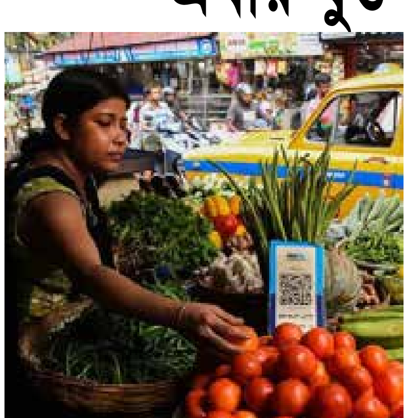

পরিচয় ডেস্ক: বেশিরভাগ ভারতীয়র কাছে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) দিয়ে টাকা পরিশোধ করা এখন এতটাই স্বাভাবিক যে বিষয়টি প্রায় রুটিনে পরিণত হয়েছে। কিউআর কোড স্ক্যান করে কয়েকটি বাটনে চাপ দিলেই মুহূর্তের মধ্যে টাকা চলে যায়। কার্ড মেশিন বা নগদ টাকার প্রয়োজন হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ব্যবহারকারীর চোখে এর জন্য কোনো আলাদা খরচও নেই।

তবে সেই পরিস্থিতি এবার বদলাতে পারে। ব্যাংক ও পেমেন্ট কোম্পানিগুলোকে *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

জুলাই-জুন থেকে বদলে অর্থবছর হচ্ছে এপ্রিল-মার্চ

পরিচয় ডেস্ক: বর্ষাকালে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি, কাজের মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও জনদুর্ভোগ কমাতে দেশের অর্থবছরের সময়কাল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিদ্যমান জুলাই-জুনের পরিবর্তে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কে অর্থবছর *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যে গতি আনতে টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এবং অবকাঠামো বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিয়ে দুটি যৌথ ব্যবসায়িক টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)। একই সঙ্গে বেনাপোলসহ স্থলবন্দরগুলোতে পণ্য হ্যান্ডলিং আরও দ্রুত ও দক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা।

মঙ্গলবার (১৮ *বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়*

Greater Comilla Association USA, Inc.
বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
বার্ষিক বনভোজন
ও মিলনমেলা ২০২৬
30
August, 2026
Sunday
Heckscher State Park
1 Heckscher State
Parkway East Islip, NY 11730
Field-2
10 am
GREATER COMILLA ASSOCIATION U.S.A. INC. SINCE-1991
COMILLA
B.BARIA
CHANDPUR
HECKSCHER PARK
HECKSCHER MUSEUM OF ART
বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা
পুরস্কার বিতরনী, সুস্বাদু খাবার, চা ও ঝালমুড়ি
সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।
আসছে ৩০ আগস্ট ২০২৬, রোজ রবিবার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা-২০২৬ Heckscher State Park এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন ও মিলনমেলায় আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। বনভোজনে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রানিত করবে।
আমন্ত্রণে
আবুল খায়ের আখন্দ
আহ্বায়ক, 347-819-9723
যুগ্ম আহ্বায়ক
আব্দুল হান্নান ভূইঁয়া
এসএম মাহবুবুর রহমান টিটু
প্রধান সমন্বয়কারী
ফারহানা আক্তার
সমন্বয়কারী
বাছেদ ভূঁইয়া
সদস্য সচিব, 347-845-3823
যুগ্ম সদস্য সচিব
সাইদুর ইসলাম রিয়াদ
মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
সিরাজুল হক জামাল
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মামুন মিয়াজী
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কাজী আছাদ উল্যাহ
তত্ত্বাবধানে
শুভেচ্ছান্তে
মোঃ ইউনুস সরকার
সভাপতি, 718-223-3856
মোঃ আবুল হোসেন
মোঃ এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক 718-219-7977

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান কে
উৎসর্গ করে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন
Federation of Bangladeshi Associations in North America
Established in 1987
FOBANA®
৪০তম
ফোবানা
সম্মেলন ২০২৬
নিউ ইয়র্ক
SEPTEMBER 4.5 & 6TH 2026
(FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY)
FREE ENTRY
প্রবেশ উন্মুক্ত
FREE ENTRY
চেতনায় ৭১ হৃদয়ে বাংলাদেশ
VENUE: EVANGEL CHRISTIAN CENTER
ADD: 3920 27TH ST, LIC, NY 11101
দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের
অংশগ্রহনে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা
FOBANA CENTRAL COMMITTEE
40TH FOBANA HOST COMMITTEE
CHIEF PATRON
ZAKARIA CHOWDHURY
CHAIRMAN
646-226-7144
Dewan Maniruzzaman
Executive Secretary
514-691-9779
Nurul Amin Babu
Convenor
347-679-5525
Manzur Kader
Member Secretary
929-551-9534
Shafiqul Alam
Hosted By:
NRB ASSOCIATION USA

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW
718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

লাইফ ইজ ম্যাথ: জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তেই আছে হিসাব

ড. মো. নুর আলম

আমরা সাধারণত ম্যাথ বললে সংখ্যা, সূত্র, সমীকরণ, জ্যামিতি কিংবা পরীক্ষার খাতা বুঝি। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, মানুষের পুরো জীবনই আসলে এক ধরনের গণিত।

আমরা প্রতিদিনই হিসাব করিড়কখনো সচেতনভাবে, কখনো না বুঝেই। সকালে কয়টায় উঠব, কতক্ষণ ঘুমাব, কত টাকা খরচ করব, কোন কাজে কত সময় দেব, কাকে বিশ্বাস করব, কোন সুযোগ নেব, কোন ঝুঁকি নেব, কখন থামব, কখন আবার চেষ্টা করবড়সবকিছুর পেছনেই কোনো না কোনো হিসাব কাজ করছে।

জীবন মানেই গণিত। আর সবকিছুর সঙ্গে গণিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খারাপ সময়েও শান্ত থাকতে ম্যাথ দরকার। ধরুন, একজন মানুষ চাকরি হারালেন। সেই মুহূর্তে তার মনে হতে পারে, সবকিছু শেষ। কিন্তু যদি তিনি একটু হিসাব করে দেখেন, তার হাতে ৬ মাসের সঞ্চয় আছে, মাসে কত খরচ লাগে, কোন খরচ কমানো যায়, নতুন চাকরি পেতে গড়ে কত সময় লাগতে পারেড়তাহলে ভয় কিছুটা কমে আসে।

অর্থাৎ সমস্যা একই, কিন্তু হিসাব পরিষ্কার হলে মানসিক চাপ কমে। বাস্তব জীবনে অনেক সময় আমরা সমস্যাকে আসল আকারের চেয়ে বড় করে দেখি। একটি খারাপ মাসকে আমরা খারাপ বছর মনে করি। একটি ব্যর্থতাকে পুরো জীবনের ব্যর্থতা মনে করি। কিন্তু গণিত শেখায়: একটি ডেটা পয়েন্ট পুরো ট্রেন্ড নির্ধারণ করে না। একটি পরীক্ষা খারাপ হয়েছে মানে আপনি খারাপ ছাত্র নন। একটি ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে মানে আপনি সারাজীবন ব্যর্থ ব্যবসায়ী থাকবেন না। একটি সম্পর্ক ভেঙেছে মানে আপনার জীবনে আর ভালো সম্পর্ক আসবে নাড়এটাও সত্য নয়। জীবনের বড় ছবিটা দেখতে শিখতে হয়।

স্বাস্থ্যও একটি হিসাব: ধরুন, একজন মানুষ বলেওআমি ফিট হতে চাই। এটা একটা ইচ্ছা। কিন্তু ম্যাথ এটাকে পরিকল্পনায় পরিণত করে। তার বর্তমান ওজন কত? প্রতিদিন কত ক্যালরি খাচ্ছেন? সপ্তাহে কয়দিন হাঁটছেন? গড়ে কত ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন? এক মাসে কতটা পরিবর্তন হচ্ছে?

একজন মানুষ যদি প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট হাঁটেন, এক দিনে তেমন কিছু মনে হবে না। কিন্তু এক বছরে প্রায় ১৮০ ঘণ্টারও বেশি হাঁটা হয়ে যায়। প্রতিদিন এক গ্লাস অতিরিক্ত মিষ্টি পানীয়ও ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু কয়েক মাস বা বছরে সেটা অনেক অতিরিক্ত ক্যালরিতে পরিণত হয়। এটাই জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: ছোট সিদ্ধান্ত দ্ধ দীর্ঘ সময় = বড় ফলাফল। ভালো ক্ষেত্রেও সত্য, খারাপ ক্ষেত্রেও সত্য।

সময়ের হিসাব

ধরুন, দুজন মানুষ একই বয়সের, একই শহরে থাকে এবং দুজনেরই দিনে ২৪ ঘণ্টা। প্রথম ব্যক্তি প্রতিদিন তিন ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়া, অপ্রয়োজনীয় ভিডিও বা উদ্দেশ্যহীন কাজে ব্যয় করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই তিন ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা নতুন দক্ষতা শেখেন, এক ঘণ্টা শরীরচর্চা করেন এবং এক ঘণ্টা নিজের কাজ বা ব্যবসা নিয়ে কাজ করেন।

এক দিনে দুজনের মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যাবে না। এক মাসেও হয়তো বিশাল পার্থক্য হবে না। কিন্তু পাঁচ বছর পরে? তখন পার্থক্য অনেক বড় হতে পারে। কারণ, ৩ ঘণ্টা দ্ধ ৩৬৫ দিন দ্ধ ৫ বছর = ৫ হাজার ৪৭৫ ঘণ্টা।

এই সময় দিয়ে একজন মানুষ একটি নতুন ভাষা শিখতে পারেন, একটি ব্যবসা দাঁড় করাতে পারেন, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন, অসাধারণ ফিটনেস তৈরি করতে পারেন কিংবা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পথে অনেক দূর যেতে পারেন। তাই আমাদের সবার ২৪ ঘণ্টা থাকলেও সবার জীবনের ফল এক হয় না। কারণ পার্থক্যটা অনেক সময় টাইম অ্যালোকেশনে।

টাকার ক্ষেত্রেও একই গণিত

ধরুন, একজন মানুষ মাসে ৫ হাজার টাকা এমন কিছুতে খরচ করেন যা তার জীবনে খুব বেশি মূল্য যোগ করে না। এক মাসে ৫ হাজার টাকা খুব বেশি মনে নাও হতে পারে। কিন্তু বছরে ৬০ হাজার টাকা। ১০ বছরে ৬ লাখ টাকাড়কোনো ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন ধরার আগেই।

আবার বিপরীতভাবে, কেউ যদি নিয়মিত ছোট অঙ্কের *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

মধ্যম শক্তির দেশগুলো যেভাবে গড়বে নতুন বিশ্বব্যবস্থা

অ্যান-মেরি স্লটার

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ও ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টাব মনে করেন, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তিত বাস্তবতায় মধ্যম শক্তির দেশগুলোকে নতুনভাবে সক্রিয় হতে হবে। দ্য ইকোনমিস্ট-এ প্রকাশিত এক যৌথ লেখায় তাঁরা বলেছেন, 'আমরা যে পৃথিবী চাই, সেটি আসার অপেক্ষায় না থেকে পৃথিবী এখন যেমন, সেই বাস্তবতাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে।'

এটি কার্নির জানুয়ারিতে দাভোসে দেওয়া আলোচিত বক্তৃতা এবং স্টাবের গত ডিসেম্বরে 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স'-এ প্রকাশিত নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ার আহ্বানেরই ধারাবাহিকতা। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় 'বিচ্ছেদ' ঘটেছেড়কার্নির এ ঘোষণা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসনের আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রকাশ্য সমালোচনা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল।

কার্নি ও স্টাব এখন বলছেন, কানাডা ও ফিনল্যান্ডের মতো দেশগুলোর পুরোনো ভূরাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করার সুযোগ নেই। কানাডার সীমান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এবং ফিনল্যান্ডের সীমান্ত রাশিয়ার সঙ্গে। তাই তারা ভারত, চীন ও বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। তবে কোনো একটি দেশের ওপর কৌশলগত নির্ভরতা এড়িয়ে চলতে চাইছে।

তাঁদের প্রস্তাব হলো, মধ্যম শক্তির দেশগুলো গত ৮০ বছরের বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক বহুমেরু বিশ্বের মাঝামাঝি একটি পথ তৈরি করবে। এই ব্যবস্থাকে তাঁরা বলছেন 'প্লুরিল্যাটারালিজম'। এর অর্থ হলো, কোনো একটি বিষয়ে অভিন্ন স্বার্থ থাকা দেশগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী জোট তৈরি করবে। সমস্যা বদলালে জোটের সদস্যও বদলাতে পারে।

২০০২ সালে ইরাকে হামলার জন্য তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ জাতিসংঘের বিরোধিতা পাশ কাটিয়ে 'ইচ্ছুকদের জোট' গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কানাডা ও ফিনল্যান্ড তখন এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন।

কার্নি ও স্টাবের ধারণার একটি বড় শক্তি হলো, তাঁরা নতুন শীতল যুদ্ধের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মতে, বিশ্বকে রাশিয়া-চীন বনাম পশ্চিমড়এভাবে দেখা ঠিক হবে না। বরং বৈশ্বিক পশ্চিম, বৈশ্বিক পূর্ব ও বৈশ্বিক দক্ষিণড়এই তিনটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সম্পর্কের নতুন কাঠামো তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও পরিবেশের মতো বিষয়ে নতুন সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে।

তবে এখানে বড় একটি ঝুঁকি আছে। বহুপক্ষীয় সহযোগিতা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। বিশ্বকে একমেরু, দ্বিমেরু বা বহুমেরু শক্তির কাঠামোয় দেখার ধারণা মূলত বিশ শতকের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব থেকে এসেছে। তখন পৃথিবীতে রাষ্ট্র ছিল প্রায় ৫০টি। এখন প্রায় ২০০টি। তখন ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি ও শিল্পসক্ষমতা। বর্তমান বিশ্ব অনেক বেশি জটিল ও পরস্পরনির্ভরশীল।

এখানে ভারতের 'বহুমুখী মৈত্রী' নীতির কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত একই সময়ে সব বড় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং কোনো একটি শক্তির সঙ্গে একচেটিয়া সম্পর্ক তৈরি করে না। ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অনেক দেশও একই পথে চলছে।

আরও বড় বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধু জাতীয় সরকারের বিষয় নয়। সরকার, ব্যবসা, শহর, নাগরিক সংগঠন ও অন্যান্য অরাষ্ট্রীয় পক্ষও এখন আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভূমিকা রাখছে। ডন ট্যাপস্কট ও টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন প্রস্পেরিটি ইনস্টিটিউট ৫০০টির বেশি বৈশ্বিক সমাধান নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করেছে। এসব নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধি, জলবায়ু স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো বিষয়ে কাজ করছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কয়েক দশক ধরে এ ধরনের সহযোগিতামূলক গোষ্ঠী তৈরি করছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কার্যক্রম প্ল্যাটফর্মেও হাজার হাজার উদ্যোগ রয়েছে। ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিজ বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মেয়রদের পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করছে।

এসব উদ্যোগ মিলে তৈরি হচ্ছে একটি 'ঘনসন্নিবিষ্ট সংযোগের জাল'। আমি একে বলেছি 'আর্মাডিলো ব্যবস্থা'। কিন্তু এই *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র: ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের ঝুঁকি

এ কে এম আহসান উল্লাহ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রায়ই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে, দেশটি ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, নাকি অন্য কোনো শক্তির দিকে বেশি ঝুঁকবে? প্রশ্নটি আকর্ষণীয়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খুব উপযোগী নয়। কারণ, আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থায়ী আনুগত্যের ওপর নয়, স্বার্থের নির্দিষ্ট বিনিময়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

একই রাষ্ট্র নিরাপত্তায় এক দেশের, প্রযুক্তিতে আরেক দেশের, বাণিজ্যে তৃতীয় দেশের এবং শ্রমবাজারে চতুর্থ দেশের অংশীদার হতে পারে। বাংলাদেশেরও এখন বন্ধু নির্বাচনের পরিবর্তে প্রয়োজনভিত্তিক অংশীদারত্বের মানচিত্র তৈরি করা দরকার।

এই প্রয়োজন আরও জরুরি হয়েছে। কারণ, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ উত্তরণ মর্যাদার, কিন্তু একই সঙ্গে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা, বিশেষ বাজার প্রবেশাধিকার এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার ধরনে পরিবর্তন আনতে পারে। দেশের রপ্তানি এখনো অল্প কয়েকটি বাজার ও তৈরি পোশাকের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ থেকে আমদানির প্রায় ৯৪ শতাংশই ছিল বস্ত্রপণ্য, একই সময়ে পণ্যবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ বাংলাদেশের কূটনীতির পরবর্তী পর্যায়ে বাজার, দক্ষতা, প্রযুক্তি, চলাচল ও জ্ঞান অর্জনের পরিমাপযোগ্য ফল থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ভারত, এটি আবেগের সিদ্ধান্ত নয়, ভূগোলের বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের প্রায় পুরোটাই ভারতবেষ্টিত; নদী, সীমান্ত, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেল, সমুদ্রবন্দর, উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ এবং নেপাল-ভুটানে বাংলাদেশের প্রবেশড়্প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারত অপরিহার্য।

কিন্তু সম্পর্ক মানে একমুখীনির্ভরতা নয়। বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতের সঙ্গে এমন কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে সহযোগিতার সুফল দৃশ্যমান ও পারস্পরিক হয়। অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো হতে পারে অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনা, সীমান্তে বেসামরিক প্রাণহানি বন্ধ, রেল ও নৌসংযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবাণিজ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা ভিসা সহজীকরণ এবং ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস।

দক্ষিণ এশিয়ার মোট বাণিজ্যের মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ অঞ্চলটির নিজেদের মধ্যে হয়, অথচ বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বর্তমান ২৩ বিলিয়ন ডলারের আঞ্চলিক বাণিজ্য অন্তত ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশের ভারতমুখী রপ্তানিও বহুগুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু রাজনৈতিক সরকারগুলোর ঘনিষ্ঠতা দিয়ে বিচার না করে বাজার, পানি, সীমান্ত ও যোগাযোগে অর্জিত ফল দিয়ে পরিমাপ করতে হবে।

জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া: উন্নয়ন-অর্থায়ন প্রযুক্তির অংশীদারত্ব

জাপান বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কম বিতর্কিত এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় কৌশলগত অংশীদার। দীর্ঘদিন ধরে জাপান অবকাঠামো, উন্নয়ন-অর্থায়ন, পরিবহন, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। ২০২৫ সালে জাপান বাংলাদেশকে বাজেটসহায়তা, রেল আধুনিকায়ন, শিক্ষাবৃত্তিসহ প্রায় ১ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল।

তবে সম্পর্ককে শুধু সেতু, বন্দর বা ঋণের মধ্যে আটকে রাখলে হয় না। জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের পরবর্তী অংশীদারত্ব হওয়া উচিত শিল্পপ্রযুক্তি, মানসম্মত উৎপাদন, প্রকৌশলশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নগর ব্যবস্থাপনা এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পরিচর্যাকারী দক্ষ কর্মী তৈরিতে। জাপানের শ্রমসংকট বাংলাদেশের জন্য সুযোগ, কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর পুরোনো মডেলে নয়। ভাষা, পেশাগত সনদ, আচরণগত প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগের আগে দক্ষতা যাচাইয়ের যৌথ ব্যবস্থা গড়তে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও একই কৌশল প্রয়োজন। কোরিয়া বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ করে, কিন্তু সম্পর্কের সম্ভাবনা শ্রমবাজারের চেয়ে অনেক বড়। ইলেকট্রনিকস, জাহাজ নির্মাণ, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন, ব্যাটারি, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় যৌথ প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ঘৃণার চাষাবাদ

রুখসানা মিলি

আপনি কাউকে কেন ভালোবাসেন? বা আপনি কাউকে কেন ঘৃণা করেন? দুটো প্রশ্নের উত্তরের পেছনেই থাকে এক বা একাধিক কারণ। বন্ধুত্ব বা শত্রুতা তৈরি হওয়ার পেছনেও কিছু কারণ তো থাকবেই, সেটাই স্বাভাবিক হওয়ার কথা।

তবে, বহু স্বাভাবিকত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অস্বাভাবিকত্বকেই স্বাভাবিক করে তুলেছে প্রযুক্তি; ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসরাপশন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এর বড় উদাহরণ। একজন মানুষ যতজন মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারতো বা সংযুক্ত থাকতে পারতো, সেই স্বাভাবিকতায় আমূল পরিবর্তন এনেছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। সবকিছুকেই বহুগুণ করে তুলেছে প্রযুক্তি। সময়, কাল, স্থান, ভাষা, দেশ, সীমারেখাড় সবকিছুকে ভেঙেচুরে নতুন এক ভার্চ্যুয়াল পৃথিবী তৈরি হয়েছে।

মানুষের নির্মিত এই ভার্চ্যুয়াল পৃথিবীতে ঘৃণা আর ভালোবাসার পেছনের কারণগুলো ভেঙেচুরে নতুন নিয়ম তৈরি করেছে সামাজিক মাধ্যমগুলো। ভালোবাসার, মানবিকতার, সফলতার নানা গল্প এই মাধ্যমগুলোতে জমা হলেও ঘৃণার চাষাবাদের দৌরাত্ম্যই যেন বেশি।

দেশ, ধর্ম, দল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা, অনুসারীড়এমন হাজারো গুরুত্বপূর্ণ বা তুচ্ছ বিষয়কে পুঁজি করে ঘৃণার বীজ বপন হয় প্রতি মুহূর্তে। কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায়-প্রবচনকে সত্যি প্রমাণ করে সেই ঘৃণা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে; এক থেকে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ থেকে বহুগুণ হয়ে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাবেক, বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী, খাদ্যরসিক, সিনেমা প্রেমী, গাছের বন্ধু, ভ্রমণপ্রেমী, প্রাণী প্রেমী, পড়ুয়াড়এমন অসংখ্য ইন্টারেস্ট-এর ভিত্তিতে মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামে ছোট-বড় নানা গ্রুপে যুক্ত এখন প্রায় সবাই। এমনকি পরিবার-আত্মীয়স্বজন নিয়ে আছে নানা গ্রুপ। যোগাযোগকে সহজ করা বা সংযুক্ত থাকার শক্তিকে সুসংহত করার সুযোগ থাকলেও এসব গ্রুপেও ঘৃণার ছড়াছড়ি চলতেই থাকে।

মুখোমুখি দেখা হলে যে সম্পর্কটা সহজ, স্বাভাবিক, স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকে; প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মে তা হয়ে ওঠে ভিন্নতর। এখানে সহজেই একজন আরেকজনকে আক্রমণ করতে ন্যূনতম দ্বিধাবোধ করেন না। মানুষে মানুষে নয়, বরং প্রযুক্তি-মানুষের সাথে প্রযুক্তি-মানুষের চলতে থাকে বাদানুবাদ। যেখানে ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের টুটি টিপে ঘৃণা নিজের দৌরাত্ম্য বজায় রাখে।

সব মানুষকে সবাই পছন্দ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে যার সাথে কোনো সংযোগ নেই, যে বিষয়ের কোনো সংযোগ নেই, সেখানেও ঘৃণা ছড়াতে ইতস্তত বোধ করেন না অনেকেই। কোনো কারণ ছাড়াই তীব্রতর ঘৃণায় বিষিয়ে তোলেন পরিবেশ। আর এইসব ঘৃণাকে পুঁজি করেই আরেক পক্ষ আখের গোছায়। যত বেশি শেয়ার-লাইক-কমেন্ট, তত বেশি আয়ের সুযোগ। গুটিকয়েক মানুষ তাদের সেই ভার্চ্যুয়াল আয়ের পথকে সচল রাখতে ও বাড়িয়ে তুলতে নিজ দায়িত্বেই ঘৃণার বীজে পানি দেন, সার দেন, যত্ন করে ঘৃণাকে বাড়িয়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেন। সাধারণের চোখের সামনে চোখধাঁধানো ছবি, ভিডিও, গ্রাফিক্স আর নানা কথা দিয়ে প্রভাবিত করে চলেন এই নব্য ডিজিটাল পীরের দল। কেন ঘৃণা করছি, সেই মৌলিক প্রশ্নের জবাব না খুঁজে কোনো কারণ ছাড়াই ঘৃণার ফুলঝুরি চলতে থাকে অবাধে।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ অন্যের ক্ষতি করতো নিজের লাভের জন্য। এখন নিজের লাভ থাক বা না থাক, অন্যের ক্ষতি করাই যেন মূল মন্ত্র। নিজ গুণে, নিজ কর্মে খ্যাতি পেয়েছেন এমন কেউ হয়তো তার একটা ছবি শেয়ার করেছেন। ওই ছবির নিচের মন্তব্যগুলো পড়ে যে পরিমাণ ঘৃণার দেখা মেলে, ভালোবাসা সে তুলনায় নগণ্য। অথচ যিনি ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, তিনি একাজ করে কী লাভবান হচ্ছেন? ঘৃণা ছড়িয়ে আদৌ কিছু যোগ হচ্ছে তাঁর পাওয়ার তালিকায়?

একজন বিখ্যাত মানুষের সাথে যদি কারো পরিচয় থাকে আর ওই বিখ্যাত মানুষকে নিয়ে যদি একটা নেতিবাচক পোস্ট বা তথ্য শেয়ার করা যায়, তাহলে অখ্যাত কেউও অনেক লাইক-শেয়ার-কমেন্ট পেতে থাকেন। বিখ্যাত মানুষের নিন্দা করে নিজের অ্যাকাউন্টে কিছু *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

লাইফ ইজ ম্যাথ: জীবনের প্রতিটি

২১ পৃষ্ঠার পর

টাকা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করেন, সময়ের সঙ্গে কম্পাউন্ডিং তার জন্য কাজ করতে পারে। অর্থাৎ টাকার ক্ষেত্রে শুধুআমি কত আয় করিষ্ক এই প্রশ্নটি যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হওয়া উচিত: আমি কত রাখি? কতটা ইনভেস্ট করি? অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কতটা? আমার ঝুঁকি কতটা? আমার রিটার্ন কত? আমার ইনকাম কি স্কেলেবল (পরিমাপযোগ্য)?

জীবনে বড় অর্থনৈতিক লক্ষ্য

অনেকে চান ২০৩০ বছরের সম্ভাব্য আয় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তৈরি করতে। এটা অসম্ভব নয়, কিন্তু শুধু কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সাধারণত হয় না। এখানে দরকার লেভারেজ।

ধরুন, একজন ব্যক্তি ঘণ্টাপ্রতি কাজ করে টাকা আয় করেন। তিনি যতক্ষণ কাজ করবেন, ততক্ষণ আয় হবে। তার আয়ের সীমা আছে। কিন্তু অন্য একজন এমন সফটওয়্যার তৈরি করলেন যা হাজার মানুষ ব্যবহার করতে পারে। একজন লেখক এমন বই লিখলেন যা একবার লিখে বহু বছর বিক্রি হতে পারে। একজন উদ্যোক্তা এমন সিস্টেম তৈরি করলেন যেখানে তার ব্যক্তিগত সময়ের বাইরে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এখানে হিসাব বা সমীকরণ বদলে যায়।

কারণ আউটপুট আর শুধু ব্যক্তিগত শ্রমঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা থাকে না। তাই বড় অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বুঝতে হয়: আয় সমান শুধু শ্রম নয়; স্কিল+লেভারেজ+সিস্টেম+স্কেল গুরুত্বপূর্ণ।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগড়জীবনের চারটি শিক্ষা

যোগ করুন: ভালো মানুষ, ভালো অভ্যাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শৃঙ্খলা এবং সৎ সম্পর্ক।

বিয়োগ করুন: অপ্রয়োজনীয় খরচ, নেতিবাচকতা, অহংকার, সময় নষ্ট এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

গুণ করুন: আপনার দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে, আপনার জ্ঞান শেখানোর মাধ্যমে, আপনার সুযোগ ভালো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং আপনার প্রভাব অন্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে।

ভাগ করুন: বড় সমস্যাকে ছোট সমস্যায়। ধরুন, আপনার ২০০ পৃষ্ঠার থিসিস লিখতে হবে৬২০০ পৃষ্ঠা লিখন্ডভাবলেই ভয় লাগতে পারে। কিন্তু এটাকে ভাগ করুন। আজ ২ পৃষ্ঠা, এই সপ্তাহে ১০ পৃষ্ঠা, এই মাসে একটি চ্যাপ্টার। হঠাৎ অসম্ভব কাজটি ম্যানেজেবল হয়ে যায়। এটাই সমস্যা সমাধান।

সম্পর্কেও গণিত আছে

অবশ্যই সম্পর্ক কোনো স্প্রেডশিট নয়। ভালোবাসা কোনো ফর্মুলা দিয়ে মাপা যায় না। কিন্তু রিলেশনশিপের মধ্যেও ব্যালেন্স বা ভারসাম্য আছে। আপনি সবসময় দিচ্ছেন কিন্তু অন্যপক্ষ কিছুই দিচ্ছে নাড়একসময় ইম্যালেন্স বা ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে।

কেউ ভুল করলে আপনি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু একই ক্ষতিকর আচরণ যদি ৫০ বার হয়, তখন প্যাটার্ন বা ধরন বুঝতে হবে। গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো প্যাটার্ন রিকগনিশন। জীবনে কেউ একদিন খারাপ আচরণ করলে সেটা ব্যতিক্রম হতে পারে; কিন্তু একই আচরণ বারবার হলে সেটা প্যাটার্ন। বুদ্ধিমান মানুষ একক ঘটনা আর বারবার ঘটা ঘটনার মধ্যে পার্থক্য বোঝে।

ক্যারিয়ারেও হিসাব

ধরুন, আপনি একটি চাকরিতে আছেন। বেতন ভালো, কিন্তু শেখার সুযোগ নেই। অন্য একটি চাকরিতে বেতন একটু কম, কিন্তু পাঁচ বছরে আপনার স্কিল ভ্যালু তিনগুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোনটি ভালো? উত্তর শুধু আজকের বেতন দিয়ে পাওয়া যাবে না। আপনাকে গণনা বা হিসাব করতে হবে: বর্তমান আয়, ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্ক, স্থান, চাপ, পারিবারিক সময় এবং দীর্ঘমেয়াদী সুযোগ। এটাই অপরচুনিটি কস্ট বা সুযোগ ব্যয়। প্রতিটিহ্যাঁ আসলে অন্য কোনো কিছুকেন্না বলা। আপনি যদি দুই ঘণ্টা একটি কাজে দেন, সেই দুই ঘণ্টা অন্য কাজে দিতে পারবেন না। তাই সময়েরও অপরচুনিটি কস্ট আছে।

ব্যর্থতা মানে সমীকরণ বা হিসাব শেষ নয়

একজন ছাত্র তিনবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেন। চতুর্থবারও ব্যর্থ হবেন, এটা নিশ্চিত নয়। একজন উদ্যোক্তার প্রথম ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। তার দ্বিতীয় ব্যবসাটিও বন্ধ হবেড় এটা গাণিতিকভাবে নিশ্চিত নয়। এখানেই সম্ভাব্যতা বুঝতে হয়।

জীবন নিশ্চয়তা দিয়ে নয়, সম্ভাব্যতা দিয়ে চলে। আপনি শুধু সুযোগ বা সম্ভাবনাকে উন্নত করতে পারেন। ভালো প্রস্তুতি সফলতার সম্ভাবনা বাড়ায়। ভালো স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে পারে। ভালো আর্থিক পরিকল্পনা অর্থ সংকটের ঝুঁকি কমাতে পারে। ভালো যোগাযোগ সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি কমাতে পারে। আমরা ফলাফল নিশ্চিত করতে পারি না, কিন্তু সম্ভাবনাকে উন্নত করতে পারি।

একটি ভুল হিসাব হলে কী করবেন?

গণিতে উত্তর ভুল হলে আমরা খাতা ছুড়ে ফেলে বলি না৬আমি শেষ্ক। আমরা দেখি কোথায় ভুল হয়েছে? সূত্র ভুল? অনুমান ভুল? হিসান ভুল নাকি পদ্ধতি ভুল?

জীবনেও একই হওয়া উচিত। আপনার কোনো সিদ্ধান্ত খারাপ ফল দিয়েছে? শুধু নিজেকে দোষ না দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন। আমি কী তথ্য জানতাম? কী জানতাম না? কোথায় আবেগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে? পরের বার কী পরিবর্তন করব? তখন ব্যর্থতা শাস্তি না হয়ে ডেটা হয়ে যায়। ব্যর্থতাই প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে।

সব পরিবর্তন আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই

আপনি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। অন্য মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কেউ আপনাকে পছন্দ করবে কি না সেটাও পুরোপুরি আপনার হাতে নয়।

কিন্তু কিছু পরিবর্তন আপনার হাতে আছে। আপনি কতটা প্রস্তুতি নেবেন, কতটা শিখবেন, কতটা পরিশ্রম করবেন, কতটা সৎ থাকবেন, কীভাবে সময় ব্যবহার করবেন এবং ব্যর্থতার পরে আবার উঠবেন কি না এসব। তাই একজন বুদ্ধিমান মানুষ সব পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন না। তিনি আগে শনাক্ত করেন: কোন পরিবর্তনটি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? তারপর সেগুলো অপ্টিমাইজ করেন।

বাস্তব জীবন নির্ভুল সমীকরণ নয়

৬লাইফ ইজ ম্যাথ্ব মানে এই নয় যে মানুষের জীবনকে শুধু সংখ্যা দিয়ে বিচার করতে হবে। সবচেয়ে বেশি টাকা থাকা মানেই সবচেয়ে সুখী জীবন নয়। সবচেয়ে বেশি কাজ করা মানেই সবচেয়ে সফল মানুষ হওয়া নয়। সবচেয়ে বেশি প্রডাক্টিভিটি মানেই সবচেয়ে অর্থপূর্ণ জীবন নয়।

মানুষের জীবনে ভালোবাসা, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব, পরিবার, বিশ্বাস, শিল্প, আনন্দ ও শান্তি এসবের মতো জিনিস আছে, যেগুলো সংখ্যায় পুরোপুরি ধরা যায় না। তাই জীবনের সবচেয়ে ভালো গণিত হলো শুধু সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম খোঁজা নয়; অনেক সময় ভারসাম্য খোঁজা। কত টাকা যথেষ্ট? কত কাজ যথেষ্ট? কত বিশ্রাম দরকার? কত সময় পরিবারকে দেব? কোন সফলতা আমার শান্তি নষ্ট করছে? এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ হিসাব।

জীবন একটি বিশাল সমীকরণের মতো। আপনার সময়, স্বাস্থ্য, দক্ষতা, অর্থ, সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক, শৃঙ্খলা এগুলোর সবই পরিবর্তনশীল। এগুলো আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সব সমীকরণ প্রথমবার সমাধান হবে না। সব হিসাব নির্ভুল হবে না। কিন্তু আপনি শিখতে পারেন, খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, ভুল সংশোধন করতে পারেন এবং আবার হিসাব করতে পারেন।

যা আপনাকে আরও উন্নত করে, তা যোগ করুন। যা আপনার শান্তি নষ্ট করে, তা বাদ দিন। আপনার দক্ষতা ও সুযোগ বহু গুণে বৃদ্ধি করুন। আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করুন। আপনার ঝুঁকিগুলো হিসাব করুন। আপনার সময়ের কদর করুন। আপনার স্বভাবগুলো বুঝুন। এবং একটিমাত্র খারাপ ফলাফলের জন্য কখনও আপনার পুরো জীবনকে বিচার করবেন না।

কারণ, জীবন এক দিনের হিসাব নয়। এটি হাজার হাজার ছোট সিদ্ধান্তের ক্রমবর্ধমান ফলাফল।

জীবন মানেই গণিত এবং গণিত সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর যে ব্যক্তি বিচক্ষণতার সাথে হিসাব করতে শেখে, সে বিচক্ষণতার সাথে বাঁচতেও শেখে।

লেখক: অধ্যাপক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিনামূল্যে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল

১৭ পৃষ্ঠার পর

ইউপিআই লেনদেনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ফি নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পথ তৈরি করেছে ভারত। এর ফলে প্রায় এক দশক ধরে বিনা খরচে চালু থাকা ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে।

ভারত সরকার এখনো ফি-এর হার বা কোন কোন লেনদেনে এটি প্রযোজ্য হবে, সেটি চূড়ান্ত করেনি। তবে আলোচনায় থাকা প্রস্তাব অনুযায়ী, বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বড় অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনে ০.৩ থেকে ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত৬মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট্ব বা এমডিআর আরোপ করা হতে পারে। এটি এমন একটি ফি, যা ইউপিআই লেনদেন প্রক্রিয়াকরণকারী ব্যাংক ও পেমেন্ট কোম্পানিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়।

সরকার বলছে, গ্রাহকদের ইউপিআই পেমেন্ট এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে অর্থ স্থানান্তর আগের মতোই বিনা মূল্যে থাকবে। ব্যবসায়ীদের ওপর ফি আরোপ করা হলেও নির্দিষ্ট সীমার বেশি কিছু লেনদেনেই নামমাত্র হারে এটি নেওয়া হবে। ফলে অধিকাংশ ইউপিআই লেনদেনই বিনা মূল্যে থ াকবে।

তবে ইউপিআই ব্যবহারে খরচ যুক্ত হলে এর জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃত ব্যবহার কমে যাবে কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিমাণ বিশাল। ২০১৬ সালে চালুর পর ইউপিআই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রিয়েল-টাইম পেমেন্ট নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধু জুলাই মাসেই ভারতে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ২ হাজার ৩৬০ কোটি লেনদেন হয়েছে। এসব লেনদেনের মোট মূল্য ছিল ২৯.৮৭ ট্রিলিয়ন রুপি, যা প্রায় ৩১৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান। ইউপিআইয়ের বেশির ভাগ লেনদেন হয় ফিনটেক অ্যাপ ফোনপে ও গুগল পের মাধ্যমে।

সদ্য শেষ হওয়া অর্থবছরে ইউপিআইয়ে মোট লেনদেন হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার ১৬০ কোটি। ইউপিআই চালুর পর প্রথম পূর্ণ অর্থবছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার গুণ বেশি। বর্তমানে ৫৫ কোটির বেশি মানুষ ইউপিআই ব্যবহার করছেন। ভারতের বাইরেও ১১টি দেশে কোনো না কোনোভাবে ইউপিআই দিয়ে পেমেন্টের সুযোগ চালু হয়েছে।

ইউপিআই শুধু বড় একটি পেমেন্ট ব্যবস্থা নয়, এর কাঠামোটিও বেশ আলাদা। কোনো একটি অ্যাপ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে পুরো ব্যবস্থা গড়ে না তুলে ভারত এমন একটি অভিন্ন ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করতে পারে।

যেমন, গুগল পে ও ফোনপে গ্রাহক আকর্ষণে তীব্র প্রতিযোগিতা করলেও তাদের ব্যবহারকারীরা একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে লেনদেন করতে পারেন। ইউপিআই পরিচালনা করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল পেমেন্টস করপোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)। আর ব্যাংক ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সেবা পরিচালনা করে।

তবে ইউপিআইয়ের সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (যদিও তুলনামূলক কম আলোচিত) অংশীদার হলো ব্যবসায়ীরা।

সবজি বিক্রেতা, ট্যাক্সিচালক বা ছোট দোকানদারকে ইউপিআই পেমেন্ট নিতে আলাদা কার্ড মেশিন কিনতে হয় না। একটি ছাপানো কিউআর কোডই যথেষ্ট। আর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) নেওয়া হতো না বলে গ্রাহকের কাছ থেকে ইউপিআই পেমেন্ট নিতে তাদের তেমন কোনো আর্থিক বাধাও ছিল না।

অর্থনীতিবিদ অভিনব মাদারাম ও শ্যারন বুটোর নতুন এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউপিআইয়ের সাফল্যের জন্য শুধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে এর ব্যবহার বাড়েনি; বরং ব্যবসায়ীদের ইউপিআই গ্রহণ করাই এর প্রসারে বড় ভূমিকা রেখেছে।

মাদারাম বলেন,৬আমাদের গবেষণা বলছে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইউপিআই গ্রহণ শুধু এর প্রসারের ফল নয়, বরং ইউপিআইয়ের বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ।ব্ব যেসব জেলায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইউপিআই ব্যবহারের হার বেশি ছিল, সেসব এলাকায় ইউপিআই ব্যবহারকারীর সংখ্যাও তুলনামূলক বেশি বেড়েছে।

তবে ইউপিআই ব্যবহারে ফি চালু হলে এর প্রভাব নির্ভর করবে কোন ব্যবসায়ী ও কোন ধরনের লেনদেনে এই ফি আরোপ করা হচ্ছে তার ওপর। মাদারামের মতে, শুধু বড় ব্যবসায়ী বা বেশি অঙ্কের লেনদেনে ফি বসানো হলে সামগ্রিক ব্যবহারে বড় প্রভাব নাও পড়তে পারে। কিন্তু ছোট ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের ওপর ফি আরোপ করা হলে, বিশেষ করে যেসব এলাকায় এখনো ইউপিআই গ্রহণের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে, সেখানে এর বিস্তার ধীর হয়ে যেতে পারে।

বর্তমানে আলোচনায় থাকা একটি প্রস্তাবে ২ হাজার রুপির বেশি মূল্যের লেনদেনে বড় ব্যবসায়ীদের ওপর ফি আরোপের কথা বলা হচ্ছে। এতে ছোট ব্যবসা ও কম অঙ্কের লেনদেন ফি থেকে বাইরে থাকবে। ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান জেফরিসের হিসাবে, ২ হাজার রুপির বেশি লেনদেন মোট ব্যবসায়িক ইউপিআই লেনদেনের মাত্র প্রায় ৪ শতাংশ। তবে এসব লেনদেনের মোট আর্থিক মূল্যের প্রায় ৬৭ শতাংশ।

এ ধরনের ফি চালু হলে ব্যাংক ও পেমেন্ট কোম্পানিগুলোর জন্য বছরে প্রায় ১০০ কোটি ডলার পর্যন্ত নতুন রাজস্ব আসতে পারে বলে একটি হিসাব রয়েছে। একই সঙ্গে পাড়ার মুদি দোকান বা ছোট ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন কম অঙ্কের লেনদেনে এর প্রভাব খুব বেশি পড়বে না।

এর মাধ্যমে ইউপিআইয়ের একটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা সমস্যারও সমাধান হতে পারে। ব্যবহারকারীদের কাছে ইউপিআই বিনামূল্যের মনে হলেও, এর পরিচালনা ও লেনদেনের পেছনে আসলে খরচ রয়েছে।

ইউপিআই ব্যবস্থার পেছনে সার্ভার পরিচালনা, লেনদেন নিষ্পত্তি, জালিয়াতি শনাক্ত করা এবং সাইবার হামলা থেকে পুরো ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার মতো নানা খরচ রয়েছে। এতদিন সরকার এসব খরচের একটি অংশ ব্যাংক ও পেমেন্ট কোম্পানিগুলোকে দিয়ে আসছে। ফলে ইউপিআইকে অনেকটা জনসাধারণের অবকাঠামোর মতোই পরিচালনা করা হয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সম্প্রতি বলেছেন,৬এই খরচ কাউকে না কাউকে বহন করতে হবে।ব্ব

তবে ব্যবসায়ীদের ওপর ফি আরোপের বিষয়টি যত ছোট ব্যবসার দিকে যাবে, এর অর্থনৈতিক প্রভাব তত জটিল হবে। মাদারামের গবেষণায় ব্যবসায়ীরা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) বা লেনদেন ফি নিয়ে ঠিক কতটা সংবেদনশীল, তার নির্দিষ্ট হিসাব দেওয়া হয়নি। তবে এতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ছোট অঙ্কের ফি মানেই এর প্রভাবও ছোট হবে, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

মাদারাম বলেন,৬পাতলা মুনাফায় চলা ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সামান্য ফিও তাদের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও প্রণোদনায় পরিবর্তন আনতে পারে।ব্ব তার মতে, ফি কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, তার ওপর এর প্রভাব অনেকটাই নির্ভর করবে। বড় কোনো খুচরা বিক্রেতার ওপর ফি আরোপের প্রভাব আর ছোট দোকান বা অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায়ীর ওপর ফি আরোপের প্রভাব এক নয়।

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইউপিআইয়ের অসাধারণ বিস্তার শুধু ভারতীয়দের হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে যাওয়ার গল্প নয়। এর পেছনে লাখ লাখ ব্যবসার ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণের সক্ষমতা এবং সেই পেমেন্ট গ্রহণে তাদের আর্থিক প্রণোদনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মাদারাম বলেন,৬ফি যদি শুধু বড় ব্যবসায়ী বা বেশি মূল্যের লেনদেনে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে ব্যাপকভাবে ইউপিআই গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তুলনামূলক কম থাকবে।ব্ব

তিনি বলেন,৬বড় উদ্বেগের বিষয় হবে যদি শেষ পর্যন্ত কম উন্নত জেলাগুলোর ছোট ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের ওপরও ফি আরোপ করা হয়। কারণ এসব এলাকায় এখনো ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইউপিআই গ্রহণের নেটওয়ার্ক সীমিত এবং ব্যবহারও পুরোপুরি পরিণত হয়নি।ব্ব

ভারতের সামনে এখন তাই একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ। ইউপিআইকে আর্থিকভাবে টেকসই করতে হবে; তবে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পেছনে যে সুবিধাগুলো কাজ করেছে, সেগুলোও নষ্ট করা যাবে না।

এটি অসম্ভব কোনো কাজ নয়। ব্রাজিলের৬পিক্স্ব-ও একই ধরনের একটি সফল তাৎক্ষণিক পেমেন্ট ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য এটি বিনামূল্যে হলেও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কম হারে ফি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর পরও এটি বিশ্বের দ্রুততম বাড়তে থাকা রিয়েল-টাইম পেমেন্ট ব্যবস্থাগুলোর একটি। ১৪ কোটির বেশি মানুষ এবং ১ কোটি ৪০ লাখ প্রতিষ্ঠান এটি ব্যবহার করে। প্রতি মাসে এতে ৪০০ কোটির বেশি লেনদেন হয়, যার প্রতিটির গড় মূল্য প্রায় ৮৮ ডলার।

মাদারাম বলেন,৬মূল প্রশ্ন শুধু এটি নয় যে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনে ইউপিআই বিনামূল্যে থাকবে কি না। বরং প্রশ্ন হলো, ফি নির্ধারণের কাঠামো এমন কি না, যা এখনো ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে এমন ছোট ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দেবে।ব্ব

ভারতের ইউপিআই ব্যবস্থার পরবর্তী পরীক্ষায় এটিই হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল ইউপিআইয়ের নেটওয়ার্ক তৈরি করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কোটি কোটি মানুষ ও লাখ লাখ ব্যবসায়ী। এখন শুরু হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়। এই ব্যবস্থাকে কম কার্যকর না করে এর পরিচালন ব্যয় কীভাবে মেটানো যায়, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

অর্থনীতিবিদ রেণুকা সানে মনে করেন, সঠিক মূল্য নির্ধারণের কাঠামো ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত৬বাণিজ্যিক ভারসাম্য্ব ফিরিয়ে আনতে পারে। এতে ঝুঁকির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর অর্থায়ন এবং আরও স্থিতিশীল পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

তবে বড় কোনো খুচরা ব্যবসায়ীর ওপর সামান্য ফি আরোপ করা হলে ভারতীয়রা হঠাৎ ইউপিআই ব্যবহার ছেড়ে দেবেন, এমন আশঙ্কা তুলনামূলক কম।

প্রাক্-ডায়াবেটিস কী, কাদের ঝুঁকি বেশি

পরিচয় ডেস্ক: যাঁদের প্রাক্-ডায়াবেটিস বা প্রিডায়াবেটিস আছে, তাঁদের শতকরা ৫০ জন ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবেন, যদি যাপিত জীবনে পরিবর্তন না আনেন। প্রাক্-ডায়াবেটিস আসলে কী? রক্তে চিনির মাত্রা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেড়ে যায়, কিন্তু ডায়াবেটিস নির্ণয়ের নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকে, সে অবস্থাকে বলে প্রিডায়াবেটিস বা প্রাক্-ডায়াবেটিস। অনেকে বলেন বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস। এটি ডায়াবেটিস নয়, কিন্তু ডায়াবেটিসের ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু সময়মতো এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এটি অচিরেই পূর্ণ ডায়াবেটিসে রূপ নেবে। সত্যি বলতে কি, প্রাকুডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়া একটি সৌভাগ্য। কারণ, এর ফলে আপনি আপনার সম্ভাব্য ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন, জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন এবং কমিয়ে ফেলতে পারেন ভবিষ্যত ডায়াবেটিসের ঝুঁকি।

কখন প্রাক্-ডায়াবেটিস বলা হয়?

ডায়াবেটিসের মতো প্রাকুডায়াবেটিস শনাক্ত করতেও ওজিটিটি বা ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করতে হয়।

ডায়াবেটিস হঠাৎ বেড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, কীভাবে জানেন

পরিচয় ডেস্ক: মনে করুন কোনো কারণে হঠাৎ ইনসুলিনের মাত্রা অস্বাভাবিক কমে গিয়ে আপনার রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অনেক বেড়ে বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গেল। তখন শরীরে কিছু আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমেই সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায় বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিক সিস্টেম। আমাদের দৈনন্দিন কাজের জ্বালানি বা ফুয়েল হলো গ্লুকোজ। রসায়নের ছাত্ররা জানেন যে শরীরে প্রতিনিয়ত ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে এই গ্লুকোজ শক্তি উৎপন্ন করে চলেছে, যা দিয়ে আমাদের সব শারীরিক কার্যক্রম চলে।

ইনসুলিনের অভাবে এই গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিকল্প পদ্ধতিতে শরীরের চর্বির কোষ ভেঙে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু চর্বি কোষ ভাঙতে ভাঙতে একসময় বিপুল পরিমাণে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জমা হয়ে গেলে যকৃত তা আর ‘ম্যানেজ’ করতে পারে না। তখন এই বাড়তি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরিত হতে থাকে কিটো অ্যাসিডে।

তিন ধরনের কিটো অ্যাসিড রয়েছেড়অ্যাসিটোন, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। এ তিনটি অ্যাসিডই অত্যন্ত শক্তিশালী। এগুলো রক্তে জমা হতে থাকলে রক্তের পিএইচ কমে যায়। রক্তে অ্যাসিডিটি বা অম্লতার মাত্রা বাড়ে। ফলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। চিকিৎসা যথাসময়ে শুরু না হলে মৃত্যু অবধারিত। জেনে রাখা ভালো, আমাদের রক্তের পিএইচ ৭ দশমিক ৩৪ থেকে ৭ দশমিক ৪৫ড়এই ক্ষীণ লাইন মেনে চলে। পিএইচ কমে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। এতে শরীরের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে। পিএইচ ৭এর নিচে চলে গেলে রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই গুরুতর পরিস্থিতির নাম ডায়াবেটিস কিটো অ্যাসিডোসিস। ডায়াবেটিস বেড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যুর এটি অন্যতম প্রধান কারণ। যেহেতু ইনসুলিনের অভাব এই সমস্যার মূলে, তাই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসেই এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সাধারণত শিশুকিশোর বা তরুণদের হয়ে থাকে। যার কারণ, অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় না।

কেন হয় কিটো অ্যাসিডোসিস

কেন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের শিশু বা কিশোরদের প্রথম ডায়াবেটিস ধরাই পড়ে এ রকম বিপজ্জনকভাবে।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ১৫ পরামর্শ

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যকর জীবনধারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবেড়

১. আদর্শ দৈহিক ওজন বজায় রাখা: এই ওজন বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২২.৯ কেজি/মি.২। ওজন বাড়লে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি বিশেষ করে পেটের চর্বি ইনসুলিনের অকার্যকারিতা বাড়ায়।

২. শারীরিকভাবে সক্রিয় জীবনযাপন: সপ্তাহে ১৫০ মিনিটের মাঝারি ব্যায়াম (যেমন দ্রুত হাঁটা) বা ৭৫ মিনিট জোরালো ব্যায়াম (যেমন দৌড়ানো), পাশাপাশি সপ্তাহে দুই দিন সম্ভব হলে ব্যায়াম। কারণ, নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে ও রক্তে শর্করা কমায়।

৩. সুষম খাদ্য গ্রহণ: খাদ্যতালিকায় প্রচুর শাকসবজি (আলু বাদে), ফল, গোটা শস্য এবং চর্বিহীন প্রোটিন রাখতে হবে। কারণ, ফাইবার ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য রক্তে শর্করার ভালো নিয়ন্ত্রণ রাখে।

৪. যেসব খাবার পরিহার: চিনিযুক্ত পানীয়, ফলের রস এবং পরিশোধিত শর্করা বেশি পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকস খাওয়া কমাতে হবে। কারণ, এসব খাবারে রক্তে শর্করা ও ইনসুলিনের অকার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

৫. স্বাস্থ্যকর চর্বি: অ্যাভোকাডো, অলিভ অয়েল, বাদাম ও চর্বিযুক্ত মাছ থেকে অসম্পৃক্ত চর্বি ব্যবহার করুন। ভালো চর্বি কোলেস্টেরল ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৬. খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ: ধীরে ধীরে খান, ছোট প্লেট ব্যবহার করুন ও ক্ষুধার সংকেতগুলোতে মনোযোগ দিন। এটি ওজন বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে।

৭. গোটা শস্য বেছে নিন: মিহি শস্যের পরিবর্তে বাদামি চাল, কুইনোয়া ও গোটা গমের মতো গোটা শস্য বেছে নিন। গোটা শস্যের গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

৮. পর্যাপ্ত জলীয়/পানীয় গ্রহণ: প্রতিদিন ৩ লিটারের মতো (৭-৮ গ্লাস) পানি পান করুন। শর্করা বা ক্যালোরিবিহীন পানি হলো সেরা।

৯. ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন: প্রতি রাতে ৭ ঘণ্টার মতো (৬-৯ ঘণ্টা) নিরবচ্ছিন্ন ঘুম। কারণ, অপর্যাপ্ত ঘুম ইনসুলিন সংবেদনশীলতা নষ্ট করে ও ওজন বাড়াতে পারে।

লেবু পানি কখন খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যসচেতনদের পছন্দের পানীয় হিসেবে বরাবরই জনপ্রিয় লেবু পানি। দিনের শুরু থেকে শুরু করে খাওয়ার আগে-পরে, এক গ্লাস লেবুপানি খাওয়া অনেকেরই রোজকার রুটিনের অংশ। যেকোনো সময় লেবুপানি খেলেই যে সমান উপকারিতা মেলে, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং সময়ভেদে বদলে যায় লেবুপানির উপকারিতা। আবার উপকারিতার ওপর ভিত্তি করে আপনিও বদলে নিতে পারেন লেবুপানি খাওয়ার সময়। একনজরে দেখে নিন কখন লেবু পানি খেলে কেমন উপকার পেতে পারে আপনার শরীর।

খাওয়ার আগে লেবুপানি খেলে যা হয়
খাওয়ার ঠিক আগে এক গ্লাস লেবুপানি খেলে তা ক্ষুধা বাগে আনে। লেবুপানিতে অম্লতা বেশি, যা খাবার হজমের জন্য পেটকে প্রস্তুত করে। এতে খাবারের পুষ্টিগুণ সহজে শোষিত হয়। এ ছাড়া খাওয়ার আগে এক গ্লাস লেবুপানি খেলে তা ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে। এতে খাওয়ার সময় অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণের হার কমায়।

খাওয়ার পরে লেবুপানি খেলে যা হয়
লেবুতে আছে প্রচুর সাইট্রিক অ্যাসিড, যা পাকস্থলীতে গিয়ে হজমে সাহায্য করে। ভারী খাবার খাওয়ার পর লেবুপানি খেলে হজমের কাজটা সহজ হয়। ভারী খাবার খাওয়ার পর যে অস্বস্তি তৈরি হয়, তাও অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে লেবুপানি। বদহজম বা অম্বলের সমস্যাতেও উপকারী হতে পারে লেবুপানি। এ ছাড়া খাওয়ার পর পাকস্থলীর পিএইচ মান নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শরীরের পানিশূন্যতা দূর করতে লেবুপানির তুলনা কমই আছে। শরীরে বেশির ভাগ সমস্যার সূচনা হয় পানিশূন্যতা থেকে। কুসুম গরম লেবু পানি শরীরের পানিশূন্যতা পূরণে সাহায্য করে।

জেনে রাখা ভালো
লেবুপানি খাওয়ার সঠিক কোনো নিয়মকানুন নেই। চাহিদামতো যেকোনো সময় খেতে পারেন। তাই আপনার জীবনযাপন এবং শরীরের অবস্থার বুঝে লেবুপানি খাওয়ার সময় ঠিক করে নিন। তবে আর যাই করুন, একদম খালি পেটে লেবুপানি খাবেন না। খালি পেটে লেবুপানির অম্লতা ভালোর বদলে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়া এটি দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই লেবুপানি খাওয়ার পর কুলকুচি করে নেওয়া ভালো। এতে দাঁতের এনামেলের ক্ষতি হবে না। উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত লেবুপানি খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তথ্যসূত্র: ওয়েবএমডি

প্রতিদিন ডিম খাওয়া ভালো না মন্দ

পরিচয় ডেস্ক: 'সুপারফুড' শব্দটা আধুনিক ডায়েটে পরিচিত শব্দ। সুপারফুডের মধ্যে ডিম অন্যতম। ডিমে উচ্চ মানসম্পন্ন আমিষের সঙ্গে বিভিন্ন রকম ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আবার এই ডিমই কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেরই মনে প্রশ্ন, রোজ কি ডিম খাওয়া যাবে? আসুন জেনে নিই, প্রতিদিন ডিম খাওয়া ভালো, নাকি মন্দ।

ডিমের পুষ্টি উপাদান
একটি বড় আকারের ডিমে প্রায় ৭৮ ক্যালরি, ৬ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম চর্বি থাকে। ভিটামিন এ থাকে ৮ শতাংশ, ৬ শতাংশ ফোলেট, ১৫ শতাংশ বি৫ বা প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, ২৩ শতাংশ বি১২, ২০ শতাংশ বি২। এ ছাড়া পাবেন ফসফরাস, সেলেনিয়াম, ভিটামিন ডি, ই, বি৬, ক্যালসিয়াম ও জিংক। এখন তো ডিমে ওমেগা-৩-ও যুক্ত করা থাকে।

কেন প্রতিদিন খাবেন
ডিমের কুসুমে লুটেইন ও কেরোটিনয়েড থাকায় বয়স্কদের ক্ষেত্রে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা কমে। এ ছাড়া ভিটামিন এ চোখের জন্য উপকারী।
ডিমের ফোলেট, বি৬, বি১২ রক্তশূন্যতা হতে দেয় না। ভিটামিন ই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে ও বিভিন্ন ক্যানসার প্রতিরোধেও উপকারী।
ডিমের ভিটামিন ডি হাড় ও পেশি মজবুত করে।
অনেকের প্রশ্ন থাকে, ডিমে কোলেস্টেরল থাকে, তাই ডিম খাওয়া যাবে কি না? ডিমের কুসুমে প্রায় ১৮৬ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে, যার মধ্যে বেশির ভাগ এইচডিএল বা ভালো কোলেস্টেরল।
প্রতিদিন আমাদের এর চেয়ে বেশি কোলেস্টেরল প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিদিন একটি বা দুটি ডিমের কুসুম শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং উপকারী।
ডিমের সাদা অংশে অ্যালবুমিন ও শরীরের জন্য অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা পেশি তৈরি, ওজন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয়। প্রতিদিনের প্রোটিনের উৎস হিসেবে ডিম সবচেয়ে সহজলভ্য ও তুলনামূলক সস্তা।

কখন খাওয়া নিষেধ
তবে এত কথার মধ্যে কিছু মন্দ কথাও আছে।
এই ডিমে যদি আমরা প্রাণিজ চর্বি যোগ করি (যেমন মাখন ও ঘি), তাহলে এর ক্যালরি অনেক বেড়ে যায় ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। এ কারণে সবচেয়ে ভালো হলো সেদ্ধ এবং অলিভ অয়েল বা উদ্ভিজ্জ তেলে রান্না করা ডিম।
কিডনি রোগীদের প্রোটিন একটু হিসাব করে খেতে হয়। তাই কিডনি রোগীরা দিনে একটির বেশি ডিম খেতে পারবেন না।
অনেকের ডিমে অ্যালার্জি থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে ডিমটা বাদ দিতে হবে।
কাজেই ডিমের মন্দ দিকের চেয়ে ভালো দিকই বেশি, তাই প্রতিদিন নাশতায় একটা ডিম অবশ্যই থাকা উচিত। -

ডা. আফলাতুন আকতার জাহান, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড, ঢাকা

প্রতিদিন দই খাওয়ার ১০ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: দই শুধু মজাদার খাবারই নয়, এটি স্বাস্থ্যকরও বটে। খাদ্যতালিকায় দুগ্ধজাত এ উপাদানটি নিয়মিত রাখলে আপনি বেশ কিছু স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাবেন। চলুন দেখে নেই দই খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়

দইয়ে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি। দুটি উপাদানই হাড়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মিত দই খেলে হাড় মজবুত হবে।

হজমে উপকার
অনেকেই হজমের সমস্যার কারণে দুধ খেতে পারেন না, কিন্তু দই খেলে সমস্যা হয় না। খাবার সহজে হজম করতে সহায়তা করে দই।

উপকারী ব্যাকটেরিয়া
দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়াগুলো দেহের ক্ষতি করে না বরং হজমে সহায়তা করে। এ ছাড়া দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করে দইয়ের ব্যাকটেরিয়া।

রক্তচাপ কমায়
দইয়ের পটাসিয়াম রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে।

ত্বকের জন্য উপকারী
দইয়ের উপাদান ত্বককে মসৃণ করে। দইয়ের ল্যাকটিক এসিড ত্বককে পরিষ্কার করে এবং মৃত কোষ দূর করে।

খাদ্যপ্রাণ
দইয়ে অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভিটামিন ও বি৫, জিংক, পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন ও রিবোফ্লাভিন।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
নিয়মিত দই খাওয়া হলে তা আপনার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া দই দেহের রক্তের শ্বেতকণিকা বাড়িয়ে দেয়, যা জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

দেহের ছত্রাক প্রতিরোধ
অনেকের দেহের সংবেদনশীল অঙ্গে ছত্রাক সংক্রমণ হয়। আর এ ছত্রাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে দই।

পাকস্থলীর নানা সমস্যা দূরীকরণে
পাকস্থলীর নানা সমস্যা দূর করতে ভূমিকা রাখে দই। বিশেষ করে ল্যাকটোজের প্রতি সংবেদনশীলতা, কোষ্টকাঠিন্য, ডায়রিয়া, কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকর দই।

ওজন কমাতে
নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় দই খেলে দেহের ওজন কমে। এতে জানা গেছে, খাবারের সঙ্গে দই খাওয়া হলে তা দেহের চর্বি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এতে দেহের চর্বি কমে এবং সার্বিকভাবে ওজন কমাতে সহায়তা করে।

রান্নাবান্না

ইলিশ ভাজা

পরিচয় ডেস্ক:ইলিশের নাম শুনলেই জিভে পানি আসে বেশিরভাগ বাঙালির। এই এক মাছ দিয়ে তৈরি করা যায় নানা পদ। ইলিশ দিয়ে রান্না যেকোনো পদ মানেই অত্যন্ত সুস্বাদু। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ হলে আর কী চাই! অনেকেই ইলিশ ভাজা পছন্দ করেন।
তৈরি করতে যা লাগবে : ইলিশ মাছের টুকরো ৬ পিস, আদার রস- ১ চা চামচ, লেবুর রস- ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- সিকি চা চামচ, ময়দা- আধা কাপ, গোলমরিচ ভাঙা- আধা চা চামচ, সয়াসস- ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, কাঁচামরিচ কুচি- ২-৩টি ওতেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাছ ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার তাতে লেবুর রস, আদার রস, হলুদ, লবণ ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মাখুন। সয়াসস দিন। আধা ঘণ্টা পর মাখানো মাছ শুকনো ময়দায় গড়িয়ে নিন। ৫-৬ মিনিট পর প্যানে তেল (সরিষার) দিয়ে মাছ ভেজে নিন। এবার ওই তেলেই পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচা মরিচ কুচি ভেজে নিন। পরিবেশন পাত্রে মাছ রেখে উপরে ভাজা পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দিন।

চিংড়ি মাছের রসা ভাজা

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি মাছের রসা ভাজা আহারকে করে তুলতে পারে অতুলনীয়।
উপকরণ: বড় চিংড়ি মাছ এক কেজি, পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, আদা বাটা এক চাচামচ, রসুন বাটা এক চাচামচ, সরিষা বাটা এক চাচামচ, হলুদ গুঁড়া এক চাচামচ, মরিচ গুঁড়া এক চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরা বাটা হাফ চাচামচ, কাঁচা মরিচ ছয়সাতটি, চিনি সামান্য, ধনেপাতা কুচি প্রয়োজনমতো, সরিষার তেল হাফ কাপ এবং পানি প্রয়োজনমতো।

প্রণালি: বড় চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাছের খোসাসহ নিতে হবে; তাহলে ভেতরটা জুসি থাকে, তারপর হলুদলবণ মেখে কড়াইয়ে তেলে গরম করে ভেজে নিতে হবে, মাছ ভাজা হলে তুলে রেখে ওই তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি ও পেঁয়াজ বাটা একে একে সব মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর সরিষা বাটা এক কাপ পানির মধ্যে গুলিয়ে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কড়াইয়ের মধ্যে দিতে হবে। কিছুক্ষণ জাল করে রাখা মাছগুলো দিতে হবে, মাখামাখা হলে চিনি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

নারকেলি কচু ও চিংড়ির তরকা

পরিচয় ডেস্ক: কচু দিয়ে রান্না করা সব বৈচিত্র্যময় খাবার শুধু সস্তা আর সহজলভ্যই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও আঁশ।

উপকরণ : নারকেলি কচু ৫০০ গ্রাম, চিংড়ি ৭-৮টি, পেঁয়াজকুচি ও বাটা ২ টেবিল চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি।

প্রণালি :কচু ছোট ছোট আকারে চার কোনা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে তাতে চিংড়ি মাছ দিয়ে ভেজে নিন। আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, লবণ ও সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর নারকেলি কচু দিয়ে ঢাকনাসহ কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ঝোল ঘন হলে কাঁচা মরিচ ফালি, জিরাগুঁড়া ও চিনি দিয়ে আবারও কয়েক মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন।

চিংড়ি দিয়ে কচুশাক

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে কচুশাক খুবই উপাদেয় এবং সুস্বাদু।

উপকরণ : কচুশাক, চিংড়ি ৭-৮টি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা, চিনি ও কালোজিরা ১ চা-চামচ করে, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, শুকনো মরিচ ২-৩টি, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি : কচুশাক কেটে ধুয়ে কড়াইয়ে লবণ ও হলুদ দিয়ে ঢাকনাসহ সেদ্ধ করে নিন। এরপর পেঁয়াজকুচি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে ভর্তার মতো করে মথে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে শুকনো মরিচ ও কালোজিরার ফোড়ন দিন। তাতে চিংড়ি ভেজে সেদ্ধ কচুশাক দিয়ে নেড়ে নামানোর আগে চিনি দিয়ে আবারও নেড়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চিংড়ি দিয়ে কচুশাক।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

জুলাই-জুন থেকে বদলে অর্থবছর

১৭ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সভায় এ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরকে অন্তর্বতীকালীন (ট্রানজিশনাল) অর্থবছর হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ওই অর্থবছর নয় মাসের—জুলাই ২০২৭ থেকে মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত—হবে। এরপর ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে নতুন নিয়মে এপ্রিল-মার্চ অর্থবছর কার্যকর হবে।

অর্থ বিভাগের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অর্থবছর হিসাব করা হয়। এর ফলে অর্থবছরের শেষ দিকে, বিশেষ করে জুলাই-আগস্টের বর্ষা মৌসুমে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নকাজ চলমান থাকে। বর্ষার কারণে এসব কাজ দীর্ঘায়িত হয়, কাজের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি জনদুর্ভোগও বাড়ে। এপ্রিল-মার্চ অর্থবছর চালু হলে বর্ষা শুরুর আগেই অবকাঠামোগত উন্নয়নকাজ শেষ করার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে সরকার।

তবে অর্থবছরের সময়কাল পরিবর্তন শুধু বাজেটের হিসাবের সময় বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর সঙ্গে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সিস্টেমেও বড় ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে হবে। এ ছাড়া সংবিধান ও জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

এ জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। অর্থবছর পরিবর্তনের আইনগত, প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রস্তুতিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

অর্থবছর বদলের আলোচনা আগে থেকেই

বাংলাদেশে জুলাই-জুন অর্থবছর চালুর কারণে বছরের শেষ দিকে সরকারি ব্যয়, বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তাড়াহুড়োর বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত। চলতি বছরের জুনে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানও অর্থবছর পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। তিনি জুলাই-জুনের পরিবর্তে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর করার পক্ষে মত দিয়ে বলেন, অর্থবছরের শেষ দিকে বর্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এডিপির বড় অংশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে গিয়ে অনিয়ম ও অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

এর আগে বিভিন্ন মহল থেকেও বাংলাদেশের অর্থবছর পরিবর্তনের দাবি উঠেছে। প্রতিবেশী ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশে এপ্রিল-মার্চ অর্থবছর চালু রয়েছে। অর্থবছরের সময়কাল পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বর্ষা মৌসুমে উন্নয়নকাজের বাস্তবায়ন-জটিলতার পাশাপাশি অর্থবছরের শেষ দিকে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রবণতাকেও সামনে আনা হয়েছে।

বর্তমানে অর্থবছরের শেষ মাস জুনে সরকারের রাজস্ব আদায় ও উন্নয়ন ব্যয়—দুই ক্ষেত্রেই বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়। যেমন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে এনবিআর ৩৬ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করলেও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ঘাটতি ছিল ৮১ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, অর্থবছরের শেষ প্রান্তে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানোর চাপও থাকে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের আকার ৯.৩৮ লাখ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বড় একটি অংশ উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়ে বরাদ্দ রয়েছে।

সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বাজেট প্রণয়ন, রাজস্ব আদায়, সরকারি ব্যয়, ব্যাংকিং কার্যক্রম, হিসাবরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বার্ষিক চক্রে বড় পরিবর্তন আসবে। তবে নয় মাসের ট্রানজিশনাল অর্থবছরের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এই পরিবর্তন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দেশে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ

১৭ পৃষ্ঠার পর

তথ্য জানান। সংগঠনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগ ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ইসলামিক ব্যাংকিং, ড্রাই ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং, ই-রেন্টাল সেবা, সোলার প্যানেল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে করা হবে।

এ ছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতে মূলধন সংকটে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের চারটি শাখা চালু রাখার জন্য সরকার সহযোগিতা চাইলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আগ্রহ দেখিয়েছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে আমিরাতে বাংলাদেশি কর্মীদের দীর্ঘদিনের ভিসা জটিলতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। তারা বলেন, প্রায় ১২ বছর ধরে বাংলাদেশি কর্মীদের অভ্যন্তরীণভাবে মালিক পরিবর্তনের (চেঞ্জ অব স্ট্যাটাস) সুযোগ নেই। ফলে অনেক কর্মী কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। বাংলাদেশ ও আমিরাত সরকারের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এই সুযোগ পুনর্বহালের দাবি জানান তারা।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা বাতিলের কারণে হাজারো প্রবাসী বর্তমানে বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন। তাদের অনেকেরই আমিরাতে চাকরি, ব্যবসা ও পরিবার রয়েছে। আটকে পড়া এসব প্রবাসীর তালিকা তৈরি করে আমিরাত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের পুনরায় কর্মস্থলে ফেরার সুযোগ করে দিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

প্রবাসীদের সেবা আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে দূতাবাস ও কনস্যুলেটে দক্ষ, অভিজ্ঞ, অরাজনৈতিক ও প্রবাসীবান্ধব কর্মকর্তা নিয়োগের ওপর জোর দেন উদ্যোক্তারা। একই সাথে ২৪ ঘণ্টার জরুরি হেল্পলাইন, ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় ‘প্রবাসী সহায়তা সেল’ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মোট ১৫ দফা প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এসব দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ভিসা জটিলতা নিরসন, বিদেশ যাওয়ার আগে ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, সবার জন্য ‘প্রবাসী কার্ড’ ইস্যু করা, সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, মৃত প্রবাসীর মরদেহ সরকারি খরচে দেশে আনা, জেলা পর্যায়ে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, রেমিট্যান্স প্রণোদনা বৃদ্ধি, সাশ্রয়ী বিমান ভাড়া নিশ্চিত করা, প্রবাসীদের সম্পদ ও বিনিয়োগের সুরক্ষা প্রদান এবং সহজ ঋণ ও বীমা সুবিধা এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংকটকালে জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করা।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা গুরুত্বারোপ করে বলেন, “প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্সের উৎস নন; তারা বাংলাদেশের অর্থনীতির অংশীদার, বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগী।”

সংগঠনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ রুবেল সংবাদ সম্মেলনে জানান, ইতিমধ্যে তারা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে প্রবাসীদের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। সরকারও প্রবাসীদের এসব সমস্যার বিষয়ে একমত পোষণ করেছে এবং অতি শিগগির তা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ৩৭ দেশে:

১৭ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করি, তখন এ ধরনের বিশেষায়িত ব্রাইডাল পোশাক তৈরিতে অভিজ্ঞ কর্মী পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ম্যানেজারও পাওয়া কঠিন ছিল। তাই শুরুতে আমাদের নিজেদের উদ্যোগেই কর্মী ও ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে।”

একটি ব্রাইডাল গাউন সাধারণত ডিজাইন অনুযায়ী কয়েকটি আলাদা অংশে তৈরি করা হয়। ওপরের বডিস, করসেট, স্কার্ট ও ট্রেনসহ বিভিন্ন অংশে সূক্ষ্ম লেস, ফুল ও অন্যান্য অলংকার সেলাই করে পরে সেগুলো একে একে জুড়ে দেওয়া হয়। কাপড়ের ওপর ছোট ছোট ফুলের কারুকাজ আর নিপুণ সেলাইয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায় একটি বিয়ের পোশাক।

সম্প্রতি কারখানাটি পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, শ্রমিকরা কেউ মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন, কেউ লেস ও অন্যান্য অলংকার সংযুক্ত করছেন। কেউ পোশাকের গুণগত মান পরীক্ষা করছেন, আবার কেউ রপ্তানির জন্য তৈরি পোশাক প্যাকেজিং করছেন।

পাঁচতলা ভবনে অবস্থিত এই কারখানা মাত্র একটি প্রোডাকশন লাইন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন তাদের প্রোডাকশন লাইনের সংখ্যা আট। আগামীতে এই সংখ্যা ১০ থেকে ১৩টিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির, যেখানে প্রতিটি লাইনে প্রায় ২৩ জন করে অপারেটর কাজ করবেন।

বিয়ের পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। এর অংশ হিসেবে আগামী দুই বছরের মধ্যে কারখানায় আরও ৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা আছে তাদের।

রবিউল জানান, সাধারণ পোশাকের তুলনায় বিয়ের পোশাকে ব্যবহৃত কাপড় অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

তিনি বলেন, “ফ্যাব্রিক খুবই নরম; লাইনিং ও অর্গানজার মতো কাপড়ও রয়েছে। এগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে ও বিশেষ দক্ষতায় হ্যান্ডেল করতে হয়। তাই একজন নতুন কর্মীকে সরাসরি উৎপাদন লাইনে না দিয়ে প্রথমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণত প্রায় তিন মাস প্রশিক্ষণের পর তাকে উৎপাদন লাইনে যুক্ত করা হয়।”

কারখানাটিতে প্রায় তিন বছর ধরে কাজ করছেন খাদিজা বেগম। খাদিজা জানান, তিনি লেস ফিটিংয়ের কাজ করেন। এ কাজ শুরুর আগে তিনি প্রায় পাঁচ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এখানে চাকরি শুরুর সময় তার বেতন ছিল ১০ হাজার ৪০০ টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার ৩০০ টাকা।

চাঁদপুর থেকে কাজের জন্য এসেছেন শিখা আক্তার। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তিনি এখানে চাকরি করছেন। শিক্ষা অডিটের কাজ করেন—পোশাক ঠিকভাবে তৈরি হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন, “এখানে কাজের পরিবেশ অনেক ভালো। এসির ভেতরে কাজ করি, সুযোগ-সুবিধাও ভালো।”

ইউবিএফের পোল্যান্ডেও কারখানা রয়েছে। রবিউল জানান, পোল্যান্ডে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় কিছু পণ্য বাংলাদেশে স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ইতিমধ্যেই পোল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষকরা বাংলাদেশে এসে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বিদেশি ডিজাইনারদের তৈরি নকশায় পোশাক তৈরি করলেও ভবিষ্যতে দেশের স্থানীয় ডিজাইনারদের দিয়ে বিয়ের পোশাক তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া দেশে এমব্রয়ডারি ও লেসের উৎপাদন বাড়িয়ে স্থানীয় বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলাদেশে জুতা তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে বিয়ের পোশাকের বাজারের আকার ছিল ৮২.৪ বিলিয়ন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে এ বাজারের আকার ১০৯.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মানুষের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি এবং বিলাসবহুল ও কাস্টমাইজড বিয়ের পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাজারের আকার বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি ১৩.৫ শতাংশ হারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

আদমজী ইপিজেডের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি ভিত্তি

ঐতিহাসিক আদমজী জুট মিলের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর এর বিশাল শিল্পভূমিকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় সরকার। সেই জমিতেই ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে আদমজী ইপিজেড।

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অবস্থিত আদমজী ইপিজেডের আয়তন ২৯২.৬২ একর। গত দুই দশকে এখানে উচ্চমূল্যের পোশাক ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পের একাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে।

বেপজার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আদমজী ইপিজেডে ৭৬ হাজার ২৭ জন মানুষ কাজ করছেন। এই ইপিজেডে এখন পর্যন্ত ৮৪৭.০৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে।

এখানকার কারখানাগুলো থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১.১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই ইপিজেডের কারখানাগুলো টমি হিলফিগার, রালফ লরেন, মাইকেল কর্স ও ভ্যান হিউসেনের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের জন্য উচ্চমূল্যের পোশাক তৈরি করছে।

বিশ্ববাজারে উচ্চমূল্যের ও বিশেষায়িত পোশাকের চাহিদা বাড়ায় আদমজী ইপিজেডে ব্রাইডাল ড্রেস উৎপাদনের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের জন্য নতুন বাজার ও উচ্চমূল্যের পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি করছে।

জিন্নাহর মরণব্যাধির খবর গোপন

১৪ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জিন্নাহর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি দেশভাগের সিদ্ধান্ত বা সময়সূচিকে কতটা প্রভাবিত করতে পারত, তা নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন।

ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ আকবর আহমেদের ‘জিন্নাহ, পাকিস্তান অ্যান্ড ইসলামিক আইডেন্টিটি: দ্য সার্চ ফর সালাদিন’ বই অনুযায়ী, জিন্নাহ ১৯৩০-এর দশক থেকেই যক্ষ্মায় ভুগছিলেন। তবে তার অসুস্থতার বিষয়টি খুব অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষ জানতেন। তাদের মধ্যে তার বোন ফাতিমা জিন্নাহও ছিলেন।

সে সময় যক্ষ্মা ছিল অত্যন্ত প্রাণঘাতী রোগ। কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা সহজলভ্য না থাকায় রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করত।

জিন্নাহ নিজের অসুস্থতার মাত্রা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চাইতেন না বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় উঠে এসেছে। কারণ, গুরুতর অসুস্থতার খবর প্রকাশ হলে তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনসমর্থনে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের কিছু বেশি সময় পর ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফুসফুসের যক্ষ্মায় মারা যান জিন্নাহ।

জিন্নাহর মৃত্যুর ৭৮ বছর পর দুই চিকিৎসককে নিশান-ই-ইমতিয়াজ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো। তবে তারা দুজনই মারা গেছেন। ফলে ২০২৭ সালের মার্চে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মরণোত্তরভাবে তাদের এ সম্মাননা দেওয়া হবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারগুলোর মধ্যে নিশান-ই-ইমতিয়াজ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি বেসামরিক সম্মাননা। এবার জিন্নাহর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত থাকা দুই ভারতীয় পারসি চিকিৎসকের ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারটি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বছরের প্রথমার্ধে ইইউতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

দাম কমে যাওয়ায় পোশাক আমদানিতে এ পতন হয়েছে। এ সময়ে আমদানির পরিমাণ ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং গড় ইউনিট মূল্য ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ কমেছে।

ইইউর বাজারে বেশিরভাগ প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশের রপ্তানিতেও বড় ধরনের পতন হয়েছে।

তুরস্কের রপ্তানি ১৪ দশমিক ৬০ শতাংশ, পাকিস্তানের ১২ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ভারতের ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ১১ দশমিক ২১ শতাংশ, চীনের ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ কমেছে।

প্রধান সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভিয়েতনামের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে ইইউতে দেশটির পোশাক রপ্তানি শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়েছে।

ভিয়েতনামের রপ্তানির পরিমাণ ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ কমলেও গড় ইউনিট মূল্য ১৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ বাড়ায় রপ্তানি কমার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এ সময়ে প্রধান সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের গড় ইউনিট মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ। ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার গড় ইউনিট মূল্যও বেড়েছে। তবে রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় দেশ দুটি সামগ্রিক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ইইউর সামগ্রিক পোশাক আমদানির বাজার যে হারে সংকুচিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হারে কমেছে বাংলাদেশের রপ্তানি। এ সময়ে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ও গড় মূল্য—দুটিই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অজিদের হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট

১৬ পৃষ্ঠার পর

টাইগাররা। রোববার (১৬ আগস্ট) ঐতিহাসিক এই জয়ের পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে পরিবর্তন এসেছে। এই জয়ে বাংলাদেশ তালিকার চার নম্বরে উঠেছে। তাদের শতকরা পয়েন্ট হার (পিসিটি) ৫৮ দশমিক ৩৩ থেকে বেড়ে ৬৬ দশমিক ৬৭ হয়েছে। ২০২৫-২৭ চক্রে দ্বিতীয় হারের পরও অস্ট্রেলিয়া শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবধান কমে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার পিসিটি ৭৭ দশমিক ৭৭, দক্ষিণ আফ্রিকার ৭৫ পয়েন্ট।

নিউজিল্যান্ড ৭২ দশমিক ২২ পিসিটি নিয়ে তিনে। বাংলাদেশ তাদের পরে অবস্থান করছে। ভারত ৪৮ দশমিক ১৫ পিসিটি নিয়ে পঞ্চম স্থানে। বাংলাদেশের সামনে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। সেই ম্যাচ জিতলে শতকরা পয়েন্ট হার বাড়ানোর সুযোগ থাকছে।

চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র:

২৩ পৃষ্ঠার পর

যেতে পারে। বড় কোরীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু বাংলাদেশের বাজারে পণ্য বিক্রির জন্য নয়, বাংলাদেশে উৎপাদন, গবেষণা ও সরবরাহব্যবস্থা গড়ার জন্য আকৃষ্ট করতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন: পোশাকের বাজার ও জ্ঞানের অংশীদার

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিবাজারগুলোর একটি। কিন্তু বাংলাদেশের ইউরোপনীতি দীর্ঘদিন ধরে পোশাকের শুল্কসুবিধাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর এ সম্পর্ককে নতুন ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও ডেনমার্কের সঙ্গে আলাদা খাতভিত্তিক অংশীদারত্ব প্রয়োজন। জার্মানির সঙ্গে প্রকৌশল, সবুজ শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ; নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা ও কৃষিপ্রযুক্তি; ফ্রান্সের সঙ্গে বিমান, উপগ্রহ, সামুদ্রিক গবেষণা ও সংস্কৃতি; ইতালির সঙ্গে বৈধ শ্রম চলাচল ও ক্ষুদ্র শিল্প; নর্ডিক দেশগুলোর সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল প্রশাসন ও সামাজিক সুরক্ষায় সহযোগিতা বাড়ানো যায়।

ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি টেকসই বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, যেখানে শ্রম অধিকার, পরিবেশ মান, কার্বন নির্গমন, সরবরাহব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং পণ্যের উৎস শনাক্তকরণে বাংলাদেশ প্রস্তুত থাকবে। ইউরোপকে শুধু ক্রেতা হিসেবে দেখলে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের ঘরে আটকে থাকবে; প্রযুক্তি, নকশা, গবেষণা ও ব্র্যান্ডিংয়ের অংশীদার করতে পারলে মূল্যশৃঙ্খলের ওপরের দিকে উঠতে পারবে।

শিক্ষার্থী ও গবেষকদের চলাচলও এ সম্পর্কের কেন্দ্রে আনা দরকার। যৌথ ডিগ্রি, গবেষণাগার, জলবায়ু গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অভিবাসন গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলা উচিত। ভিসা সহজীকরণও শুধু পর্যটকের জন্য নয়; গবেষক, শিক্ষক, শিল্প প্রশিক্ষণার্থী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা চলাচলব্যবস্থা দরকার।

উপসাগরীয় রাষ্ট্র: অর্থনৈতিক সহ-উৎপাদন

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান ও কুয়েত বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রবাসী আয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি; ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন মাসেও মাসিক প্রবাসী আয় ২৩ বিলিয়ন ডলারের ওপরে ছিল।

কিন্তু উপসাগরীয় সম্পর্ক এখনো প্রধানত শ্রমিক পাঠানো, জ্বালানি কেনা এবং ধর্মীয় যোগাযোগে সীমাবদ্ধ। এই মডেল বদলানো দরকার। উপসাগরীয় দেশগুলো তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নির্মাণপ্রযুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা, বিমান চলাচল ও আর্থিক সেবায় বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের উচিত তাদের সঙ্গে দক্ষতা অংশীদারত্ব গড়ে তোলাড়কোন পেশায় কত কর্মী প্রয়োজন, সে অনুযায়ী বাংলাদেশে যৌথ প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়নকেন্দ্র স্থাপন করা।

একই সঙ্গে বাংলাদেশে সৌদি, আমিরাত ও কাতারের বিনিয়োগকে বন্দর, পরিবহন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আকৃষ্ট করা যায়। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর খাদ্যনিরাপত্তার প্রয়োজন আছে; বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে। এই দুই প্রয়োজনকে যুক্ত করে চুক্তিভিত্তিক কৃষি নয়; বরং যৌথ মালিকানা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির ব্যবস্থা গড়া যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগ ব্যয়, ক্ষতিপূরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও চাকরি পরিবর্তনের অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রীয় দর-কষাকষি। বেশি কর্মী পাঠানো সফলতা নয়, যদি তারা ঋণগ্রস্ত, অরক্ষিত ও অদক্ষ অবস্থায় যায়।

আসিয়ান: বাংলাদেশের নিকট ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হলেও তার অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটি বড় অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ককে তাই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সিঙ্গাপুর হতে পারে আর্থিক সেবা, বন্দর ব্যবস্থাপনা, নগর-পরিকল্পনা, প্রযুক্তি উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সালিসের অংশীদার। মালয়েশিয়ার সঙ্গে শ্রমবাজারের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, হালাল অর্থনীতি, ইলেকট্রনিকস ও স্বাস্থ্যসেবায় সহযোগিতা সম্ভব। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওষুধ, কৃষি, মুসলিম ভোক্তাবাজার, প্রতিরক্ষাশিল্প ও সামুদ্রিক সহযোগিতা বাড়ানো যায়। থাইল্যান্ডের সঙ্গে চিকিৎসা, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বঙ্গোপসাগরীয় যোগাযোগ; ভিয়েতনামের সঙ্গে রপ্তানিমুখী শিল্পনীতি, ইলেকট্রনিকস, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে শেখার সুযোগ রয়েছে।

আসিয়ান দেখিয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য থ াকলেও অর্থনীতি ও যোগাযোগে কার্যকর সহযোগিতা সম্ভব। দক্ষিণ এশিয়ার আন্তআঞ্চলিক বাণিজ্য যেখানে প্রায় ৫ শতাংশ, আসিয়ানে তা প্রায় ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশকে তাই আসিয়ানের সঙ্গে খাতভিত্তিক চুক্তি, ব্যবসায়িক ভিসা, সরাসরি বিমান ও জাহাজ চলাচল এবং বিশ্ববিদ্যালয় নেটওয়ার্ক গড়তে হবে। মিয়ানমারের সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট এই পূর্বমুখী নীতিকে জটিল করবে, কিন্তু পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে একটি দেশের আচরণের কাছে জিম্মি করা উচিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ভারসাম্যের কাজ

চীন বাংলাদেশের বৃহৎ আমদানি উৎস, অবকাঠামো অংশীদার, উৎপাদনযন্ত্রের সরবরাহকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত শক্তি। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বাণিজ্যঘাটতি কমানো, বাংলাদেশি পণ্যের বাজার প্রবেশ, উৎপাদন স্থানান্তর, প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিল্পের কাঁচামালের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ। ঋণনির্ভর প্রকল্পের বদলে যৌথ বিনিয়োগ ও রপ্তানিমুখী উৎপাদনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিবাজার এবং উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রবাসী নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য ছিল বলে রপ্তানি তথ্যে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু নির্বাচন, নিষেধাজ্ঞা বা নিরাপত্তা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাজার প্রবেশ, তুলা ও বস্ত্র সরবরাহব্যবস্থা, প্রযুক্তি বিনিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা, ওষুধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জ্ঞান ও পুঁজি স্থানান্তরের দিকে নিতে হবে।

সমস্যা হলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা এবং ভারত-চীন বিরোধে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক অন্যটির কাছে সন্দেহজনক মনে হতে পারে। এর সমাধান গোপন ভারসাম্য নয়, ঘোষিত স্বচ্ছতা। বাংলাদেশকে বলতে হবেড়কোন প্রকল্প কার সঙ্গে, কেন, কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়নে এবং কী শর্তে করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা, বন্দর বা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সংসদীয় পর্যালোচনা, ঋণঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং উন্মুক্ত দরপত্র সন্দেহ কমাতে পারে।

সম্পর্কের ঝুঁকি এবং উত্তরণ

এক দেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অন্য দেশকে উদ্বিগ্ন করতে পারে। ভারতের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত চীনা কৌশলগত উপস্থিতি উদ্বেগের; চীনের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাকাঠামোর দিকে ঝোঁকা সমস্যা; পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কাছে মানবাধিকার ও শ্রমমান গুরুত্বপূর্ণ; মুসলিম বিশ্ব আবার ফিলিস্তিনসহ কিছু প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ করে।

এই ঝুঁকি এড়ানোর কার্যকর পথ হলো 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব' কথাটি পুনরাবৃত্তি নয়; বরং সম্পর্ককে বিষয়ভিত্তিক রাখা। যেমন চীনের সঙ্গে শিল্প ও অবকাঠামো, জাপানের সঙ্গে মানসম্মত উন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাজার ও প্রযুক্তি, ভারতের সঙ্গে সংযোগ ও পানি, ইউরোপের সঙ্গে সবুজ রপ্তানি, উপসাগরের সঙ্গে শ্রম ও বিনিয়োগ এবং আসিয়ানের সঙ্গে উৎপাদন ও আঞ্চলিক সংযুক্তি।

দ্বিতীয়ত, কোনো দেশকে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবেশদ্বার হতে দেওয়া যাবে না। জ্বালানি, অস্ত্র, ঋণ, আমদানি, রপ্তানি ও শ্রমবাজারড়প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প রাখতে হবে। তৃতীয়ত, দ্বিপক্ষীয় চুক্তিকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্কের বদলে প্রতিষ্ঠাননির্ভর করতে হবে। সরকার বদলালেও যে চুক্তি টিকে থাকে, সেটিই টেকসই কূটনীতি।

বাংলাদেশের প্রয়োজন অনেক বন্ধু নয়; প্রয়োজন এমন অংশীদার, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক নাগরিকের জীবনে ফল দেয়ড়কর্মসংস্থান বাড়ায়, ভিসা সহজ করে, শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে, প্রযুক্তি আনে, রপ্তানি বহুমুখী করে এবং রাষ্ট্রের দর-কষাকষির শক্তি বাড়ায়। পৃথিবী এখন আনুগত্যের শিবিরে বিভক্ত হলেও সফল রাষ্ট্রগুলো একটিমাত্র শিবিরে নিজেদের ভবিষ্যৎ জমা রাখে না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরবর্তী মূলনীতি তাই হতে পারেড়ভূগোলে প্রতিবেশী, অর্থনীতিতে বহুমুখী, প্রযুক্তিতে উচ্চাভিলাষী এবং কূটনীতিতে স্বচ্ছ। সম্পর্কের গভীরতা ছবি, সফর বা যৌথ বিবৃতিতে নয়, কত নতুন বাজার খুলল, কত দক্ষ কর্মী মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পেল, কত গবেষণা সৃষ্টি হলো, কত শিক্ষার্থী চলাচলের সুযোগ পেল এবং সাধারণ নাগরিকের পাসপোর্ট কতটা কার্যকর হলো, সে হিসাবেই মাপতে হবে।

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা ও অভিবাসন। ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই

ইরানের বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধের

৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অবস্থানই 'আপাতত' প্রযোজ্য। বেসেন্ট বলেন, ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞার চাপ আরও বাড়িয়ে দেশটির সরকারকে ধসিয়ে দেওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। তার ভাষ্য, এই কৌশল ইরানে কার্যকর হবে এবং এর মাধ্যমে দেশটির সরকারকে পতনের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হবে।

বেসেন্ট আরও বলেন, ইরানকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমন্বিত অর্থনৈতিক উদ্যোগ হবে।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা আরও জোরদার করতে চীনের প্রতিও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন বেসেন্ট। তিনি চীনকে এই প্রচেষ্টায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছে ইরান। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেশটির প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিনাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

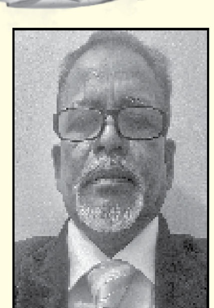

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlem Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-শিখ-

৫ পৃষ্ঠার পর

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করা যোগ্য হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিষ্টান অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আইনি সুযোগ রয়েছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়ে সরকারের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে অমিত শাহ বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে সরকার ‘শনাক্ত, বাতিল এবং বহিষ্কার’ (ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট) নীতি অনুসরণ করবে।

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলার মানুষকে আবারও প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করা হবে।”

বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ স্থলসীমান্ত থাকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে হওয়া অভিবাসন ও অনুপ্রবেশের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি রাজনৈতিক ইস্যু। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রতিনিয়ত রাজ্যে অনুপ্রবেশ রোধ এবং সিএএ বাস্তবায়নকে তাদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, তিনি বরাবরই সিএএ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। মমতার উদ্দেশে তিনি বলেন, “মমতা দিদি, আপনি এটি মেনে নেননি, কিন্তু আপনার সরকারও চলে গেছে এবং আপনিও বিদায় নিয়েছেন। এখন এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় রয়েছে।”

অমিত শাহের এই মন্তব্যের পর পশ্চিমবঙ্গে সিএএ বাস্তবায়ন, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতের নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন—‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ (বিএনএস), ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’ (বিএনএসএস) এবং ‘ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম’ (বিএসএ)-এর ওপর আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশ নিতেই শিলিগুড়ি সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

হরমুজ প্রণালিতে কার প্রভাব বেশি,

৫ পৃষ্ঠার পর

হুঁশিয়ারি। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, বর্তমানে আসলে হরমুজ প্রণালির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কে?

উভয় পক্ষের দাবি ও পাল্টা দাবির মধ্যে এই জলপথ অতিক্রমকারী জাহাজ চলাচলের আসল উপাত্তই এর উত্তর দিয়ে দিচ্ছে।

হরমুজ প্রণালির প্রধান দুই রুট

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হরমুজ প্রণালিকে একটি একক ও উন্মুক্ত জলপথ হিসেবে বিবেচনা করা হত। তখন ‘ইরানি’ বা ‘ওমানি’ রুটের মধ্যে কোনো আলাদা বিভাজন ছিল না।

জাহাজগুলো প্রণালির কেন্দ্রীয় অংশ দিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাফিক নীতি মেনে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করত এবং বের হত। সামরিক পরিণতি বা হামলার ভীতি নয়, বরং নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছানোর দূরত্ব, চুক্তি এবং নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে নাবিকরা রুট নির্ধারণ করতেন।

তবে ইরান যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া উত্তেজনার কারণে এই জলপথটি এখন দুটি প্রধান রুটে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

উত্তরের ইরানি রুট: লারাক দ্বীপ ও কেশম দ্বীপের কোল ঘেঁষে ইরানের উপকূল বরাবর প্রসারিত এই পথটি সরাসরি দেশটির বন্দর ও অফশোর টার্মিনালগুলোর সঙ্গে যুক্ত।

দক্ষিণের ওমানি রুট: ওমান উপকূলের কাছাকাছি এবং ইরানের তীর থেকে দূরবর্তী এই রুটটি ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে ওয়াশিংটন। মার্কিন নৌবাহিনীর সুরক্ষা নিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো মূলত এই পথে চলাচল করে।

তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজের গতিপথ

সামুদ্রিক তথ্য সংস্থা ‘কেপলার’-এর তথ্যানুযায়ী, গত ১ থেকে ১৯ আগস্টের মধ্যে অপরিশোধিত তেল, এলপিজি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) এবং এলএনজিবাহী (লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস) মোট ১১২টি জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করেছে।

এই ট্যাঙ্কার ও বাহকগুলোর মধ্যে মাত্র ২১টি জাহাজ খোলাখুলিভাবে সমুদ্রের উত্তরের ‘ইরানি রুট’ ব্যবহার করেছে। আর আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ দিকের ‘ওমানি রুট’ ব্যবহার করেছে মাত্র ২টি জাহাজ।

বাকি ৮৯টি জাহাজ, যা এই নির্দিষ্ট সময়ে প্রণালি পার হওয়া মোট জ্বালানিবাহী জাহাজের ৮০ শতাংশেরও বেশি, কোনও ধরনের ট্র্যাকিং না রেখে সম্পূর্ণ ‘ডার্ক’ বা অস্পষ্ট রুট দিয়ে চলে গেছে।

কোনও জাহাজ যখন তাদের ‘অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম’ (এআইএস) ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রাখে, কিংবা তাদের এআইএস ডেটা কেপলারের নির্ধারিত ইরানি বা ওমানি করিডোরের সঙ্গে মেলে না, তখন তাদেরকে ট্র্যাকিংয়ের বাইরে ধরে নেওয়া হয়। ফলে এসব জাহাজ ঠিক কোন পথ দিয়ে গেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কেপলারের সামুদ্রিক ও পণ্য বিষয়ক কাস্টমার সাকসেস ম্যানেজার মোহামেদ রফিক হালিতিম এ বিষয়ে বলেন, “প্রণালি পার হওয়ার পর জাহাজগুলোর ট্র্যাকার পুনরায় চালু হলে তাদের পারাপার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও, ডার্ক রুটিংয়ের কারণে ঠিক কত শতাংশ

জাহাজ ওমানি রুট ব্যবহার করেছে বা তাদের সুনির্দিষ্ট পথ কোনটি ছিল, তা বিদ্যমান উপাত্ত থেকে নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন।”

সাধারণ কার্গো ও কেমিক্যালবাহী জাহাজ

শুধু তেল-গ্যাস নয়, শুকনা কার্গো ও কেমিক্যালবাহী জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করলে দেখা যায়, আগস্টের ১ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে মোট ২৩৬টি জাহাজ হরমুজ অতিক্রম করেছে।

এর মধ্যে ৮৩টি জাহাজ (মোট পারাপারের ৩৫ শতাংশ) খোলাখুলিভাবে তেহরানের অনুমোদিত ইরানি রুট ব্যবহার করেছে। মাত্র ৩টি জাহাজ প্রকাশ্যে ওমানি রুট নিয়েছে এবং যুদ্ধের আগের পুরনো কেন্দ্রীয় পথ ব্যবহার করেছে মাত্র ২টি জাহাজ।

তবে বিশাল একটি অংশ, ১৪৮টি জাহাজ (যা মোট পারাপারের ৬০ শতাংশের বেশি বা প্রতি ১০টি জাহাজের ৬টিরও বেশি), কোনও পরিচয় না দিয়ে ডার্ক বা অজানা রুট বেছে নিয়েছে।

পরিসংখ্যানটি তুলে ধরে যে, মোট জাহাজ পারাপারের প্রায় ৩৫ শতাংশ প্রকাশ্যে তেহরানের নিয়ম মেনে তাদের উপকূলীয় পথ নিয়েছে, যেখানে ওয়াশিংটন সমর্থিত ওমানি পথ খোলাখুলি ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি জাহাজ।

কেন ট্র্যাকার বন্ধ রাখছে জাহাজগুলো?

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র, উভয় পক্ষই শুধু হুমকি দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রতিপক্ষের নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে জাহাজগুলোতে সরাসরি বোমাবর্ষণ করেছে। এর ফলে সামরিক বাহিনী যেন ডিজিটাল সনাক্তকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজে নিশানা বানাতে না পারে, সেজন্য জাহাজগুলো নিজেদের ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রাখছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক চ্যাটাম হাউজের পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা কর্মসূচির গবেষক নীল কুইলিয়াম বলেন, “ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রাখলে জাহাজের অবস্থান ও চলাচলের তথ্য গোপন থাকে, যদিও এটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার জন্য উদ্বেগ তৈরি করে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ কিছু জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানি মনে করে যে, এর বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তাজনিত সুবিধা ঝুঁকির চেয়ে অনেক বেশি।”

হামলার ঘটনাগুলো এর ভয়াবহতা স্পষ্ট করে:

গত ৮ অগাস্ট সংযুক্ত আরব আমিরাত অভিযোগ তোলে যে, তাদের আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির (এডিএনওসি) একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান।

তবে এডিএনওসি এক বিবৃতিতে জানায়, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের ১৫টি জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে, যাতে ১ জন কর্মী নিহত ও ২০ জন আহত হন; বিবৃতিতে কোনো পক্ষকেই সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়নি।

অন্যদিকে গত মাসে, ইরানের খার্ক দ্বীপের দিকে যাওয়া একটি তেল ট্যাঙ্কারে বারবার সতর্কবার্তা দেওয়ার পর হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মার্কিন সামরিক বাহিনী।

১১ অগাস্ট মার্কিন সেনাবাহিনী জানায়, ওমান উপসাগরে তাদের অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করায় পানামার পতাকাবাহী ‘ভেলা নোভা’ নামের একটি কার্গো জাহাজে তাদের হেলিকপ্টার থেকে দুটি হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে।

ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রাখার আরেকটি বড় কারণ হল, সমুদ্রের মাঝপথে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে (শিপ-টু-শিপ বা এসটিএস) গোপনে মালামাল স্থানান্তর করা।

জ্বালানি নীতি গবেষক মার্ক আইয়ুব জানান, “সাম্প্রতিক উপাত্ত ও সূত্র অনুযায়ী, সৌদি আরব, ইরাক এবং কুয়েতের মতো কয়েকটি উপসাগরীয় দেশ তাদের জাহাজের ট্র্যাকিং বন্ধ রেখে ওমানি রুট দিয়ে পণ্য পাঠাচ্ছে এবং সমুদ্রের মাঝে শিপ-টু-শিপ ট্রান্সফার করছে।”

সহজ কথায়, যে জাহাজটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা এড়াতে চায়, সেটি ওমানি রুট দিয়ে ট্র্যাকার বন্ধ করে যাত্রা করে। এরপর প্রণালির বাইরে গিয়ে অন্য একটি জাহাজে নিজের পণ্য নামিয়ে দেয়, যা পণ্যটিকে চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যায়। মূল ‘ডার্ক’ জাহাজটি এরপর অলক্ষ্যে নিজের বন্দরে ফিরে আসে।

একইভাবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও নৌ-অবরোধ এড়াতে অনেক ইরানি জাহাজও এই কৌশলে ওমানি রুট ব্যবহার করছে। তারা ওমানে মালামাল নামিয়ে সেটির নথিপত্র এমনভাবে পরিবর্তন করছে, যেন মনে হয় পণ্যটি ওমান থেকেই রফতানি করা হয়েছে; তারপর তা আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে পাঠানো হচ্ছে।

কাকে বেশি ভয় পাচ্ছে শিপিং কোম্পানিগুলো?

প্রণালি পার হওয়া অধিকাংশ জাহাজ ট্র্যাকার বন্ধ রাখায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় যে আসলে কতটি জাহাজ ইরানি বা কতটি ওমানি রুট ব্যবহার করছে। ফলে বর্তমানে সামরিকভাবে প্রণালির ‘প্রকৃত মালিক’ কে, ইরান না যুক্তরাষ্ট্র? তা শতভাগ নিশ্চিত করা কঠিন।

তবে প্রাপ্ত উপাত্ত অন্তত একটি বিষয় পরিষ্কার করে যে, দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক জাহাজগুলো কার নির্দেশ অমান্য করতে বেশি সাহসী এবং কাকে চটানোর ভয় তাদের বেশি।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনীর পাহারা ও মার্কিন অবরোধের পরও, মোট জ্বালানিবাহী জাহাজের পাঁচভাগের একভাগ (২০ শতাংশ) প্রকাশ্যেই ট্রাম্পের নির্দেশ অমান্য করে ইরানি রুট দিয়ে পার হয়েছে। আর সব ধরনের সাধারণ কার্গো হিসাব করলে এই হার দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশে।

এর বিপরীতে, ট্রাম্পের অনুমোদিত ওমানি রুট প্রকাশ্যে ব্যবহার করেছে মাত্র ২টি তেল-গ্যাসের জাহাজ এবং সব মিলিয়ে মাত্র ৪টি বাণিজ্যিক জাহাজ।

বিশ্লেষণের মূল সিদ্ধান্ত হল: ডনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক হুমকির চেয়ে তেহরানকে চটানোর ভয়টাই আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিগুলোর ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে।

ইরান কি হরমুজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৌশলগত এই প্রণালিতে সামুদ্রিক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার মতো শক্তিশালী সক্ষমতা এখনও ইরানের হাতে রয়েছে।

মার্ক আইয়ুব বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরান মোটেই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না।” তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘমেয়াদে এই অবস্থা বিশ্ব তেলের বাজারের জন্য টেকসই হতে পারে না।

নীল কুইলিয়াম মনে করেন, “হরমুজ প্রণালিতে নৌ-চলাচল ব্যাহত করার এবং সামরিক হুমকি বজায় রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা এখনও তেহরানের রয়েছে। তবে বিকল্প লজিস্টিকস ব্যবস্থা, শিপ-টু-শিপ স্থানান্তর এবং আঞ্চলিক সামুদ্রিক সুরক্ষার কারণে প্রণালির ওপর ইরানের একচ্ছত্র প্রভাব কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।”

তিনি আরও বলেন, “যদি মনে হয় যে জাহাজ চলাচলের ওপর তেহরানের প্রভাব কমছে, তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিতে ইরানের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক শক্তিকে কিছুটা দুর্বল করে দিতে পারে।”

কেন হরমুজ প্রণালি এত গুরুত্বপূর্ণ?

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বৈশ্বিক তেল ও এলএনজি সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এই হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রবাহিত হতো। স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গড়ে ১৩০টি জাহাজ এই পথ পার হত, যেখানে ২০২৬ সালের অগাস্টের প্রথম ১৯ দিনে সব মিলিয়ে পার হয়েছে মাত্র ২৩৬টি জাহাজ।

মার্চের শুরুতে ইরান প্রণালিটি অবরুদ্ধ করে এবং কেবল ‘বন্ধুপ্রতীম’ দেশগুলোর জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয়। গত ১৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি ‘সমঝোতা স্মারক’ স্বাক্ষরের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও, বর্তমানে যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের আলোচনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হরমুজের নিয়ন্ত্রণ।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রও হরমুজ প্রণালি ও এর আশেপাশের ইরানি বন্দরগুলোতে নিজস্ব নৌ-অবরোধ বহাল রেখেছে।

এই চরম অচলাবস্থা বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি করেছে এবং তেলের বাজারে আগুন জ্বালিয়েছে। সংঘাত শুরুর আগে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ৬৬ ডলার। যুদ্ধের ধাক্কায় তা একাধিকবার ১০০ ডলার অতিক্রম করে; মার্চে তা সর্বোচ্চ ১১৯ ডলারে পৌঁছায় এবং ২৩ জুলাই আবারও ১০০ ডলার ছাড়ায়।

এপ্রিলে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি ও জুনে দুইদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের পর তেলের দাম কিছুটা কমলেও, সম্প্রতি নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতে থাকায় দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৯২ দশমিক ৯ ডলারে উঠে এসেছে।

ভিয়েতনামের বদলে বাংলাদেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

কেন?’ এরপর মিলল এক অপ্রত্যাশিত সূত্র—‘ইয়েলো পেজেস’-এর একটি কপি। হোটেলে সেটি হাতে নিয়ে আন্দ্রিতি বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান। এরপর তিনি ও তার বাবা বেপজার কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন।

আন্দ্রিতি বলেন, “আমরা বেপজায় গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করি। তাদের ভালো লেগেছিল এবং তারা আমাদের পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলেন। এরপর আমরা ভিয়েতনাম না গিয়ে বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশি।”

সেই অনাকাঙ্ক্ষিত যাত্রাবিরতিই শেষ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় ‘সুপার প্রোটেকটিভ শুজ (প্রাইভেট) লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানটি এখন বছরে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক বুট, নিরাপত্তা জুতা ও অন্যান্য বিশেষায়িত জুতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে।

আদমজী থেকে বৈশ্বিক বাজারে

উৎপাদন শুরুর প্রায় দুই দশক পর এখন সুপার প্রোটেকটিভ শুজ বিশ্বের প্রায় ৬০-৭০টি দেশে পণ্য রপ্তানি করে। এর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেন, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন বাজার।

প্রতিষ্ঠানটি সেফটি, ওয়ার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও সামরিক জুতা তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে বুট, পিইউ পণ্য ও ইনসোল। মোট রপ্তানির প্রায় ১০ শতাংশ সামরিক জুতা। এর বেশির ভাগই যায় ইউক্রেনে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে সুপার প্রোটেকটিভ শুজ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১ হাজার মানুষ কাজ করেন। অর্ডারের ওপর নির্ভর করে কারখানাটিতে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার জোড়া জুতা তৈরি হয়।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আন্দ্রিতি জানান, ইউক্রেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্য; বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাদের কার্যালয় রয়েছে। জার্মানিতেও একটি বড় গুদাম রয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন বাজারে পণ্য সরবরাহ করা হয়।

উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত ও অত্যন্ত হালকা সেফটি জুতা তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি। আগামী দুই বছরের মধ্যে বার্ষিক রপ্তানি ৫০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আন্দ্রিতি বলেন, “আমরা বাংলাদেশে আরও ১০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছি।”

যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের দক্ষতার সমন্বয়

আদমজী কারখানার ভেতরে, একেক জোড়া জুতার সঙ্গে গড়ে উঠছে সেই বৈশ্বিক ব্যবসা।

চলতি সপ্তাহে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের কারখানা পরিদর্শনের সময় দেখতে যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে শ্রমিকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন।

কারখানার এক প্রান্তে জুতার নকশা অনুযায়ী চামড়া কাটা হচ্ছিল। অন্যদিকে শ্রমিকেরা বিভিন্ন অংশ সেলাই, নকশার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, সোল লাগানো ও জুতা তৈরির কাজ করছিলেন। কেউ কেউ আবার কম্পিউটার স্ক্রিনে উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

চামড়া কাটা, সেলাই, সংযোজন, ছাঁচ তৈরি ও ফিনিশিং—এভাবে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে জুতা প্যাকেজিং বিভাগে যায়। পুরো প্রক্রিয়ায় আধুনিক যন্ত্রের পাশাপাশি শ্রমিকদের দক্ষতাও ব্যবহার করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, জুতায় ব্যবহৃত বেশির ভাগ চামড়া আসে ব্রাজিল, ইউক্রেন, ভারত ও তুরস্ক থেকে। কিছু চামড়া আসে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকেও।

উৎপাদন বিভাগে ছিলেন লিজা আক্তার। তিনি জুতার নকশা অনুযায়ী চামড়া কাটার একটি যন্ত্র চালাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, কর্মস্থলে ভালো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং মাসে প্রায় ২৩ হাজার টাকা আয় করেন।

প্যাকেজিং বিভাগে তৈরি জুতা প্যাক করছিলেন নিয়ামত আলী। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা নিয়ামত ২০১৯ সাল থেকে এই কারখানায় কাজ করছেন।

ঘৃণার চাষাবাদ

২৩ পৃষ্ঠার পর

লাইক-কমেন্ট-শেয়ার যুক্ত করার প্রতিযোগিতার উদাহরণ ভূরি ভূরি।
একটা দল আবার আরও এককাঠি সরেস। আপনি কী চিন্তা করবেন, কী বলবেনড়তা যেন তারাই নির্ধারণ করে দেবেঙএই ইস্যুতে কেন কথা বললেন ন্থ বাঙওই ইস্যুতে কেন চুপ থাকলেন্থড়সব যেন তাদের মাথাব্যথা। আর তাদের মতো করে না বললেই চলবে ঘৃণার তির, চরিত্রহননের মহোৎসব। অথচ যাকে যার পছন্দ নয়, তিনি কিন্তু চাইলেই তাঁর ওয়ালে আসা থেকে বা তাকে ফলো করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। তবে প্রযুক্তিকে পুঁজি করে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধানোর মতো সমস্ত শক্তি নিয়ে নিজের ভেতরের দানবকে তুলে ধরে ঘৃণা-বৃক্ষকে মহীরুহ করে তুলতে বিশেষ পারদর্শিতায় পৌঁছে যাচ্ছেন অনেকেই।
ভোগবাদীতার চূড়ান্ত এখন সর্বত্র। সবকিছুকে বিকিয়ে দেওয়ার এই যুগে ভোগবাদীতার উৎসাহিত করার অবারিত সুযোগ আছে। কেনাবেচা চাঙ্গা রাখতে সেই সুযোগের ব্যবহার চলে সমানতালে। এই চক্করে মাঝখান দিয়ে মানুষের না-পাওয়ার তালিকা লম্বা হয়ে ওঠে। না-পাওয়া থেকে তৈরি হয় ক্ষোভ আর সেখান থেকেই ঘৃণা ছড়ানোর এই চূড়ান্ত মহোৎসব। যা ইচ্ছে বলার, যা ইচ্ছে লেখার যে স্বাধীনতা প্রযুক্তির কারণে তৈরি হয়েছে, তাকে ভালোবাসায় না বদলে ঘৃণায় বদলানোর চর্চায় যিনি ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, যাদের জন্য ছড়াচ্ছেনড়সবার মানসপটেই যুক্ত হচ্ছে অস্থিরতা। ঘৃণার বিষে মনুষ্যত্ব নেমে যাচ্ছে তলানিতে।
রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই ঘৃণার জগতে বিচরণ শুরু হয় বেশিরভাগ মানুষের। বিষাক্ত বাতাস থেকে যেভাবে মানুষ নিশ্বাসে বিষ নেয়, তেমনি করে ঘৃণা ছড়িয়ে থাকা চারপাশ থেকেও বিষ নেয়। যে বিষ জমা হয় মনে, মননে, সম্পর্কে, মানবিকতায়, বেঁচে থাকায়।
নিজের ভেতরের কালিমা কোথাও ঢেলে দেওয়ার আগে একটিবার কি ভেবে দেখা যায়ড়কেন ঘৃণা করি, ঘৃণা ছড়িয়ে কী পাচ্ছি?
মহাদেব সাহার কয়েকটি লাইন ঘৃণা ছড়ানো চারপাশের উদ্দেশ্যেড়
ঙযারা চাও আমাদের মাঝখানে বয়ে যাক শুধু হিমঝড়-
তোমাদের সকলের ঘৃণার বদলে আর উপেক্ষার বিনিময়ে আমি
হে মানুষ, ব্যথিত-ব্যাকুল এই ভালোবাসা আর দুই চোখভরা
এই আলুথালু অশ্রুজল ছাড়া কিছুই আনিনি;
হে মানুষ, দুর্পিত মানুষ, তোমাদের কুৎসা আর ঘৃণার বদলে
আমি সহিষ্ণু বৃক্ষের মতো দেখো বুক চিরে এখনো ফোটাই ফুল,
আজো আরক্তিম ভালোবাসা তোমাদেরই সমর্পণ করি
তোমাদের ঘৃণার উত্তরে বলি প্রিয়, হাত জোড় করে চাই ক্ষমা৶

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ওপর সর্বোচ্চ মাত্রার অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে বড় ধরনের সামরিক সংঘাত আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসবে বলে মনে করেন বেসেন্ট।

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করার কারণে চীনকেও যুক্তরাষ্ট্রের নিশানায় আনা হতে পারে কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে বেসেন্ট বলেন, এ ধরনের অনেক আলোচনা প্রকাশ্যে নয়, ব্যক্তিগতভাবে করাই ভালো।

তিনি বলেন,“মনে রাখতে হবে, চীনের জ্বালানির প্রায় ৫০ শতাংশ আসে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। তাই এই উদ্যোগে সহযোগিতা করা চীনের জন্যও বড় সুবিধা হবে” বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইরান থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া তেলের ৮০ শতাংশের বেশি কেনে চীন। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনের বিরুদ্ধেও আরও কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেয়, তাহলে পাল্টা পদক্ষেপের ঝুঁকি রয়েছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। গুরুত্বপূর্ণ বিরল খনিজসহ বিভিন্ন পণ্যও চীন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে প্রায় ৫০ বছর ধরে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে ইরান। তারপরও দেশটি এসব নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করে টিকে আছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি অবশ্য ট্রাম্পের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তার দাবি, ইরানের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর মাধ্যমে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করছেন। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ ও বাড়তে থাকা সুদের হার।

ইরানের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার যেসব দেশ

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপরও চাপ বাড়তে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, ইরাক, ওমান, পাকিস্তান, ভারত, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান ইরানের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার।

চীন

ইরানের সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীন। ইরান থেকে তেল কেনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞার চাপ চীনের ওপরও পড়তে পারে।

গত এক দশকে চীন এমন একটি পরিশোধনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে মূলত ইরানের তেল পরিশোধন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগও খুব সীমিত। পরিশোধনাগার ও ব্যবসায়ীদের তথ্য অনুযায়ী, ইরানের তেল দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়া ও সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়ার তেল হিসেবে চীনে পাঠানো হচ্ছে। এসব তেলের লেনদেন চীনা মুদ্রায় হয় এবং একাধিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় এগুলোর গতিপথ শনাক্ত করা কঠিন। এপ্রিলে ইরানের তেল কেনার অভিযোগে চীনের একটি স্বাধীন তেল পরিশোধনাগারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের তেল বাণিজ্যে সহযোগিতা করলে চীনা ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় ওয়াশিংটন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন,“নিষেধাজ্ঞা ও চাপ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে দায়িত্বশীলভাবে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে” ইরান থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া তেলের ৮০ শতাংশের বেশি চীনে যায়। কেপলারের হিসাবে, ২০২৫ সালে চীন প্রতিদিন গড়ে ১৩ লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল ইরানি তেল কিনেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিশেষ করে দুবাইয়ের ব্যাংকগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল অর্থ জমা রয়েছে। তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে এর বড় অংশ এখন আটকে আছে। ২০২৪ সালে ইরানের মোট আমদানির ৩০ শতাংশ এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। এর মূল্য ছিল ২১ বিলিয়ন ডলার। একই বছরে ইরানের মোট রপ্তানির ১৩ শতাংশের গন্তব্য ছিল আমিরাত।

আমিরাতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দুই দেশের অ-তেল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। এর বড় অংশই ছিল পুনঃরপ্তানি। তবে চলতি সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে সব ধরনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছে আমিরাত। তেহরানের সামরিক উত্তেজনা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকির কথা উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তুরস্ক

তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। তুরস্ক ইরান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে এবং দেশটিতে বিভিন্ন শিল্পপণ্য রপ্তানি করে। দুই দেশের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে তুরস্কের ইরানে রপ্তানি প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। তুরস্ক তার প্রয়োজনীয় প্রায় সব প্রাকৃতিক গ্যাসই আমদানি করে। এর মধ্যে ইরান থেকে আসে মোট গ্যাস আমদানির প্রায় ১৩ শতাংশ। ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য কমানোর বিষয়ে তুরস্ক এখনো কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

ইরাক

২০২৫ সালে ইরাক ও ইরানের বাণিজ্যের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল। ইরান থেকে খাদ্য, ভোগ্যপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানিই এই বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। তবে যুদ্ধ শুরুর পর ২০২৬ সালে দুই দেশের বাণিজ্য কমেছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ায় সীমান্তপথে পণ্য পরিবহনে মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটছে। পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। ইরাকি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মোহাম্মদ করিম বলেন, এসব কারণে সীমান্তপথে বাণিজ্যের পরিমাণ ও নির্ভরযোগ্যতা কমেছে। তবে ইরান ও ইরাক এখনো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জ্বালানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইরাক প্রতি বছর ইরানকে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার দেয়। এই গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ইরাকের কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞা দিলে ইরানকে জ্বালানির অর্থ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। একই সঙ্গে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ার ঝুঁকিও তৈরি হবে।

ওমান

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবেরও আগে থেকে ইরানের সঙ্গে ওমানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলোচনায় ওমান প্রায়ই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের বাণিজ্যও বেড়েছে। ওমানের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুই দেশের পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে তা ছিল ৩৪৫ মিলিয়ন ডলার।

পাকিস্তান

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য বা সহযোগিতাকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা নিলে পাকিস্তানও বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। পাকিস্তান ও ইরান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইরানের ওপর আগের নিষেধাজ্ঞার সময় দুই দেশের আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই দেশের রপ্তানি-আমদানির পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে বেসরকারি হিসাব রয়েছে। জুনে ইসলামাবাদে অন্তর্বর্তী চুক্তি সই হওয়ার পর দুই দেশ বাণিজ্য সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। বহু বছর ধরে অনানুষ্ঠানিক পথে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে তেল, গম, চাল, গবাদিপশু ও ওষুধের বাণিজ্য হয়ে আসছে।

ভারত

২০২০ সালে ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কঠোর হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে দেশটির বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্য আগের বছরের ১৭ বিলিয়ন ডলার থেকে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি কমে প্রায় ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। এরপরও বাণিজ্য কমতে থাকে। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্য ছিল ১ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার। এর বড় অংশই ভারতের রপ্তানি। ভারত মূলত ইরানে শস্য, চা, কফি ও মসলা রপ্তানি করে। নয়াদিল্লির কর্মকর্তারা আগে বলে আসছেন, মানবিক কারণে এসব রপ্তানি অব্যাহত রাখা উচিত এবং এগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া উচিত নয়।

আর্মেনিয়া

২০২৫ সালে আর্মেনিয়ার মোট বাণিজ্যের ৩ দশমিক ৬ শতাংশ বা ৭৬৮ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ছিল ইরানের সঙ্গে। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে দুই দেশের বাণিজ্য ৩৭১ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এটি ৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। এই সময়ে আর্মেনিয়ার রপ্তানি ছিল ৪২ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার, যা ৬ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে আমদানি বেড়ে হয়েছে ৩৩৬ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার, যা ১২ শতাংশ বেশি। আর্মেনিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ ইরানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। দুই দেশের মধ্যে“গ্যাসের বিনিময়ে বিদ্যুৎ” চুক্তিও রয়েছে। এই চুক্তির আওতায় আর্মেনিয়া ইরান থেকে গ্যাস নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এরপর সেই বিদ্যুতের একটি অংশ ইরানে পাঠানো হয় এবং বাকিটা আর্মেনিয়ায় ব্যবহার করা হয়।

আজারবাইজান

২০২৬ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে আজারবাইজান ও ইরানের বাণিজ্য আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ৩১২ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৯৯ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার। এই সময়ে ইরান থেকে আজারবাইজানের আমদানি ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ২৯৭ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে তা ছিল ২৯২ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, আজারবাইজানের ইরানে রপ্তানি ২ দশমিক ৪ গুণ বেড়ে ১৫ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। আজারবাইজানের মোট আমদানিতে ইরানের অংশও বেড়েছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে তা ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ হয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার কাছে ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। দক্ষিণ কোরিয়র দীর্ঘদিনের নীতি হলো কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনও বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া নিজে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনও তারা মেনে নেবে না। এর পরিবর্তে দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিরাপত্তা বলয়ের ওপর নির্ভর করবে। এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু করার চেষ্টা করছেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব মহড়াকে উত্তর কোরিয়ার প্রতি“শত্রুতামূলক” বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়া এই পদক্ষেপকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। কিম জং উনের প্রভাবশালী বোন কিম ইয়ো জং বলেছেন, মহড়ার সময় কমানো হলেও এগুলো এখনো উসকানিমূলক ও আগ্রাসী। তিনি এটিকে উত্তর কোরিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অর্থবহ সদিচ্ছার ইঙ্গিত হিসেবেও দেখতে রাজি নন।

তবে কিম ইয়ো জং বলেছেন, ট্রাম্প ও কিমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক“চমৎকার”। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও জানিয়েছেন, তিনি চলতি বছরের শেষের দিকে কিমের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। এর মাধ্যমে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ঐতিহাসিক শীর্ষ বৈঠকের পর থেমে যাওয়া কূটনৈতিক যোগাযোগ আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে ট্রাম্প ও কিমের মধ্যে কয়েকটি নজিরবিহীন বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হবে কি নাড়এ নিয়ে মতবিরোধের কারণে সেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়।- আল আরাবিয়া ইংলিশ থেকে

ক্লান্ত, মানসিক সমস্যায় ভোগা

৬ পৃষ্ঠার পর

বাহরাইনের মানামায় অবস্থিত একটি নৌঘাঁটি ধ্বংস করার পর এসব সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ওই ঘাঁটিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি সরবরাহকেন্দ্র। গত বছরের ২১ নভেম্বর সান দিয়েগো থেকে যাত্রা শুরু করেছিল রণতরী আব্রাহাম লিংকন। এরপর ২৭২ দিনের পুরো সময়ই জাহাজটি সমুদ্রে ছিল। শুধু ডিসেম্বর মাসে গুয়ামে এবং পরে সরবরাহ নেওয়ার জন্য ওমানে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য থেমেছিল জাহাজটি।

জাহাজটিতে থাকা হাজার হাজার নৌ বাহিনীর সদস্য বিশ্রামের জন্য কোনো ছুটির দিন পাননি। এখন তাদের প্রায় ১৩ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরতে হবে। এই যাত্রায় চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা জাহাজটিতে মৌলিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি, পানিদূষণ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সমস্যা এবং নৌ বাহিনীর সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে অ্যাডমিরাল কুপার তার মতামতধর্মী নিবন্ধে এসব সমস্যার অনেকগুলোকে“পুরোনো খবর” বলে অভিহিত করেছেন।

১৬ আগস্ট রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মধ্যপ্রাচ্য ও আশপাশের অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী সেন্ট্রাল কমান্ড আব্রাহাম লিংকনের উদ্দেশে“অনুকূল বাতাস ও অনুসরণকারী সমুদ্র” কামনা করেছে ড়্যা পালতোলা যুগের একটি ঐতিহ্যবাহী নৌ বিদায় সম্ভাষণ। ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার দেওয়া আরেকটি বার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ জর্জ ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছে এবং ১৮ আগস্ট বুধবার থেকে সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনে কার্যক্রম শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী পারস্য উপসাগরের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ২০টি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইউএসএস জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশ এবং জর্জ ওয়াশিংটনকে কেন্দ্র করে দুটি ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ, একটি মেরিন এক্সপেডিশনারি ইউনিট বহনকারী উভচর রেডি গ্রুপ, এবং একাধিক ডেস্ট্রয়ার বা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধজাহাজ।

এসব বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পুনরায় আরোপ করা ইরানের বন্দর অবরোধ কার্যকর করছে। এই অবরোধ প্রতিবেদনের সময় ৩৮তম দিনে প্রবেশ করেছে।- নিউইয়র্ক টাইমস থেকে

স্টেলথ অপারেশন’ চালিয়ে হরমুজ

৬ পৃষ্ঠার পর

করা খালি ট্যাঙ্কারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে।

প্রতি রাতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জাহাজগুলোকে একটি বড় লাইনে সাজিয়ে প্রথমে উপসাগর থেকে বের করা হয় এবং অন্য আরেকটি সময়ে খালি জাহাজগুলোকে প্রবেশ করানো হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জাহাজগুলো ওমানের দক্ষিণ চ্যানেল দিয়ে যাতায়াত করে। জাহাজগুলোকে ইরানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনের হামলা থেকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর ফাইটার জেট সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের সাম্প্রতিক দুই সপ্তাহের একটি সামরিক অভিযানের কারণে এই করিডোরটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। ওই অভিযানে ইরানের রাডার ও সামুদ্রিক নজরদারি ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

এর ফলে প্রণালির দক্ষিণ চ্যানেলে জাহাজ চলাচলের ওপর ইরানের নজরদারি ক্ষমতা অনেকটাই কমে গেছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ইরান এখন মূলত “অন্ধ” হয়ে পড়েছে। কোনো নির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় তারা কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে জাহাজ চলাচলের সম্ভাব্য অভিমুখে ড্রোন ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে।

ইরানের কিছু আক্রমণ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলেও বেশিরভাগই মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রতিহত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, চলতি সপ্তাহের শুরুতে মার্কিন বাহিনী ইরানের আটটি ড্রোন এবং দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত দুই সপ্তাহে প্রতি রাতে ১৫ থেকে ২০টি তেলের ট্যাঙ্কার হরমুজ প্রণালির দক্ষিণ চ্যানেল দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার ফলে তেল রপ্তানি সচল রয়েছে। বর্তমানে দৈনিক গড় তেল রপ্তানি বেড়ে ১০ মিলিয়ন ব্যারেলে পৌঁছেছে। এমনকি গত কয়েক সপ্তাহের কিছু রাতে তেল সরবরাহের পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন ব্যারেলেও পৌঁছেছিল।

এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯ আগস্ট বুধবার অ্যাক্সিওস-কে বলেন,“হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তেল বের হচ্ছে”

তিনি জানান, এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের কোনো আলোচনা চলছে না। ট্রাম্প বলেন,“তারা সময় নষ্ট করছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করা সময়ের অপচয়”

তিনি আরও বলেন, ইরানিদের মধ্যে এখনো কিছুটা প্রতিরোধের শক্তি থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশটি আগের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ‘টাইগার টাউন’: ২০

১৬ পৃষ্ঠার পর

কাছেই পত্রিকার স্ট্যান্ডে চোখ যেতেই দেখি মূলধারার সংবাদমাধ্যমে রীতিমতো আলোড়ন। সাধারণত অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে এত চর্চা দেখা যায় না। কিন্তু ডারউইনে ৯ উইকেটের ঐতিহাসিক জয়ের পর চোখ ফিরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড খেলার পাতায় বড় অক্ষরে শিরোনাম করেছেড় ‘টাইগার টাউন’। ডেইলি টেলিগ্রাফের স্পষ্ট মূল্যায়নড়ডারউইনে ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

পত্রিকার পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল ঠিক ২০ বছর আগের স্মৃতি। ২০০৬ সালের এপ্রিলে ফতুল্লা টেস্টে বাংলাদেশ যখন পরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তখন এই ডেইলি টেলিগ্রাফই শেষ পাতায় বড় করে লিখেছিল ‘প্যাথেটিক’ড়অর্থাৎ করুণ; সঙ্গে উপশিরোনামে লেখা ছিল,‘ আবারও বাংলাদেশের কাছে লজ্জায় ডুবল অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটাররা’, ‘লজ্জার স্কোরবোর্ড’ ‘ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ার মহাবিপর্যয়’ড়এমন সব কথা।

পত্রিকার ওই পাতাটি একটি গৌরবের অংশ হিসেবে এখনো আমার কাছে আছে। যদিও সেবার শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া কোনোমতে ৩ উইকেটে ম্যাচ বের করে নেয়। সেদিন সিডনির এক পানশালায় (যেখানে স্থানীয় লোকজন খেলা দেখার জন্য ভিড় জমান) বসে বড় পর্দায় ম্যাচ দেখেছিলাম।

অস্ট্রেলীয় সমর্থকদের বুক ধড়ফড় অবস্থা দেখে দ্রুত কাগজে লিখে প্রথম আলোর ঠিকানায় ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম। পরদিন তা ছাপা হয়েছিল ‘কাউসার খান, প্রথম আলোর পাঠক’ পরিচয়ে। আর আজ দুই দশক পর সেই সিডনি থেকেই প্রতিনিধির চোখে দেখছি, সময়ের ব্যবধানে শক্তি আর সম্মানের সমীকরণ কীভাবে পুরো বদলে গেছে।

অস্ট্রেলীয় গণমাধ্যম এটিকে নিছক ‘অঘটন’ বলে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু ডারউইনের চার দিনের খেলা যাঁরা সরাসরি দেখেছেন, তাঁরা ভালো করেই জানেন, অস্ট্রেলিয়া জিতলেই বরং তা অঘটন হতো। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েও প্যাট কামিন্সের দল প্রথম ইনিংসে আটকে যায় মাত্র ১৯৮ রানে; প্রথম দিনেই হাসান মাহমুদ তুলে নেন ৬ উইকেট।

জবাবে তানজিদ হাসানের অভিষেক শতক আর মেহেদী হাসান মিরাজের লড়াকু অর্ধশতকে বাংলাদেশ তোলে ৪২৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যামেরন গ্রিনের শতক সত্ত্বেও মিরাজের ঘূর্ণিতে (৫/৬৬) অস্ট্রেলিয়া থামে ২৮৪ রানে। পুরো ম্যাচে হাসান মাহমুদ একাই শিকার করেন ৯ উইকেট। মাত্র ৫৭ রানের সহজ লক্ষ্য বাংলাদেশ ছুঁয়ে ফেলে ১ উইকেট হারিয়েই। প্রস্তুতি ম্যাচে ৫৪ রানে অলআউট হওয়া দলটির এমন রাজকীয় প্রত্যাবর্তন সবাইকে বিস্মিত করেছে, তা-ও দলের মূল পেসার নাহিদ রানাকে বিশ্রামে রেখে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটিই বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়, আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সব মিলিয়ে দ্বিতীয়। দেশটির প্রায় দেড় শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ঘরের মাঠে এটি অন্যতম বিপর্যয়। খোদ অধিনায়ক কামিন্স ব্যাটিং লাইনআপ পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং তুলেছেন দল ঢেলে সাজানোর দাবি।

ম্যাকাইয়ে পরবর্তী টেস্ট শুরুর আগে চাপে এখন অজিরাই। নাজমুল হোসেন শান্তর এই বাংলাদেশ এখন আর শুধু স্পিননির্ভর কোনো দল নয়; বিদেশের ঘাসের উইকেটেও গতি আর আগ্রাসনে রাজত্ব করার মতো পরিণত এক দল।

ঐতিহাসিক এই জয়ে সিডনির প্রবাসী কমিউনিটিতে এখন বাঁধভাঙা আনন্দ। ব্যাংকসটাউন থেকে লাকেম্বাড়সব আড্ডাতেই কেবল ক্রিকেট। লাকেম্বার রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী তারেক রহমান বললেন, ‘সকালে দোকানে আসতেই শ্বেতাঙ্গ কাস্টমাররা নিজে থেকে ম্যাচের প্রসঙ্গ তুলল।

পঁচিশ বছর এ দেশে আছি, ক্রিকেট নিয়ে মাথা উঁচু করার এমন সকাল এর আগে আসেনি।’ ব্যাংকসটাউনের সফটওয়্যার প্রকৌশলী শফিক আহমেদ যোগ করলেন, ‘অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাটিতে এভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া নিছক একটা জয় নয়; প্রবাসে আমাদের সামাজিক আত্মমর্যাদাকে এটা বহুদূর এগিয়ে দিল।’

ডারউইনের এই মাঠের উত্তাপ সিডনি হয়ে এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। টেস্টের লাল বলে এই দাপুটে জয় বিশ্ব ক্রিকেটে বার্তা দিয়ে গেল একটাইড়বাংলাদেশ এখন আর বিদেশের মাটিতে সাদামাটা কোনো অতিথি দল নয়; চোখে চোখ রেখে যেকোনো পরাশক্তিকে শাসন করার শক্তি নিয়েই মাঠে নামে।

কাউসার খান প্রথম আলোর সিডনি প্রতিনিধি ও অভিবাসন আইনজীবী

অরুণাচলে ভারতের ভূখণ্ড দখল

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেশ দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ১৯৬২ সালে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ নয়াদিল্লি ও বেইজিংড়উভয়কেই লক্ষ্যবস্তু করেছে।

এ ছাড়া আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ভারত সফরের সম্ভাবনার কয়েক সপ্তাহ আগে এই ঘটনা সামনে এলো।

চীনের সঙ্গে ভারতের ৩ হাজার ৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্ত ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তজুড়ে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশের মতো অঞ্চল দিয়ে বিস্তৃত।

সীমান্তের বড় একটি অংশই বিতর্কিত।

এমনকি তথাকথিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা কোথায়ড়তা নিয়েও ভারত ও চীনের মধ্যে মতৈক্য নেই। এই রেখাটিকে দুই দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডের মধ্যে ধারণাগত বিভাজনরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে চীনের কথিত ভূখণ্ড দখল নিয়ে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো।

অনুসন্ধানী দল কী পেয়েছে?

চীনের কথিত ভূখণ্ড দখলের বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর অরুণাচল প্রদেশের পিপলস পার্টি অব অরুণাচল চার সদস্যের একটি অনুসন্ধানী দলকে ওই প্রত্যন্ত এলাকায় পাঠায় বলে দলটির সহসভাপতি কালিং জেরাং আল জাজিরাকে জানিয়েছেন।

পিপলস পার্টি অব অরুণাচল ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক জোট নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের অংশ।

অরুণাচল প্রদেশেও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে।

ওই এলাকা পরিদর্শনের পর অনুসন্ধানী দলটি জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের তাসিং এলাকায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী টহল দিতে পারে না।

এই সময়ে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা, বর্ষার আগের ও বর্ষাকালের প্রবল বৃষ্টিপাত এবং এর ফলে সৃষ্ট ভূমিধস পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তোলে।

অন্যদিকে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়জুড়ে সীমান্ত এলাকায় চীনা বাহিনীওসক্রিয় থাকেৰ।

এর ফলে সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বজায় রাখতে ভারতীয় পক্ষের অবকাঠামো কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জেরাংয়ের প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা অনুসন্ধানী দলকে জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষের পর ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের একটি টহল পয়েন্ট শেরা-৫ ছেড়ে দেয়।

জেরাং আল জাজিরাকে আরও বলেন, পূর্বপুরুষদের সময় থেকে ব্যবহার করে আসা শিকারের জমি হারানোর ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ।

ওমাঠপর্যায়ের এসব অনুপ্রবেশের ঘটনা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেইৰ তিনি বলেন।

তিনি বলেনওএসব ভূখণ্ড দখল নতুন বা হঠাৎ করে ঘটেনি; বরং বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে এর বিস্তার ঘটেছেৰ

তিনি আরও বলেনওকেন্দ্র ও রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারগুলো সীমান্ত এলাকার মানুষের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছেৰ

গত মাসে স্থানীয় একটি উপজাতীয় সংগঠন নাহ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে একটি চিঠি দেয়।

চিঠিতে সংগঠনটি জানায়, চীনের ভূখণ্ড দখলওবহুগুণ বেড়েছে এবং যতটা সম্ভব বেশি জমি দখলের উদ্দেশ্যেইৰ তা করা হচ্ছে।

ভারত ও চীন যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

ভারতীয় সেনাবাহিনী বলেছে, চীনা বাহিনীর কথিত ভূখণ্ড দখল নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো ওভুল এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনৰ।

তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব অভিযোগ নাকচ করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, নয়াদিল্লিওসবসময় চীনা পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় জোর দিয়ে এসেছে যে, সীমান্তসংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি এবং এসব এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরিৰ।

তিনি আরও বলেনওআমরা এটিও বলেছি যে, সীমান্ত পরিস্থিতি আমাদের বৃহত্তর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলবেৰ

নয়াদিল্লির মতো বেইজিংও সতর্কতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। নতুন করে সীমান্তে কোনো উত্তেজনার বিষয়টি তারা স্বীকারও করেনি, আবার অস্বীকারও করেনি।

বেইজিংয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেনওএই মুহূর্তে চীন-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীলৰ

তিনি আরও জানান, গত সপ্তাহে দুই দেশ চীন-ভারত সীমান্তবিষয়ক ৩৬তম বৈঠক করেছে।

গুও বলেন,ওদুই পক্ষ কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা যৌথভাবে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছেৰ

ভারত ও চীনের মধ্যে কি সীমান্ত বিরোধ রয়েছে?

হ্যাঁ, রয়েছে। আর এই বিরোধই দুই দেশের বৃহত্তর মতপার্থক্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ সীমান্ত বিরোধের মতো এই বিরোধের পেছনেও ব্রিটিশদের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে।

১৯১৪ সালে ব্রিটিশ ভারত ও তিব্বতড়যা সে সময় চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল নাড়সিমলা কনভেনশন নামে পরিচিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ওই চুক্তিতে ম্যাকমোহন রেখা নামে পরিচিত একটি সীমারেখার মাধ্যমে তাদের সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হেনরি ম্যাকমোহন ওই চুক্তির প্রধান আলোচক ছিলেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ম্যাকমোহন রেখাকেই চীনের সঙ্গে নিজের সীমান্ত হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে আসা চীন এই রেখাকে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত হিসেবে স্বীকার করে না। বেইজিংয়ের যুক্তি হলো, সিমলা কনভেনশনের আলোচনায় চীন অংশ নেয়নি।

চীন পুরো অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে এবং অঞ্চলটিকেওদক্ষিণ তিব্বতৰ বাওজাংনানৰ নামে অভিহিত করে।

এ ছাড়া ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বলে দাবি করা বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চলের একটি অংশ আকসাই চিনও চীনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

১৯৬২ সালে ভারত ও চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাকেড়যার উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেওয়াড়তাদের বৃহত্তর সীমান্ত বিরোধের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কার্যত সীমান্ত হিসেবে বিবেচনা করতে সম্মত হয়।

কিন্তু দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা অধ্যয়নবিষয়ক অধ্যাপক বি আর দীপক বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাটি আসলে কোথায়ড়সে বিষয়েও দুই দেশ এখনো একমত হতে পারেনি।

তিনি বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা কোথায় অবস্থিত, তা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় দুই দেশের দাবির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এর ফলে উভয় পক্ষের টহলদল এমন এলাকায় প্রবেশ করতে পারে, যেগুলো অন্য পক্ষ নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে পার্বত্য লাদাখে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক এলাকায় নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে মুখোমুখি অবস্থান ও উত্তেজনা চলছে।

২০২০ সালের জুনে ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে হাতাহাতির পর্যায়ের সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন ভারতীয় ও চারজন চীনা সেনা নিহত হন।

সীমান্তের পূর্বাঞ্চলীয় অংশেও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্যে ভারতের সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ রয়েছে। সিকিমের নাকু লা এলাকায় ২০২০ সালের মে মাসে ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরপর ২০২১ সালের জানুয়ারিতেও সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার মধ্যাঞ্চলেও চীন ও ভারতের মধ্যে ছোটখাটো সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরাখণ্ডের বারাহোতি এবং হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা অঞ্চল।

আর চীন, ভারত ও ভুটানের ত্রিদেশীয় সীমান্তে অবস্থিত মালভূমি ডোকলামে ২০১৭ সালে বেইজিং সামরিক সড়ক দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণের জন্য ভারী সড়ক নির্মাণের সরঞ্জাম নিয়ে আসে।

এর ফলে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে চীনা বাহিনীর ৭৩ দিনব্যাপী উত্তেজনাপূর্ণ সামরিক অচলাবস্থা তৈরি হয়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপক বলেন,ওএসব সমস্যা একটির পর একটি বড় আকার ধারণ করার সম্ভাবনা সবসময়ই রয়েছেৰ

তিনি বলেন,ওএকটি ছোট অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ব্যাপক উত্তেজনায় রূপ নিতে পারে। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, যেমন ২০২০ সালের জুনে গালওয়ানে ঘটেছিলৰ

ব্রাসেলসভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংকট গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক প্রবীণ দোন্থি বলেন, ট্রাম্পের শুল্ক ভারত ও চীনকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করতে বাধ্য করলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোর সীমান্ত উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে তারা এখনোওসতর্কভাবে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনেরৰ পর্যায়ে রয়েছে।

দোন্থি আল জাজিরাকে বলেনওচীন সীমান্ত বিরোধকে চাপ প্রয়োগের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং পরস্পরবিরোধী সংকেত পাঠায়, যেমনটি তারা অতীতেও করেছে। এর ফলে ভারতকে বুঝে নিতে হয়, স্থানীয় সামরিক কমান্ডাররা নিজেদের সিদ্ধান্তে কাজ করছেন, নাকি সামরিক নেতৃত্বের নির্দেশেৰ

সীমান্ত সম্পর্ক এখনো উত্তেজনাপূর্ণ থাকলেও গত এক দশকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বেইজিংয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দুই দেশের পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫১ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এক দশকেরও কম সময়ে তা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এই বাণিজ্যের সিংহভাগই ভারতের চীন থেকে আমদানিনির্ভর। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চীন থেকে ভারতের আমদানির পরিমাণ ছিল ৬১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অন্যদিকে, একই সময়ে ভারতের চীনে রপ্তানি ১০ দশমিক ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে প্রথম স্তরের এমন একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যারা চীনের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক এড়িয়ে যেতে সহায়তা করার জন্য একটিওগোপন পুনঃরপ্তানি নেটওয়ার্কেরৰ অংশ বলে তারা অভিযোগ করেছে।

মুম্বাইয়ের সোমাইয়া বিদ্যাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সাহেলি চট্টরাজ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি বলেন, সীমান্ত বিরোধের মুখেও কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতিড়এই দ্বৈত অবস্থাই চীন-ভারত সম্পর্কের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি আল জাজিরাকে বলেন,ওমৌলিক কৌশলগত বিরোধের সমাধান না করেও অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়তে পারে। সীমান্ত কেবল দুই দেশের মধ্যকার একটি বিরক্তিকর বিষয় নয়ৰ

তিনি আরও বলেনওচীন-ভারত সম্পর্ককে প্রকৃত স্বাভাবিকীকরণের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করাই সবচেয়ে যথাযথৰ

তিনি বলেনওবিতর্কিত সীমান্ত এলাকায় শক্তির ভারসাম্যে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখার এবং ভারতকে মনে করিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে চীনের আচরণকে দেখা যেতে পারেড়দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হলেও এর ফলে বিদ্যমান কৌশলগত ভারসাম্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে নাৰ

দোন্থিও তার সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক সমীকরণে ওভারত ও চীন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে বাধ্য। অমীমাংসিত সীমান্ত বিরোধ দুই দেশের সম্পর্ককে ততদিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে, যতদিন না এর সমাধান হয়ৰ

বাংলাদেশ সব বিভাগে দারুণ

১৬ পৃষ্ঠার পর

হাত থেকে ফসকে গেছে। আমার মনে হয়েছিল, আমাদের প্রস্তুতি একদম ঠিকঠাক ছিল, কোনো অজুহাত নেই। তারা ভালো খেলেছে। আমাদের আরও বেশি সময় ব্যাট করার উপায় খুঁজে বের করতে হতো, এরপর বল হাতেও আমরা যথেষ্ট চাপ তৈরি করতে পারিনি।

দলের ব্যাটিং নিয়ে পর্যালোচনায় কামিন্স আরও বলেন, এ ধরনের প্রতিটি ম্যাচেই আপনি ম্যাচআপের দিকে তাকান। আমরা মাত্রই ম্যাচ শেষ করেছি, তাই এ নিয়ে আমরা ভাবব। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি বেশ ভালোভাবেই। বাংলাদেশের পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংড়তিন বিভাগেই তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল বলে স্বীকার করেছেন স্বাগতিক দলের অধিনায়ক। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সব দিক থেকেই আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে। তারা ধৈর্যশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল।

ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অন্যায্যভাবে

৬ পৃষ্ঠার পর

ডলারেরও বেশি আয় করেছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার দুই মাসের মাথায়, অর্থাৎ ২০২৫ সালের মার্চে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ব্র্যান্ডের ক্রিপ্টো কয়েন নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে সেটিকে সবার চেয়ে সেরা বলে অভিহিত করেছিলেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী অন্তত ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারের এভাবে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করা অন্যায্য বা সঠিক নয়। পক্ষান্তরে ৩২ শতাংশ একে উপযুক্ত বা সঠিক মনে করেন এবং বাকিরা কোনো মন্তব্য করেননি। রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে প্রায় তিন জন এই লেনদেনকে অন্যায্য বললেও, বাকি ৭ জন একে সমর্থন জানিয়েছেন।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনকে (যা আগামী দুই বছর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে তা নির্ধারণ করবে) সামনে রেখে ডেমোক্র্যাটরা নিয়মিতভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরছেন। অন্যদিকে, পাল্টা পদক্ষেপ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ডেমোক্র্যাট-শাসিত স্টেটগুলোতে দুর্নীতির তদন্ত চালানোর অঙ্গীকার করেছে।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে পারিবারিক ব্যবসায় তাঁর কোনো দৈনন্দিন ভূমিকা নেই এবং তাঁর যাবতীয় বিনিয়োগ স্বাধীন ট্রাস্টি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার সময় ক্রিপ্টোকারেন্সির কঠোর সমালোচনা করলেওড়দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো-বান্ধব নীতি গ্রহণ করেছেন।

এদিকে হোয়াইট হাউস যেকোনো ধরণের দুর্নীতির অভিযোগ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি এক বিবৃতিতে জানান, এখানে স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) নেই। প্রেসিডেন্ট কেবল আমেরিকান জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থেই কাজ করছেন। এমনটি আগে কখনো দেখা যায়নি

হোয়াইট হাউসের এই ব্যাখ্যার পরও প্রেসিডেন্সিয়াল এথিক্স বা প্রেসিডেন্টের নৈতিকতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও ব্যবসার এই অভূতপূর্ব একত্রীকরণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলের শীর্ষ এথিক্স আইনজীবী রিচার্ড পেইন্টার বলেন, আমরা অতীতে কখনোই এমন কিছু দেখিনি। এমনকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের প্রশাসনেওড়এত জটিল ও বিশাল ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের উপস্থিতি ছিল না, যা তাঁর এই দ্বিতীয় মেয়াদে দেখা যাচ্ছে।চ

রয়টার্স/ইপসোসের জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৬৯ শতাংশ আমেরিকানড়যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ স্বতন্ত্র ভোটার এবং ১০ জনের মধ্যে ৯ জন ডেমোক্র্যাট সমর্থকড়মনে করেন ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্বার্থ তাঁর রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলছে।

তবে অন্যান্য সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্টদের তুলনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে দুর্নীতি বেড়েছে কি না, সে বিষয়ে আমেরিকানরা বিভক্ত। ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ মনে করে বর্তমানে দুর্নীতি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের ৫৬ শতাংশ মনে করেন পরিস্থিতি আগের চেয়ে অন্তত কিছুটা ভালো, আর বাকিদের মতে পরিস্থিতি একই রকম বা খারাপ হয়েছে।

উইসকনসিনের কুডাহি এলাকার বাসিন্দা এবং ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া টমাস স্মিট বলেন, "পরিস্থিতিটি সত্যিই উদ্বেগের। রাষ্ট্র পরিচালনার চেয়ে নিজের ব্যবসাপাতি নিয়ে তাঁর এত ব্যস্ত থাকা উচিত নয়।চ তবে তিনি যোগ করেন, শুধু ট্রাম্প নন, প্রায় সব প্রেসিডেন্টই রাজনীতি ও ব্যবসাকে কম-বেশি মিলিয়ে ফেলেন।

২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্প ওয়াশিংটনের দুর্নীতি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তবে ব্যক্তিস্বার্থ ও পারিবারিক ব্যবসার এই বিষয়টি আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চার দিনব্যাপী পরিচালনা করা এই অনলাইন জরিপটিতে আগস্ট ১৪ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১,১৬৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অংশ নেন। সমগ্র নমুনার ক্ষেত্রে জরিপটির মার্জিন অব এরর বা ভুলের মাত্রা ছিল ৩ শতাংশীয় পয়েন্ট।

মধ্যম শক্তির দেশগুলো

২১ পৃষ্ঠার পর

জাল এত ঘনও হতে পারে যে তা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠবে। তখন প্রশ্ন হলো, মধ্যম শক্তির দেশগুলোর এই নতুন সহযোগিতা কীভাবে সত্যিকার অর্থে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হবে?

কার্নি ও স্টাবের মূল্যবোধভিত্তিক বাস্তববাদের ভিত্তি হলো স্বাধীনতা, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন ও সংহতি। কিন্তু এসব মূল্যবোধকে বাস্তবে কার্যকর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বিদ্যমান বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করা। শুরুটা হওয়া উচিত জাতিসংঘ দিয়ে।

জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ শতকের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হওয়া ঠেকাতে মধ্যম শক্তির দেশগুলোর উচিত এসব প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা কাছাকাছি থেকে 'ইচ্ছুকদের জোট' তৈরি করা। তারা নির্দিষ্ট নীতিগত লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি ভোটব্যবস্থায় পরিবর্তন, অরাষ্ট্রীয় পক্ষের সীমিত ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করার শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরির মতো সংস্কারও করতে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদাহরণটি গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থাটির নিয়ম এখনো বিশ্বের প্রায় ৭২ শতাংশ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ঐকমত্যের নিয়মের কারণে ই-কমার্সের মতো বিষয়ে নতুন নিয়ম তৈরি দীর্ঘদিন আটকে ছিল। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর ৮৬টি সদস্যদেশকে নিয়ে 'জয়েন্ট স্টেটমেন্ট ইনিশিয়েটিভ' শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৬৬টি সদস্যদেশ পরবর্তী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু প্রচলিত কাঠামোর বাইরে তৈরি একটি বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা।

এ ঘটনা দেখায়, আন্তর্জাতিক আইনের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। জাতিসংঘ ও অন্যান্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানেও এমন পথ খুঁজে বের করা যেতে পারে।

অস্থায়ীভাবে কাজ করা সহজ। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী মধ্যম শক্তির দেশগুলো যদি দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে না পারে, তাহলে আর কে পারবে?

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ইরানকে একঘরে করতে ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

করতে এর আগেও প্রস্তুতির প্রমাণ দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বলছে, রাশিয়া আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে এবং দেশটি অনেকাংশেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে। অন্যদিকে চীন নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করতে এর আগেও প্রস্তুতির প্রমাণ দিয়েছে।

এমনকি তেল পাচার, অর্থ স্থানান্তর, নগদ অর্থ লেনদেন, মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠান, জাহাজ নিবন্ধন এবং বিভিন্ন ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যের মতো কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে সেগুলো থেকে বিরত থাকতেও কঠোর বার্তা দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, এসব কর্মকাণ্ড এখনই বন্ধ করতে হবে।

এর আগে একই দিনে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ আমদানি ও বাণিজ্যিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নির্ভরতার জায়গা হয়ে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত তেহরানের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাণিজ্য বন্ধের ঘোষণা দেয়। দেশটির অভিযোগ, ইরানের সামরিক বাহিনী তাদের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে।

ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক অর্থনীতির অধ্যাপক নাদের হাবিবি মনে করেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে এই বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিতে যুক্তরাষ্ট্র 'জোরালোভাবে উৎসাহিত বা প্রভাবিত' করেছে। ইরানের অন্য বাণিজ্যিক অংশীদারদের, বিশেষ করে সবচেয়ে বড় অংশীদার চীনের ওপরও যুক্তরাষ্ট্র চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করা কঠিন

চীন-ইরান বাণিজ্য বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনও পরিকল্পনাই বড় ধরনের বাধার মুখে পড়তে পারে। বিশ্লেষণধর্মী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইরান থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া তেলের ৮০ শতাংশই কিনেছে চীন।

তবে চীনের তেল শোধনাগারগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া কঠিন, কারণ এগুলোর বেশিরভাগই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় এবং মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়।

এছাড়া ইরানের অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করলে বড় চীনা ব্যাংকগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে চীন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে একই সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে সংবেদনশীল সময়ে বেইজিং পাল্টা পদক্ষেপও নিতে পারে।

চ্যাথাম হাউসের চীন ও এশিয়া-প্যাসিফিক কর্মসূচির জ্যেষ্ঠ গবেষক ইউ জিয়ে বলেন, ইরানের অর্থনৈতিক অংশীদারদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের হুমকি 'চীনের ইরানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক বদলাতে পারবে না'। আল জাজিরাকে তিনি বলেন, ট্রাম্প চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে চান। বেইজিংও ওয়াশিংটনের সঙ্গে আপাতত একটি 'সাময়িক সমঝোতা' চায়। পল মাসগ্রেভ বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনও 'আগ্রাসী' নিষেধাজ্ঞা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বর্তমানে এক ধরনের অর্থনৈতিক শীতল যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থায় ট্রাম্প সম্ভবত দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাইবেন না। ট্রাম্পের অর্থনৈতিক চাপের বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, নতুন নিষেধাজ্ঞা 'সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে না'। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেয়া এবং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করা উচিত।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আগামী মাসে ওয়াশিংটন সফরের কথা রয়েছে। তার আগে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন। এছাড়া চলতি বছর দুই দেশের নেতাদের মধ্যে আরও দুটি সম্ভাব্য বৈঠকের কথা রয়েছে। ইউ জিয়ে বলেন, এসব বৈঠকে উপসাগরীয় অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত নিয়ে আলোচনা হবে। তবে এটি আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে না।

রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের আলাদা সম্পর্ক

রাশিয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। চীনের তুলনায় রাশিয়া ইরানের ছোট বাণিজ্যিক অংশীদার হলেও মস্কো ও তেহরান বহু বছর ধরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকা দুই দেশ ২০ বছরের একটি অংশীদারত্ব চুক্তি করে। রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রী সের্গেই সিভিলেভের তথ্য অনুযায়ী, এর ফলে ২০২৫ সালের প্রথম ১১ মাসে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে ৪৮০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা তেলের পাশাপাশি রাশিয়া ও ইরান ক্যাস্পিয়ান সাগর দিয়ে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামও আদান-প্রদান করেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। গত সোমবার এনবিসি নিউজ একটি ইউরোপীয় সরকারি নথির বরাত দিয়ে জানায়, রাশিয়া সমুদ্রপথে ইরানে 'ড্রোনের যন্ত্রাংশ, গোলাবারুদ ও টিএনটি' পাঠিয়েছে।

যদিও রাশিয়ার ওপর এরই মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।

অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ'

ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের অর্থনৈতিক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেন, এটি ওয়াশিংটনের 'ব্যর্থ নীতির'ই ধারাবাহিকতা এবং এর ফল হবে 'আরও একটি পরাজয়'। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেয়া এক পোস্টে আরাগচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের 'অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ' বিশ্ব অর্থনীতি ও বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি তৈরি করছে।

রাশিয়া, চীন, ভারত, ব্রাজিলসহ বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী দেশকে নিয়ে গঠিত ব্রিকস জোটের সদস্য ইরান। নতুন আর্থিক সুযোগ তৈরিতে জোটটির সদস্য হিসেবে নিজের অবস্থান কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে তেহরান।

গত সপ্তাহে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদোলনাসের হেম্মাতি বলেন, ইরান ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (এনডিবি) যোগ দেয়ার পরিকল্পনা করছে। এর ফলে পশ্চিমা বাজারের বাইরে অর্থায়নের আরও সুযোগ তৈরি হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ব্রিকসের দেশগুলো নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করতে পারে বলে ইরান মনে করে। পাশাপাশি ব্রিকসের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় মুদ্রা সহযোগিতার বিষয়েও ভাবছে তেহরান।

তবে ইরানের সম্ভাব্য সদস্যপদ নিয়ে এনডিবি এখনও কোনও মন্তব্য করেনি। সদস্য হতে হলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

তেহরানের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের বিশ্লেষক আলী আকবর দারেইনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের 'শ্বাসরোধী' নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরান এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নেবে।

আল জাজিরাকে তিনি বলেন, 'ট্রাম্প এমন এক যুদ্ধে আটকে গেছেন, যে যুদ্ধে তিনি জিততে পারবেন না, আবার বেরিয়েও আসতে পারছেন না।'

যুক্তরাষ্ট্রের চলছে লাগামহীন ঋণগ্রহণ

৬ পৃষ্ঠার পর

কারণে বিনিয়োগকারীরা মার্কিন সরকারি ঋণপত্রের জন্য আরও বেশি সুদ দাবি করতে পারেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। এর ফলে বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলারের ওপর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের বোঝার জন্য রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটড়উভয় দলই দায়ী। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, অর্থনৈতিক প্রণোদনা, দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা এবং সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যয় মেটাতে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ঋণ বিক্রি করতে হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তার অনেক নীতিই যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক দুরবস্থা আরও বাড়িয়েছে।

২০১৬ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, নতুন বাণিজ্য চুক্তি করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তিনি আট বছরের মধ্যে জাতীয় ঋণ পুরোপুরি দূর করবেন। এরপর থেকে জাতীয় ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে।

তার দ্বিতীয় মেয়াদে ব্যয় কমানো এবং রাজস্ব বাড়ানোর জন্য ট্রাম্পের নেওয়া সবচেয়ে বড় উদ্যোগগুলোও বাস্তব রূপ পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ইলোন মাস্কের নেতৃত্বে গঠিত সরকারি দক্ষতা বিভাগ ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সরকারি ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এ পর্যন্ত এটি মাত্র ২০০ বিলিয়ন ডলারেরও কিছু বেশি সঞ্চয় করেছে বলে দাবি করেছে। গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস এই মাসে জানিয়েছে যে বিভাগটির আনুমানিক হিসাবের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

আমদানির ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে অতিরিক্ত সরকারি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন কিছুটা অগ্রগতি করছিল। কিন্তু চলতি বছর সর্বোচ্চ আদালত ওই শুল্কগুলোর কিছু অংশকে অবৈধ ঘোষণা করায় সেই পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে আমদানি শুল্ক পরিশোধকারী কোম্পানিগুলোকে ফেডারেল সরকারকে ১৬০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ফেরত দিতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ২০২৮ সালের মধ্যে বাজেট ঘাটতি মোট দেশজ উৎপাদনের ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার সময় এই ঘাটতি ছিল ৬ শতাংশের বেশি। তবে গত সপ্তাহে বেসেন্ট স্বীকার করেছেন, চলতি বছর ঘাটতির পরিস্থিতি ভুল দিকে এগোচ্ছে।

এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট ঘাটতি বাড়ার পেছনে কয়েকটি কারণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে সামরিক খাতে দেশটিকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। একই সঙ্গে শুল্কের অর্থ ফেরত দেওয়ার কারণে ২০২৫ সালে জিডিপির অনুপাতে ঘাটতি কমানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

ইরানের যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দামও বেড়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের আশা করেছিলেন, যা থেকে কর রাজস্ব বাড়তে পারত, সেটিও কমে গেছে।

বেসেন্ট আরও বলেন, গত বছরের কর কমানোর সিদ্ধান্তও ঘাটতি বাড়াচ্ছে। কারণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমন একটি বিধানের সুবিধা নিচ্ছে, যার আওতায় তারা কারখানা নির্মাণ ও সরঞ্জাম কেনার খরচ তাৎক্ষণিকভাবে করযোগ্য আয় থেকে বাদ দিতে পারছে।

যৌথ কর কমিটির হিসাব অনুযায়ী, এসব পদক্ষেপের কারণে চলতি বছর সরকারের প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে। তবে অর্থমন্ত্রী বলেন, শুরুতে এসব কর কমানোর কারণে সরকারের রাজস্ব কমলেও ভবিষ্যতে অতিরিক্ত রাজস্বের মাধ্যমে এর সুফল পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট আরো বলেন,ও এটি এখন বাজেট ঘাটতির ওপর চাপ তৈরি করছে। কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করছি, যেগুলো পরবর্তী সময়ে কর দেবে। আমি এটিকে অনেকটা এমনভাবে দেখি যে, আমরা একটি গুলতির রাবার পেছনে টেনে ধরছি এবং বিপুল সম্ভাবনাময় শক্তি তৈরি করছি, যা পরে গতিশক্তিতে পরিণত হবেব্

আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবেড়এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট আত্মবিশ্বাসী হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ ইতোমধ্যে বাজারে দেখা যাচ্ছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণপত্র ধরে রাখার জন্য বেশি মুনাফা দাবি করছেন।

চলতি সপ্তাহে ৩০ বছর মেয়াদি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণপত্রের সুদের হার প্রায় দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর অর্থ হলো মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা ভোক্তা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণের খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

৩০ বছর মেয়াদী যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সুদের হার

ট্রাম্প প্রশাসনের ভেতরেও কিছুটা উদ্বেগের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এর একটি উদাহরণ হলো, বেসেন্ট দুর্বল হওয়া জাপানি ইয়েনকে চাঙা করতে মুদ্রা বাজারে এক বিরল হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

এই পদক্ষেপের একটি উদ্দেশ্য ছিল জাপান যাতে নিজস্ব মুদ্রার মূল্য ধরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণপত্রে থাকা তাদের বিনিয়োগ বিক্রি না করে, তা নিশ্চিত করা।

এদিকে গত ১৯ আগস্ট বুধবার বেসেন্ট বলেন, ঋণের খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে নিজেদের সরকারি ঋণপত্র পুনরায় কেনার অনুমোদিত পরিমাণ দ্বিগুণ করবে।

সরকারি ঋণপত্রের বাজারে লেনদেনকারীরা প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ নিয়ে উদ্বেগকে উপেক্ষা করে আসছেন। কারণ বিশ্বের আর কোনো বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণপত্রের বাজারের মতো এত গভীর, এত বেশি লেনদেনযোগ্য বা বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ এর প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী খুব কম এবং হঠাৎ করে বড় আকারে ক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করতে হলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে হবে।

তবে এমন কিছু পরিবর্তন সামনে আসতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। অনিশ্চয়তার একটি বড় উৎস হলো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যার হাতে বর্তমানে ছয় দশমিক আট ট্রিলিয়ন ডলারের সরকারি ঋণপত্র ও বন্ধকভিত্তিক ঋণপত্র রয়েছে।

মে মাসে দায়িত্ব নেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান কেভিন এম. ওয়ার্শ এসব সম্পদের পরিমাণ কমানোকে তার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছেন। অতীতের বিভিন্ন সংকটের সময় বাজারকে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হস্তক্ষেপ করায় মূলত এসব সম্পদের পরিমাণ এত বেড়েছিল।

ওয়ার্শ এখনো এ সম্পদের পরিমাণ কমানোর বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি। তিনি সম্ভবত বছরের শেষ নাগাদ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ ও দায়ের হিসাব পর্যালোচনার জন্য গঠিত একটি বিশেষ টাস্কফোর্সের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ ও দায়ের কাঠামোয় পরিবর্তনড়অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রের তুলনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকা সম্পদের বড় অংশ যদি স্বল্পমেয়াদি ঋণপত্রে রাখা হয়ড়তাহলে বাজারে এর প্রভাব সামান্যই হতে পারে।

তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকা এসব সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর কোনো উদ্যোগ, বিশেষ করে যদি সরাসরি এসব সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে তা করা হয়, তাহলে বাজারে আরও বড় উদ্বেগ তৈরি হবে বলে লেনদেনকারীরা মনে করছেন। এদিকে সামরিক বাহিনীর ব্যয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা, বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিম্নআয়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মতো কর্মসূচির অর্থায়নের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে নির্বাচনের মুখে থাকা আইনপ্রণেতারা ব্যয় কমানো বা কর বাড়ানোর বিষয়ে খুব বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে চাইছেন না।

দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে থাকা

নীতিনির্ধারণবিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মার্গারেট স্পেলিংস বলেন,ও আমাদের ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকার যত অর্থ আয় করে, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয়। আর ফেডারেল বাজেটের সবচেয়ে বড় ব্যয়ের খাতগুলো এমনভাবে চলছে, যেন সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়তেই থাকবেব্

তিনি বলেন,ও সবচেয়ে আশাবাদী পরিস্থিতিতেও আমরা দ্রুত একটি খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অথচ গাড়ির দিক ঘোরাতে চাচ্ছি নাব্

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের কর

৮ পৃষ্ঠার পর

আইন অনুযায়ী যারা এসব সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন, তাদের হাতে করদাতাদের অর্থ যাওয়ার সুযোগ বন্ধ করাই ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য।

আইআরএসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো বলেন, ফেরতযোগ্য কর সুবিধা বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের আমেরিকান পরিবার এবং কর্মজীবীদের আর্থিক সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে এসব সুবিধা কেবল আইনগতভাবে যোগ্য করদাতাদের জন্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি করব্যবস্থার স্বচ্ছতা (ট্রান্সপারেন্সি) রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত নিয়ম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ট্রেজারি বিভাগ ও আইআরএস এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত এবং প্রকাশ্য শুনানির অনুরোধ গ্রহণ করবে। নিয়ম চূড়ান্ত হলে চূড়ান্ত বিধিমালা প্রকাশের তারিখে বা তার পরে শেষ হওয়া কর বছরের (ট্যাক্স ইয়ার) ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে।

পাবলিক চার্জ এর আওতায় আর্থিক

৯ পৃষ্ঠার পর

তবে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সুবিধা গ্রহণ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিন কার্ড এর আবেদন নাকচ হবে না। ঝঘঅচ বা মেডিকেইড গ্রহণ আবেদনকারীর সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি উপাদান হিসেবে দেখা হবে। পরিবারের অন্য সদস্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সন্তান কোনো সুবিধা নিলে সেটিকে সাধারণভাবে আবেদনকারীর নিজের সুবিধা গ্রহণ হিসেবে গণ্য করা হবে না। ১৮ সেপ্টেম্বরের আগে গ্রহণ করা এমন নন ক্যাশ সুবিধা, যা আগের নিয়মে বিবেচনার বাইরে ছিল, শুধু সেই কারণে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়। তবে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পরও নন ক্যাশ সুবিধা গ্রহণ অব্যাহত থাকলে তা বিবেচনায় আসতে পারে।

ইমিগ্রেশন আইনে বিশেষজ্ঞদের মতে, কম আয়, সীমিত সম্পদ, গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা কিংবা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের দুর্বল সম্ভাবনা থাকা আবেদনকারীরা গ্রান কার্ড এর আবেদন প্রক্রিয়ায় বাড়তি যাচাইয়ের মুখে পড়তে পারেন। তবে প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে সব ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে টঝঈওঝ এর অফিসারগণ ।

বিদেশি শিক্ষার্থী কমায় যুক্তরাষ্ট্রের

৮ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বেশি চাপ পড়তে পারে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে। নাফসা বলছে, আন্তর্জাতিক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়াই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতির বড় কারণ। কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আবেদনেও একই ধরনের নেতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডক্টরাল প্রোগ্রামে আন্তর্জাতিক আবেদন ২১ শতাংশ কমেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অ্যাডমিশন কমেছে ১৭ শতাংশ।

কমন অ্যাপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আবেদন ৯ শতাংশ কমেছে। ভারতের শিক্ষার্থীদের আবেদন কমেছে ১৪ শতাংশ। নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে এই হার ১৭ শতাংশ এবং ঘানার ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যায় পতন বিশেষভাবে নজর কাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা নেমে এসেছে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ২৩০ জনে, যা গত ২৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত টানা ১০ মাস ভারতীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এই সময়ে মোট পতন প্রায় ১২ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ের পতন ছিল মাত্র ৪.৪ শতাংশ।

এক বছরের ব্যবধানে জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৮.৬ শতাংশ কমেছে। পোস্টগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে পতন আরও বেশি। এই পর্যায়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক বছরে ১১.৩ শতাংশ কমে ২ লাখ ৬৬ হাজার ১০৪ জনে দাঁড়িয়েছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অন্যতম প্রধান উৎস। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতভিত্তিক উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বড় উপস্থিতি রয়েছে। ফলে এই শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন আয় এবং গবেষণাভিত্তিক প্রোগ্রামেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার পেছনে একাধিক কারণ চিহ্নিত করেছে নাফসা। এর মধ্যে ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সংকট, ভিসা প্রসেসিংয়ে বিলম্ব, নতুন ইমিগ্রেশন নীতি, কিছু দেশের নাগরিকদের ওপর ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন এবং পড়াশোনা শেষে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভারত ও চীনের যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেটগুলোতে স্টুডেন্ট ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সীমিত বা বিলম্বিত হওয়ার তথ্যও উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় উৎস দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও চীন শীর্ষে থাকায় এই দুই দেশের পরিস্থিতি সামগ্রিক শিক্ষার্থী সংখ্যার ওপর বড় প্রভাব ফেলছে।

এ ছাড়া এফ-১ শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘদিন চালু থাকা 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক থাকার নিয়ম চালুর সিদ্ধান্তও নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। পাশাপাশি অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং বা ওপিটি কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাও বিদেশি শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলছে।

নাফসা বলছে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি দিয়েই অর্থনীতিতে অবদান রাখেন না। তারা বাসাভাড়া, খাবার, পরিবহন, বিনোদন এবং অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যয়ের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকেও সচল রাখেন। ফলে শিক্ষার্থী কমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরেও ব্যবসা ও চাকরির বাজারে প্রভাব পড়ে।

স্টেট হিসাবে সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য ক্ষতির মুখে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া। সেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমে গেলে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক অবদান হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

নিউইয়র্কে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রায় ৪৭ মিলিয়ন ডলার। ম্যাসাচুসেটস ও মিশিগানে প্রায় ২৮ মিলিয়ন ৪০ লাখ ডলার করে এবং টেক্সাসে প্রায় ১৯ মিলিয়ন ৯০ লাখ ডলারের ক্ষতি হতে পারে।

তবে নাফসা স্পষ্ট করেছে, এগুলো চূড়ান্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা নয়, বরং বর্তমান আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রত্যাশা এবং বিদ্যমান প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি পূর্বাভাস। ২০২৬ সালের শরৎ সেমিস্টারের পূর্ণাঙ্গ এনরোলমেন্ট তথ্য প্রকাশের পর প্রকৃত পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হবে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণে দীর্ঘদিন বিশ্বের শীর্ষ গন্তব্যগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আবেদন ও এনরোলমেন্টের সাম্প্রতিক পতন অব্যাহত থাকলে এর প্রভাব শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক অবস্থায় নয়, যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা, দক্ষ জনশক্তি এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।

বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের

৮ পৃষ্ঠার পর

সরকারি অনুমোদনের ওপর নির্ভর করতে হবে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার রাখা গুরুত্বপূর্ণ - নতুন নিয়মটি শুধু পাসপোর্টে থাকা 'ভিসা স্ট্যাম্পের মেয়াদ' চার বছরে সীমাবদ্ধ করার বিষয় নয়। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর একজন এফ, জে বা আই স্ট্যাটাসধারী কতদিন বৈধভাবে অবস্থানের অনুমতি পাবেন - সেই 'পিরিয়ড অব অ্যাডমিশন' বা অনুমোদিত অবস্থানের সময়সীমা নিয়ে। ফলে ভিসার মেয়াদ এবং যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত অবস্থানের সময়কে একই বিষয় হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু সময়সীমাই পরিবর্তন হচ্ছে না। নতুন নিয়মে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তন এবং পরবর্তী শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নতুন বিধিনিষেধ রয়েছে। বাদী সংগঠনগুলোর দাবি, এতে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক একাডেমিক সিদ্ধান্তের ওপর অভিবাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক চাপও বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশি সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের "আই" স্ট্যাটাসে সাধারণভাবে একটি অ্যাসাইনমেন্টের মেয়াদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৪০ দিনের জন্য থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে তাদেরও মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

চীনা পাসপোর্টধারী নির্দিষ্ট সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময়সীমা ৯০ দিন রাখা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ গত বছরের আগস্টে প্রথম এই পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়।

প্রায় ২২ হাজার মতামত পাওয়ার পর চলতি বছরের ১৭ জুলাই চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশ করা হয়।

দীর্ঘদিনের 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থা তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অনুমোদন চালুর পক্ষে প্রশাসনের যুক্তি হলো - এর মাধ্যমে বিদেশিদের অবস্থান ও অভিবাসন আইন মেনে চলার বিষয়টি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনার সুযোগ বাড়বে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দায়ের করা মামলার বিরোধিতা করে জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থা ভিসা জালিয়াতি ঠেকানো এবং অভিবাসন ব্যবস্থায় তদারকি জোরদারের জন্য প্রয়োজন।

অন্যদিকে মামলা দায়ের করাদের দাবি, সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে এই নিয়ম আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংবাদিকদের ওপর নতুন প্রশাসনিক বোঝা তৈরি করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক মেধাবীদের আসার আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।

সাংবাদিকদের সংগঠন দ্য নিউজগিল্ড-সিডব্লিউএও বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। সংগঠনটি বলছে, বিদেশি সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সক্ষমতা যদি বারবার সরকারের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সেটি সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই কারণেই উচ্চশিক্ষা ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সাংবাদিকদের সংগঠনটিও মামলার বাদী হয়েছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যও এই মামলার ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নিয়ম কোনো একটি দেশের জন্য নয় - এফ-১ স্ট্যাটাসে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থী এবং ইতোমধ্যে সেখানে থাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরাও নিয়মটির আওতায় পড়তে পারেন। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি পিএইচডি, গবেষণা বা একাধিক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা থাকলে পরিবর্তনটির প্রভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

তবে এখনই বিদেশি শিক্ষার্থীদের বর্তমান বৈধ অবস্থান বাতিল হচ্ছে না। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার নির্ধারিত তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। তার আগেই মামলাকারীরা আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছে। ফলে আদালত প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা (ইনজাংশন) দেয় কি না, সেটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিষেধাজ্ঞা এলে নতুন ব্যবস্থা অন্তত সাময়িকভাবে আটকে যেতে পারে।

সব মিলিয়ে মামলাটি এখন শুধু একটি অভিবাসন বিধির আইনি লড়াই নয় - যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা বিপুলসংখ্যক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গেও সরাসরি জড়িয়ে গেছে।

একদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বলছে নির্দিষ্ট সময়সীমা অভিবাসন ব্যবস্থায় নজরদারি শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বকারী আট সংগঠন বলছে এতে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণের সক্ষমতাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখন চূড়ান্ত দৃষ্টি ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালতের দিকে।

ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

৯ পৃষ্ঠার পর

সেই বছরের জুন নাগাদ রয়টার্স/ইপসোস-এর জনমত জরিপে দেখা যায় যে, এই হার চার পয়েন্ট কমে ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০২৫ সালের জুন মাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে; 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' (আইসিই)-এর কর্মকর্তারা ওই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানোর পর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই বিক্ষোভগুলো ছিল তৎকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ।

এর জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্যালিফোর্নিয়া ন্যাশনাল গার্ডকে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবঙ্জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স ৫২-এর অধীনে লস এঞ্জেলেসে মোতায়েন করার জন্য ২,০০০ গার্ড সদস্যকে তলব করেন। সেই সময় এই পদক্ষেপটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল; ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসামও এর সমালোচনা করেন এবং ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সিদ্ধান্তে নিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গভর্নর নিউসাম বলেছিলেন যে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতিমধ্যেই তৎপর ছিল এবং ন্যাশনাল গার্ডের উপস্থিতি ছিল "উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উসকানিমূলকচ, যা "উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলবেচ।

লস এঞ্জেলেসে আইসিই (ওঈঊ)-বিরোধী বিক্ষোভ নিউ ইয়র্ক সিটি, শিকাগো ও ডালাসসহ অন্যান্য শহরেও অনুরূপ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগায়।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সমর্থন আরও কমে যায়; এর পেছনে ছিল ওমেট্রো সার্জ (গবঃৎড় ঝঁৎমব) নামক আইসিই অভিযানের জেরে সৃষ্ট ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। মিনেসোটার টুইন সিটিসড়অর্থাৎ মিনিয়াপোলিস ও সেন্ট পলড়অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত এই অভিযানটি আংশিকভাবে সোমালি বাসিন্দাদের জড়িত থাকার অভিযোগে ওঠা জালিয়াতির বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ওই অভিযানের সময় তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের ব্যবধানে দুজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক গুলিতে প্রাণ হারান: তিন সন্তানের জননী ৩৭ বছর বয়সী রেনি গুড (আইস বা ওঈঊ-এর গুলিতে) এবং ৩৭ বছর বয়সী আইসিইউ নার্স অ্যালেক্স প্রেটি (বর্ডার প্যাট্রোলের গুলিতে)।

এর জেরে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ে ট্রাম্পের নীতির প্রতি জনসমর্থন হোয়াইট হাউসে তাঁর ফিরে আসার পর থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে;

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৩৮ শতাংশ মনে করেন যে ইমিগ্রেশন ইস্যুতে তিনি ভালো কাজ করছেন।

ইপসোস/রয়টার্সের এই নতুন জরিপটি আইস (ওঈঊ)-এর গুলিতে আরেক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হলো।

জুলাই মাসে, আইসিই (ওঈঊ)-এর একজন এজেন্ট জোহান সেবাস্টিয়ান ডুরান গুয়েরেরো নামের ২৫ বছর বয়সী এক কলম্বিয়ান গাড়িচালককে গুলি করে হত্যা করেন। ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন -বিরোধী কঠোর অভিযান শুরুর পর থেকে এটি ছিল অন্তত নবম মৃত্যুর ঘটনা।

আইসিই-র হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৫ সালে আইসিই-র হেফাজতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা ২০০৪ সালের পর থেকে এক বছরে সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা।

২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে; বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী, এ বছর মৃত্যুর সংখ্যা গত বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জনসমর্থন কমে যাওয়া সত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীরা অবৈধ অভিবাসন ও সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের প্রেক্ষিতে নেওয়া এই কঠোর পদক্ষেপকে একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবেই তুলে ধরেছেন।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন' ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন যে, তাঁর প্রশাসন "রেকর্ড সংখ্যক অবৈধ অপরাধী ইমিগ্রানট থেকে বহিষ্কার করছেচ এবং এই নীতির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরও নিরাপদ হয়ে উঠছে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে

রয়টার্স/ইপসোস-এর জরিপ অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন নীতি ছাড়াও প্রট্রাম্পের সামগ্রিক জনপ্রিয়তার হার তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

চার দিন ধরে চলা এই জরিপে

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ ট্রাম্পের কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং ৬৪ শতাংশ এর বিরোধিতা করেছেন।

অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইরান-কেন্দ্রিক সংঘাত। সংঘাত শুরুর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও শান্তি আলোচনা বারবার থমকে গেছে, যা এই সংঘাত কতদিন চলতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

রয়টার্সের উক্ত জরিপে দেখা গেছে, সামগ্রিকভাবে ৮০ শতাংশ আমেরিকানড় যার মধ্যে ৮৭ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং ৭১ শতাংশ রিপাবলিকান অন্তর্ভুক্তড়মনে করেন যে এই সংঘাত দীর্ঘ সময় ধরে চলবে।

অন্যদিকে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৬ শতাংশের ধারণা, সংঘাতটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

ইরান-কেন্দ্রিক সংঘাত আমেরিকানদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের ওপরও প্রভাব ফেলেছেড়যা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে ।

এই সংঘাত বিশ্বব্যাপী তেল বাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশকে প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারা চাপের মুখে পড়েছেন।

গত শুক্রবার ১৪ আগস্ট যুদ্ধ এবং তেলের দামের ওপর এর প্রভাব নিয়ে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "আমি কখনোই ক্ষমা চাইব না। আমি সঠিক কাজটিই করেছি।"

রয়টার্স/ইপসোস-এর উক্ত জরিপে দেখা গেছে যে, অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভোটারদের ঝোঁক ডেমোক্র্যাটদের দিকেই বেশি।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮ শতাংশ ভোটার মনে করেন ডেমোক্র্যাটরা অর্থনীতি ভালো পরিচালনা করবেন; অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ ভোটার রিপাবলিকানদের কর্মপদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এরপর কী হতে পারে

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ইমিগ্রেশন ইস্যুতে দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যবধান কমে আসাটা রিপাবলিকানদের জন্য একটি আগাম সতর্কবার্তা হতে পারে; কারণ দীর্ঘকাল ধরে এই ইস্যুতে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ইমিগ্রেশন এখনো ট্রাম্পের অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত, তবে ডেমোক্র্যাটরা যদি ক্রমাগত তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে থাকে, তবে গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেসনাল নির্বাচনে ভোটারদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা হয়তো আর এই ইস্যুটির ওপর আগের মতো জোরালোভাবে নির্ভর করতে পারবে না। আগামী মাসগুলোতে বোঝা যাবে যে, কঠোর প্রয়োগ-কৌশল ও আটক-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে উদ্বেগ জনমতকে প্রভাবিত করতে থাকবে, নাকি প্রশাসনের সীমান্ত-নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম রিপাবলিকানদের সেই আগের বড় ব্যবধানের অবস্থানে ফিরিয়ে আনবেড়যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুর দিকে তাদের অনুকূলে ছিল।

৫৫ বছর পর বাংলাদেশের অর্থবছর পরিবর্তন: কেন করল সরকার, লাভ-ক্ষতিই বা কী

পরিবর্তন আনার এই উদ্যোগ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে রয়েছে নানা মত। কেউ মনে করছেন, সময়সূচির পরিবর্তন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আবার অনেকে বলছেন, শুধু অর্থবছরের ক্যালেন্ডার বদলালেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না; প্রয়োজন পুরো ব্যবস্থাপনায় সংস্কার।

ভারতের ভূখণ্ড নিজেদের দাবি

১৪ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রে রয়েছে সুগৌলি চুক্তি। দেশটি এই চুক্তির ভিত্তিতেই দাবি করে আসছে যে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি নেপালের ভূখণ্ডের অংশ। অন্যদিকে ভারত বলে আসছে, এসব এলাকা তার উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অংশ। ভারত ও নেপালের সীমান্ত বিরোধের একটি বড় অংশ নির্ভর করছে কালী বা মহাকালী নদীর উৎস কোথায়এ বিষয়ে দুই দেশের ভিন্ন ব্যাখ্যার ওপর। কারণ চুক্তিতে এই নদীকে নেপালের পশ্চিম সীমান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সুগৌলি চুক্তি থেকে উদ্ভূত এই সীমান্ত বিরোধ বারবার ভারত-নেপাল সম্পর্ককে নাড়িয়ে দিয়েছে।

২০২০ সালে সাবেক নেপাল প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি যখন তার সরকার রাজনৈতিক সংকটে ছিল, তখন তিনি এই ভূখণ্ডগত বিরোধকে বড় ধরনের জাতীয়তাবাদী ইস্যুতে পরিণত করেন।

তার সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে, যাতে তিনটি বিতর্কিত এলাকাকেইর্লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ ও কালাপানিড়নেপালের ভূখণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নেপালের সংসদ পরে একটি সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে এই মানচিত্র অনুমোদন করে।

ভারত এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে এক্ষেকৃত্রিমভাবে নেপালের ভূখণ্ডগত দাবি সম্প্রসারণ্র হিসেবে আখ্যা দেয়। এর ফলে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গুরুতরভাবে চাপে পড়ে।

নেপাল যে চুক্তির মূল নথি খুঁজে পাচ্ছে না, এই তথ্যটি এমন সময় সামনে এলো, যখন কয়েক মাস আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ সংসদে আরেকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন।

তিনি সংসদে বলেছিলেনগুপ্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমি জানতে পারি, শুধু ভারতই নেপালের ভূখণ্ড দখল করেনি, নেপালও বিভিন্ন জায়গায় ভারতের ভূখণ্ড দখল করেছেধ্র

এই বক্তব্য ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিলেও পরে নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরিষ্কার করে জানায়, প্রধানমন্ত্রী কারিগরি কারণে সীমান্তের উভয় পাশে এক দেশের ভূখণ্ড অন্য দেশের দখলে থাকা বা ব্যবহারের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

মন্ত্রণালয় আরও স্পষ্ট করে জানায়, বিতর্কিত ভূখণ্ডগুলোর বিষয়ে নেপালের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এরপর ভারত ও চীন লিপুলেখ দিয়ে বাণিজ্য পুনরায় চালুর বিষয়ে সম্মত হলে ভারত-নেপাল সীমান্ত বিরোধে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হয়।

নেপাল এর প্রতিবাদ জানায় এবং বলে, লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি তার ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখন, যখন মূল নথিগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রশ্ন উঠছেড় লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরার ওপর নেপালের দাবির ক্ষেত্রে এর অর্থ কী?

নেপালের মূল সুগৌলি চুক্তি কোথায়?

নেপালের প্রতিনিধি পরিষদে বক্তব্য দেওয়ার সময় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল স্বীকার করেন, সরকারের কাছে মূল চুক্তিটি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

খানাল সংসদে বলেনগুনেপাল সরকারের কাছে সরকারি চুক্তির নথিগুলো রয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। কিছু চুক্তিসংক্রান্ত নথি জাতীয় সংরক্ষণাগারে রাখা আছেড়এমন রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু সেগুলোই প্রকৃত সরকারি চুক্তি কি না, সে বিষয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট তথ্য নেইধ্র নেপালের কাঠমান্ডু পোস্ট এ তথ্য জানিয়েছে।

খানাল বলেন, ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তি এবং ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিড়উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নথি নেপালের কাছে রয়েছে।

তবে মূল নথিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা নতুন কোনো বিষয় নয়।

২০১৬ সালে নেপাল-ভারত সম্পর্কবিষয়ক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দল ১৯৫০ সালের চুক্তিটি পর্যালোচনা বা পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করলে নেপালের পক্ষ থেকে চুক্তিটির মূল কপি খোঁজার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তারা সেটি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।

পরে নেপাল সরকার ভেখ বাহাদুর থাপার নেতৃত্বাধীন কমিটিকে চুক্তিটির দ্বিতীয় একটি কপি সরবরাহ করে বলে বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে।

এরপর অনুসন্ধানের পরিধি আরও বাড়ানো হয়।

একটি সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি গ্রন্থাগার, সংরক্ষণাগার ও বিভিন্ন নথি সংরক্ষণাগারে খোঁজ চালায়। এ ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, নারায়ণহিতি প্রাসাদ জাদুঘর, আইন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও অনুসন্ধান চালানো হয়। অনুসন্ধানে সিদ্ধান্তে আসা হয় যে সুগৌলি চুক্তি এবং ১৯৫০ সালের নেপাল-ভারত চুক্তিড়দুটিরই মূল কপি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০১৯ সালে তৎকালীন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ গ্যাওয়ালিও একই ধরনের অনিশ্চয়তার কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি ২০১৯ সালে বলেছিলেনগুআমাদের কাছে দুটি চুক্তিই রয়েছে, তবে এসব কপি মূল নথি কি না, তা ফরেনসিকভাবে যাচাই করতে হবেধ্র

তিনি আরও বলেছিলেনগুআমরা ভারত ও যুক্তরাজ্যেও ঐতিহাসিক নথি ও মানচিত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা করছিধ্র

কেন ২১০ বছরের পুরোনো এই চুক্তি এখনো গুরুত্বপূর্ণ?

১৮১৪ থেকে ১৮১৬ সালের অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধের পর সুগৌলি চুক্তি করা হয়।

এই যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ভারত ও হিন্দু রাজতন্ত্রের দেশ নেপালের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়।

১৮১৫ সালের ডিসেম্বরে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৮১৬ সালের মার্চে তা অনুমোদন করা হয়।

চুক্তিটি নেপালের আধুনিক ভূখণ্ডগত সীমারেখার ভিত্তি তৈরি করে।

বর্তমান সীমান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে চুক্তিটির পঞ্চম অনুচ্ছেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নেপাল কালী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের ওপর তার দাবি ত্যাগ করে। এর ফলে নদীটি নেপালের পশ্চিম সীমান্তে পরিণত হয়।

কিন্তু এর মাধ্যমে এমন একটি প্রশ্ন তৈরি হয়, যার উত্তর দুই শতাব্দী পরও পুরোপুরি মেলেনি।

কালী নদীর প্রকৃত উৎস ঠিক কোথায়?

নেপালের দাবি, কালী নদীর উৎস লিম্পিয়াধুরায়।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি ও লিপুলেখ কালী নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। ফলে এগুলো নেপালের ভূখণ্ডের মধ্যে পড়ে।

অন্যদিকে ভারতের অবস্থান হলো, লিপুলেখ অঞ্চলের নিচের ঝরনাগুলো থেকেই কালী নদীর উৎপত্তি।

ভারত তার দাবির সমর্থনে প্রশাসনিক ও রাজস্ব নথির কথা উল্লেখ করে।

ভারতের দাবি, ঐতিহাসিকভাবে কালাপানি অবিভক্ত উত্তর প্রদেশের পিথোরাগড় জেলার অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে, যা বর্তমানে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

উভয় দেশই তাদের দাবির পক্ষে ব্রিটিশ আমলের মানচিত্র ও বিভিন্ন নথি ব্যবহার করেছে।

এখানে আরও একটি ঐতিহাসিক জটিলতা রয়েছে।

চুক্তিতে লিম্পিয়াধুরাকে কালী নদীর উৎস হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এ ছাড়া চুক্তিটির সঙ্গে এমন কোনো পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত মানচিত্র ছিলড় যেখানে নদীটির উৎস নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছেড়এমন প্রমাণও জানা নেই বলে কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে।

এই জটিলতার কারণে ঐতিহাসিক নথি, মানচিত্র ও সংরক্ষণাগারে থাকা বিভিন্ন দলিল দুই দেশের দাবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ওলি যখন নেপালের মানচিত্রে লিপুলেখ যুক্ত করেন

২০২০ সালে ভারত-নেপাল সীমান্ত বিরোধ নাটকীয়ভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। ভারত উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে লিপুলেখকে যুক্ত করে কৈলাস মানসসরোবর যাওয়ার পথে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক উদ্বোধন করে।

নেপাল এর প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করে, সড়কটি তার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে গেছে।

এর জবাবে ওলির সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে। সেই মানচিত্রে লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ ও কালাপানিকে নেপালের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এমনকি পরে এই মানচিত্র নেপালের সংবিধানেও যুক্ত করা হয়।

নেপালের সংসদ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একটি সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে সংশোধিত মানচিত্রটি দেশের জাতীয় প্রতীকের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভারত এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে।

ভারত বলেছিলগুএকতরফা এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে নয় এবং নেপালের ভূখণ্ডগত দাবির এই সম্প্রসারণকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করে।

এই বিরোধ দুই দেশের ঐতিহ্যগত সম্পর্কেও চাপ সৃষ্টি করে।

দুই দেশের সম্পর্ককে দীর্ঘদিন ধরেড়রুটি-বেটির সম্পর্ক্র, উন্মুক্ত সীমান্ত এবং গভীর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়ে আসছে।

ইতিহাস ও উত্তেজনার এই মিশ্র পরিস্থিতিতে এখন কাঠমান্ডু স্বীকার করেছে যে, দুই শতাব্দী ধরে সীমান্ত ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত মূল চুক্তির নথিগুলো তাদের কাছে আদৌ রয়েছে কি না, সেটিও তারা এখনো নিশ্চিত করতে পারছে না।

মক্কা চুক্তি কি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন শক্তির

১৪ পৃষ্ঠার পর

নতুন বাজার প্রয়োজন। ফলে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা তুরস্কের সামরিক ও কূটনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সৌদি আরবেরও নিজস্ব হিসাব রয়েছে। ইরান ও ইয়েমেনের হুতিদের মোকাবিলায় রিয়াদের একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক হাতিয়ার প্রয়োজন। হুতিরা লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ জলপথে চাপ সৃষ্টি করেছে এবং সৌদি আরবের তেল স্থাপনায়ও হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধ ও আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের অর্থনৈতিক আধুনিকায়নের পরিকল্পনাও বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এসব ভিন্ন স্বার্থের মধ্যেও তিন দেশের একটি অভিন্ন উদ্বেগ রয়েছেড় যুক্তরাষ্ট্রকে আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না। সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং ট্রাম্পের বিভিন্ন উদ্যোগে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু ওয়াশিংটনের নীতিতে ধারাবাহিকতার অভাব রিয়াদকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য চাপ দিয়েছেন। এমনকি সৌদি আরবের সঙ্গে পারমাণবিক সহযোগিতার চুক্তির ক্ষেত্রেও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আগের আলোচনায় এমন শর্ত ছিল না। ফলে সৌদি নেতৃত্বের কাছে পরিষ্কার হয়েছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও ইসরায়েলকে ঘিরে মার্কিন নীতি সব সময় সৌদি স্বার্থের সঙ্গে মিলবে না।

গাজার ঘটনাও যুক্তরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করেছে। হামাসের সঙ্গে যে শান্তি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাতে গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি কাঠামো ছিল। হামাস ভারী অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরি নিরস্ত্র হতে রাজি হয়নি। প্রথম খসড়ায় বলা হয়েছিল, গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী পুরোপুরি প্রত্যাহারের পর হামাস তার ভারী অস্ত্র নতুন ফিলিস্তিনি প্রশাসনের কাছে জমা দেবে। পরে শর্ত পরিবর্তন করে ইসরায়েলি প্রত্যাহার ও হামাসের অস্ত্র নিষ্ক্রিয়করণকে একই সঙ্গে করার কথা বলা হয়।

এরপর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পরিকল্পনাটি কার্যত প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, হামাস পুরোপুরি নিরস্ত্র না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল গাজা থেকে প্রত্যাহার করবে না। ফলে আবারও দেখা গেল, ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেল আবিবের সম্পর্ক এমন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট চাইলেই ইসরায়েলকে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন না।

এখানেই গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে হামাসকে নিরস্ত্র করা গেলে যুদ্ধ শেষ হতে পারে। কিন্তু ইসরায়েলের লক্ষ্য সম্ভবত আরও বিস্তৃত। হামাসকে দুর্বল করার পাশাপাশি গাজায় নিজেদের অনুগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করা এবং এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সংঘাত সৃষ্টি করা হতে পারে সেই পরিকল্পনার অংশ। এমন সংঘাত তৈরি হলে বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনি গাজা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হতে পারেন।

১৯৮২ সালের বৈরুতের ঘটনাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। তখন মার্কিন নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা বৈরুত ছাড়ে। শরণার্থীশিবিরে থাকা ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে ইসরায়েলি বাহিনী বৈরুতে প্রবেশ করে এবং তাদের সহযোগী ফ্যালাঞ্জ বাহিনী সাবরা ও শাতিলা শরণার্থীশিবিরে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মাত্র ২ দিনে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫০০ ফিলিস্তিনি শরণার্থী ও লেবাননের বেসামরিক মানুষ নিহত হন।

মার্কিন সরকার পরে সরাসরি দায় অস্বীকার করলেও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভেতরে অনেকেই মনে করেছিলেন যে ফিলিস্তিনিদের হতাশ করার নৈতিক দায় যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। কারণ, তারা যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করেই বৈরুত ছেড়েছিল।

এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই মক্কা চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এর সাফল্য অবশ্য নিশ্চিত নয়। সামরিক শক্তি থাকলেই কোনো জোট কার্যকর হয় না। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পারস্পরিক আস্থা এবং প্রয়োজনের সময় সে শক্তি ব্যবহারের সাহস। মিসরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ এ উদ্যোগে যুক্ত হলে এর প্রভাব আরও বাড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমছে কি না, সেটি নয়। ইসরায়েলকে সামরিকভাবে কতটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, সেটিও একমাত্র প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হলো, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিজেদের ভূখণ্ড ও জনগণের ওপর কতটা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

মক্কা চুক্তিকে তাই শুধু একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এটি মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থায় সম্ভাব্য পরিবর্তনের একটি সূচনা। তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তান যদি নিজেদের সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তিকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে দীর্ঘদিনের একক মার্কিন নিরাপত্তানির্ভরতার বাইরে নতুন আঞ্চলিক ভারসাম্য তৈরি হতে পারে।

তবে এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি উল্টোও হতে পারে। তখন প্রতিটি আরব দেশ বুঝবে যে ইসরায়েল-প্ররোচিত যুদ্ধের পরবর্তী লক্ষ্য তারা হতে পারে। সে কারণে মক্কা চুক্তির ভবিষ্যৎ শুধু তিন দেশের জন্য নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি সফল হলে অঞ্চলটি নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে আরও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগোতে পারে। আর ব্যর্থ হলে পুরোনো নিরাপত্তাকাঠামো ও সংঘাতের চক্রই আরও শক্তিশালী হবে।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত।

ঐতিহাসিক জয়ের পর টাইগারদের

১৬ পৃষ্ঠার পর

তামিম সেঞ্চুরি করেছেন। মেহেদী হাসান মিরাজ অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। হাসান মাহমুদও বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন। এই তিন জন অসাধারণ নৈপুণ্য দেখালেও পুরো দলের অবদান আছে।

তবে তানজিদ ও হাসানের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি, ওপেনার তানজিদের দারুণ সেঞ্চুরিসহ সবাই নিজেদের সেরাটা দিয়ে অবদান রেখেছে। তবে হাসান মাহমুদের বোলিংয়ে আমি ভীষণ মুগ্ধ- দারুণ লেন্থে বল করেছে, বাড়তি কিছু না করে একদম নিখুঁত টেস্ট লেন্থ ও মানসম্পন্ন বোলিং।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট ম্যাচেই ৯ উইকেট শিকার করেন ২৬ বছর বয়সী এই পেসার।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অভিষেক বা প্রথম টেস্টে সফরকারী বোলার হিসেবে সেরা বোলিং ফিগারের তালিকায় এখন তিনি মরিস টেট ও ওয়াসিম আকরামের ঠিক পরেই অবস্থান করছেন।

ডারউইন টেস্টের প্রথম ইনিংসে হাসানের নেওয়া ছয় উইকেটের কল্যাণে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১৯৮ রানে থামিয়ে দেয় বাংলাদেশ। জবাবে তানজিদ হাসানের ১০১ রানের ইনিংস বাংলাদেশকে বড় লিড এনে দেয়। পরবর্তীতে মিরাজের ৫ উইকেট এবং হাসানের ধারালো বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়াকে দ্রুত গুটিয়ে দেয় টাইগাররা। ফলে মাত্র ৫৭ রানের লক্ষ্যে পেয়ে সহজেই জয় ছিনিয়ে নেয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়ার সময় এসেছে: ইয়ান বিশপ

১৬ পৃষ্ঠার পর

লেখেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং দেশের মানুষের জন্য এটি সত্যিই এক ঐতিহাসিক অর্জন।' তিনি মনে করেন, 'এখন তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়ার সময় এসেছেড়যে স্বীকৃতি এর আগে অনেকের কাছ থেকেই হয়তো যথেষ্ট মেলেনি।'

তিনি আরও লেখেন, 'এই জয়ে অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানজিদ হাসানসহ আরও অনেকে। তবে বিশেষভাবে হাসান মাহমুদের কথা বলতেই হয়। কয়েক বছর ধরেই তিনি দারুণ নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেন্থে বোলিং করে আসছেন। তার বোলিং অ্যাকশনও বেশ কার্যকর ও ছন্দময়।'

তার পরই কোচ ফিল সিমন্সের কথা স্মরণ করে বলেছেন, 'ফিল সিমন্স এবং তার পুরো দলের জন্যও দারুণ খুশি। সত্যিই অসাধারণ এক অর্জন বাংলাদেশের।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হরমুজের মালিকানা

৭ পৃষ্ঠার পর

করে। তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের জবাবে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানচিত্র পোস্ট করা হয়, যেখানে ক্যালিফোর্নিয়াকে নীল রঙে হাইলাইট করে ক্যাপশনে লেখা হয়: “নিউ টেরিটরি অব ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান” (ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের নতুন ভূখণ্ড)।

ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদিও এক্সে ট্রাম্পের পোস্টের জবাব দিয়ে লিখেছেন, “হরমুজ প্রণালী সম্পর্কে তার এই ভ্রান্ত ধারণা হয় শীঘ্রই ঠিক হবে, অথবা আমরাই এই বিভ্রান্ত ব্যক্তির ভুল ধারণার সংশোধন করব।”

ক্যালিফোর্নিয়ার ইরানি সম্প্রদায়

ইরানের বাইরে বিশ্বের অন্য যেকোনো জায়গার তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়া, বিশেষ করে লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইরানি বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস রয়েছে।

ইউসিএলএ-এর সেন্টার ফর নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজের আয়োজিত ইরানি ডায়াসপোরা ড্যাশবোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে আনুমানিক ১৪১,০০০ ইরানি আমেরিকান বসবাস করেন।

১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ইরানি-আমেরিকান সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়েস্টউড এলাকাটি তখন ইরানি প্রবাসীদের জীবনযাত্রার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, যা “তেহরানজেমস” নামে পরিচিতি লাভ করে।

হরমুজ প্রণালী নিয়ে উত্তেজনা

গত কয়েক মাসের সংঘাতের পর তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চলমান তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই এই পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়ার ঘটনা ঘটল।

যুদ্ধ বন্ধ এবং একটি বৃহত্তর চুক্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে গত জুনে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। তবে এর বাস্তবায়ন এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিরোধের জেরে পরবর্তীতে সেই আলোচনা স্থবির হয়ে পড়ে।

এই কৌশলগত জলপথ দিয়ে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা নিয়ে ইরান ও ওমানের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

ডারউইনে অস্ট্রেলিয়া বধ: জাতিগত

১৬ পৃষ্ঠার পর

এই ধারণা একটু একটু করে দূর করে দেয়। তবে রবিবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল, সেই ব্যাপারটা জাদুর মতো কাজ করল। খেলাধুলা পাগল, নিজেদের জাতীয় দল নিয়ে ভীষণ গর্ব করা অস্ট্রেলীয়রা টের পেলেন যে বাংলাদেশ তাঁদের টেস্ট ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে। তাঁদের দেশের মাটিতেই, তাঁদের সেরা দলকে টানা চার দিন রীতিমতো আধিপত্য বজায় রেখে জিতে গেছে সেই দলটা, যাদের গণনাতেই ধরা হয় না।

এই গোনায় না ধরার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, দীর্ঘ ২৩ বছর পর বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আমন্ত্রণ পেল। সেই সিরিজটাও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ভেন্যুগুলোর বাইরে ডারউইন আর ম্যাকেইয়ের মতো অখ্যাত ভেন্যুতে। আর সিরিজটাও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মৌসুমের অফ সিজনে। এমনকি সে রকমভাবে স্পনসরও পাওয়া যায়নি। খেলা তিন দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে গ্যালারির সবচেয়ে দামি অংশের চতুর্থ দিনের কোনো টিকিটই বিক্রি হয়নি।

যদিও অস্ট্রেলিয়া নিজেদের সেরা দলটাই নামিয়েছে; কিন্তু তাদের শরীরী ভাষাতে প্রতিপক্ষের জন্য শ্রদ্ধার ঘাটতি ছিল স্পষ্ট। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ম্যাচ শুরুর আগের বক্তব্যে ছিল তাচ্ছিল্যের সুর। দলের অভিজ্ঞ পেসার হ্যাজলউড দাবি করেন যে বাংলাদেশ নিয়ে তাঁদের কাছে যথেষ্ট ফুটেজ না থাকায় প্রস্তুতিটা ভিন্ন হয়েছে। প্রযুক্তির এই যুগে কেউ হয়তো এ কথায় এই গন্ধও পেতে পারেন যে আসলে বাংলাদেশ নিয়ে তাঁরা তেমন একটা ভাবেনইনি।

মিডিয়াও এতে হাওয়া দিয়েছে। টেস্ট দুই দিনেই শেষ হবে, বাংলাদেশ লজ্জাজনকভাবে উড়ে যাবে বলে চারদিকে ঠাট্টাতামাশা চলছিল। মাসখানেক আগেই জিম্বাবুয়ের কাছে হারা এবং অস্ট্রেলিয়ায় এসে প্রস্তুতি ম্যাচে ৫৪ রানে অলআউট হওয়া বাংলাদেশকে নিয়ে সেই আশঙ্কা বাড়াবাড়ি হয়তো ছিল না, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের প্রতিপক্ষ হিসেবে যতটা সম্মান পাওয়ার এর চেয়ে অনেকটাই কম পেয়েছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া খুব হালকাভাবে নিয়েছে।

ফলে বাংলাদেশ শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করতে থাকায় চরম পেশাদার অস্ট্রেলীয়রাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বিচলিত হয়ে পড়েন। মিচেল স্টার্কের মতো অভিজ্ঞতম খেলোয়াড় মেজাজ হারিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজকে স্লেজিং করেন। ক্যাচের বিশ্ব রেকর্ড করা স্টিভ স্মিথ একাধিক সহজ ক্যাচ ফেলেন। বিশেষ করে সীমানাদড়িতে তাসকিন আহমেদের ক্যাচটা ফেলার পরে মাথা নিচু করে থাকা স্মিথকে দেখে মনে হচ্ছিল ভেঙে পড়া এক মানুষ।

দুনিয়ার অন্যতম সেরা এই খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বড় গুণটা অস্ট্রেলীয়সুলভ দৃঢ়তা, অথচ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় দেখা গেল তিনি এতটাই হতবিহ্বল যে আম্পায়ার আঙুল তোলার আগেই রিভিউ চেয়ে বসেন। মনে হচ্ছিল যেন এক অস্থির কিশোর। আর বোল্ড হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়ার অন্যতম আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড অদ্ভুতভাবে থমকে দাঁড়ালেন। উইকেটের ছিটকে আসা বেলস আবার যথাস্থানে রেখে স্থাণু হয়ে রইলেন। ধারাভাষ্যকারেরা বলছিলেন, এ রকম অদ্ভুত আচরণ তাঁরা আগে দেখেননি।

এই ধারাভাষ্যকারেরাই খেলা শেষে যখন খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন, তখন বললেন যে দেখুন দেখুন ওদের উচ্চতার পার্থক্য। এই ছোটখাটো ছেলেগুলো ওদের দেশে এসে ওদের ভূপাতিত করল। নিজেদের সম্মান আকাশে তুলে নিল।

ঠিক এই বোধটাই হচ্ছিল আরিফের মতো হাজারো প্রবাসীদের। গত শতকের অন্যতম সেরা দার্শনিক সিএলআর জেমস তাঁর ম্যাগনাম ওপাস বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারিতে দেখিয়েছিলেন যে ক্রিকেটের সাফল্য কীভাবে ক্যারিবীয় অঞ্চলের কালো মানুষদের গোটা দুনিয়াজুড়ে সম্মান বাড়িয়েছিল। বিশেষত ইংল্যান্ডের মাঠগুলোতে একেকটা জয়ের পরে বেলবটম প্যান্ট পরা, দিনভর উল্লাস করতে থাকা কালো মানুষদের ঢল নামত। মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের প্রভাবটা ছিল অনেক বেশি। এককালে যাঁদের দাস হিসেবে দেখা হতো, তাঁরা টের পেত মানুষ হিসেবে তাঁদের সম্মান কোনো অংশে কম না।

আধুনিক যুগে খেলার দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সাফল্য এই সম্মান এনে দেয়, যা অন্যভাবে পাওয়া খুব মুশকিল। খেলাধুলার সাফল্য সফট পাওয়ার হিসেবে কাজ করে। সে দেশ ও দেশের মানুষ সমন্ধে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। যে কারণে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো মানুষও বিন্দুমাত্র ফুটবল না বুঝে ফিফা বিশ্বকাপ নিজের দেশে আয়োজন করা নিয়ে মহা উৎসাহী হয়ে পড়েন।

এক একাডেমিক গবেষণায় দেখা গেছে, লিভারপুলের হয়ে খেলা ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহ সে দেশের ইসলামবিদ্বেষ কমাতে বিপুল ভূমিকা রেখছেন, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হতো না। ফুটবলের সাফল্য আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মতো দেশকে অন্য রকম একটা সম্ভ্রম দিয়েছে।

ব্রাজিলের কথা বলতে গেলে এই ব্যাপারটার তাত্ত্বিক দিকও বোঝা সহজ হবে। যদিও একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে, ‘ন্যাচারাল ট্যালেন্ট’ আর দারিদ্র্য ব্রাজিলের বস্তির ছেলেদের দুনিয়ার সেরা বানিয়েছে, কিন্তু এই রোমান্টিক গল্পের পেছনে রয়েছে কঠোর কার্যকারণ।

১৯৫৮ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের যে দলটাকে পাঠানো হয়, তাদের পেছনে ছিল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। দলের দায়িত্বে থাকারা বহু আগে থেকেই সুইডেনে গিয়ে সরেজমিনে সব দেখে আসেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পনা করেন, যাতে দলের খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপের সময় সবচেয়ে কম ভ্রমণ করতে হয়, আরামদায়ক আবাসন ও যথেষ্ট প্রস্তুতির সুযোগ মেলে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের খাবারের চার্ট, পারিবারিক ও যৌনজীবনসহ, স্বাস্থ্যবিধি, অনুশীলনের যাবতীয় বিষয়ে কড়া নজর রাখা হয়।

গল্পটার শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ব্রাজিলসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ দেয়, যার প্রভাবে কর্মসংস্থান ও বেতনের প্রবৃদ্ধি হয়। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির জীবনমানের কিছুটা উন্নতি এবং ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। এতে ব্যবসাবাণিজ্যও ফুলেফেঁপে ওঠে, তৈরি হয় এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল হওয়ায় ফুটবলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতে, আর তাতে আকৃষ্ট হয় গরিব অংশ থেকে আসা মেধাবীরা। সেই সময়টা রেডিওসহ গণযোগাযোগের মাধ্যমের দারুণ বিকাশের, যা ফুটবলকে এক গণআকাঙ্ক্ষার, সামষ্টিক কল্পনার কেন্দ্র করে তোলে।

মোদ্দা কথা, দারুণ পরিকল্পনা, খেলায় জিতলে প্রচুর সম্মাননা ও সম্মানী এবং একে কাজে লাগিয়ে জাতি গঠনের ব্যাপারটা ব্রাজিলের ফুটবলকে বিশ্বসেরা করে।

আধুনিক স্পোর্টস, বিশেষত টিম স্পোর্টসের সাফল্যের জন্য এই ব্যাপারগুলো ভীষণ জরুরি। এর কোনো ব্যত্যয় নেই। সাফল্য শর্টকাটে আসে না। ফলে খেলার সাফল্য নির্দেশ করে যে জাতি হিসেবে সুশৃঙ্খল এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খেলার মাঠের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই দেশের মানুষ সফল হতে পারে। দরকার কেবল সুযোগের।

বাংলাদেশ সেইটাই প্রমাণ করল। ডারউইনের এই জয় হুট করে আসেনি। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ নিজেদের পেস শক্তি বাড়িয়েছে। পরিকল্পনা ও দীর্ঘদিনের কঠোর অনুশীলনে উঠে এসেছে একঝাঁক পেসার। সামনের দিনেও এই ধারা বাড়তে থাকবে। আর এই খেলোয়াড়েরা অর্জন করেছে মানসিক শক্তি।

স্টার্কের মতো খেলোয়াড়ের চোখে চোখ রেখে জবাবও দিতে পারে ছোটখাটো বাংলাদেশিরা। এই আত্মবিশ্বাসটাই আসল। এই ব্যাপারটা সংক্রমিত হয় লাখো প্রবাসীদের মনেও।

বিদেশের মাটিতে এমন একটা জয় আরিফদের মনে সাহস দেয় যে আমরা কারও থেকে কম না। পরিকল্পনা, পরিশ্রম আর দৃঢ় ইচ্ছা আমাদের বিশ্বসেরা করতে পারে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ লোকরঞ্জনবাদ ও বিভেদের জন্ম দেয়। কিন্তু আধুনিক দুনিয়ায় লড়াইটা হবে খেলাধুলার চেতনায়। প্রতিযোগিতা করে আমরা নিজেদের সেরা বানাব; কিন্তু কাউকে হেয় করব না। খেলায় জিতে হাত মেলাব।

অস্ট্রেলিয়াসহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা লাখো প্রবাসী আজকের জয়ে ভীষণ উজ্জীবিত হবে সেরার লড়াইয়ের অনুপ্রেরণাও। আমরা পারি, পারব যে কাউকে হারিয়ে জিততে। দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পরিশ্রম আর ইচ্ছাশক্তি।

আমরা শুধু অংশগ্রহণের জন্যই অংশ নিই না, জেতার জন্য অংশ নিই। ক্রিকেটের এই বিশ্বাসটা ছড়িয়ে যেতে পারে আমাদের জাতিগত পরিচয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ গবেষক ও লেখক

মতামত লেখকের নিজস্ব

পৌর চেয়ারম্যান থেকে রাষ্ট্রপতি -

১৩ পৃষ্ঠার পর

টালমাটাল অবস্থায় ছিল তখন দেশের ভেতর দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দলের রাজনীতিতে তার দায়িত্বশীল ভূমিকা আর পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বই তাকে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য যোগ্য করে তুলেছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন,“খালেদা জিয়ার যখন কারা অন্তরীণ, রাজনীতিতে বেশ টালমাটাল অবস্থায় বিএনপি, তখন মির্জা ফখরুলের দৃঢ় অবস্থান আমরা দেখেছি। বারবার গ্রেফতার হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, তারপরও তিনি মাটি কামড়ে পড়েছিলেন”

শিক্ষকতা পেশা থেকে রাজনীতির মাঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৬০ এর দশকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হল ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি হন তিনি। তাকে সে সময় কারাগারেও যেতে হয়েছিল। শিক্ষা জীবন শেষে ১৯৭২ সালে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। এরপর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকতা করেন তিনি। পরে তিনি ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রশাসনে সে সময়ের উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারীর পিএস পদে যোগ দেন।

কয়েক বছর পর ১৯৮৬ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মির্জা ফখরুল। দুই বছরের মাথায় ১৯৮৮ সালে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন তিনি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ১৯৯০ সালে তিনি যোগ দেন বিএনপিতে। ১৯৯২ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি এবং পরে দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শামছুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন,“জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সদালপী, বিনয়ী এবং পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নিঃস্বার্থ একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত”

১৯৯১ সালে তিনি বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে নির্বাচন করেন। তবে সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার জয়ের দেখা পাননি তিনি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ওই বছরই চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় মির্জা ফখরুল প্রথমে কৃষি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এরপর মন্ত্রীসভায় পরিবর্তন আনা হলে তিনি বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এবং ২০০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ওই পদেই বহাল ছিলেন।

বিএনপির নেতৃত্বে আসার আগে আগে মির্জা ফখরুল জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের প্রথম সহসভাপতি এবং পরে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন।

গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন,“মেয়র, প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রী- সবই ছিলেন তিনি। দায়িত্ব পালনের সময় আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের অনেক ধরনের নেতিবাচক ইমেজ তৈরি হয়, তবে মির্জা ফখরুল এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত ছিলেন”

রাজনীতির কঠিন সময়ের নেতৃত্ব

২০০৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল - এ সময়কালে রাজনীতিতে কঠিন একটা সময় পার করেছে বিএনপি।

সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আটক ও কারাবরণ, কখনো দল ভাঙনের মুখে পড়েছে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের প্রায় পুরোটা সময় বিএনপি রাজনীতিতে অনেকটাই কোণঠাসা অবস্থানে ছিল।

চ্যালেঞ্জিং সেই সময়ে দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মির্জা ফখরুল।

সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবি হয় বিএনপির। সে নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে দলীয় মনোনয়ন পেলেও জিততে পারেননি তিনি।

এরপর ২০০৯ সালের জাতীয় কাউন্সিলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হন মির্জা ফখরুল। মাত্র দুই বছরের মাথায় ২০১১ সালে বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন মারা যান। তার মৃত্যুর পর মির্জা ফখরুলকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেন খালেদা জিয়া।

ওই বছরই আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রতিবাদে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বয়কট করে বিএনপি। আন্দোলনে নামে বিএনপি।

বিএনপির সিনিয়র নেতৃত্ব গ্রেফতার, মামলা ও দমন-পীড়নের মুখে পড়ে।

এর প্রায় দুই বছর পর ২০১৬ সালের ৩০ মার্চ বিএনপির পুর্নাঙ্গ মহাসচিব হন মির্জা ফখরুল। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দলীয় প্রধান খালেদা জিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। ওই বছরের শেষে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ও নানা মামলা জটিলতায় পড়ে বিএনপি।

একদিকে খালেদা জিয়ার বন্দি জীবন, অন্যদিকে দলটির তৎকালীন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান তখন লন্ডনে নির্বাসিত। সেই কঠিন সময়ে দেশের ভেতরে দলকে নেতৃত্ব দেন মির্জা ফখরুল।

গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছিলেন“এত ঝড় ঝাপ্টার মধ্যেও বিএনপিকে ভাঙা যায় নি, কারণ তখন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো একজন মহাসচিব ছিলেন যিনি দেশের ভেতরে থেকে দলটাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন”

দেশের ভেতর দলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কয়েক দফায় কারাগারে যেতে হয়েছে তাকে বিভিন্ন মামলায়। বিভিন্ন সময় হামলা ও নির্যাতনের মুখেও পড়েন তিনি।

ক্লিন ইমেজের রাজনীতিক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কথার লড়াই ছিল সব সময়ই। সভা সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একে অপরকে আক্রমনাত্মক ভাষার ব্যবহারও চলে হরহামেশাই।

কিন্তু এদিক দিয়ে অনেকটাই ব্যতিক্রম মির্জা ফখরুল।

অধ্যাপক শামছুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন,“তার রাজনীতির যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করেছি, তা ছিল অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী এবং সদালাপী উনি। অন্য দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে তিনি কখনো কটূক্তি করতেন না। সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন এবং শ্রদ্ধার সাথে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে কি আবার জঙ্গি তৎপরতা

১২ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ সদরদপ্তর। পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট বা সিটিটিসির প্রধান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, ''জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে আমরা খোঁজ খবর রাখছি। যারা জামিন পেয়ে বেরিয়ে গেছে তাদের বিষয়ে আমরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি।''

হঠাৎ আলোচনায় আল কায়দা

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের 'অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম' এর ১০ আগস্ট প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে

আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা একিউআইএস নিয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে মূলত বিশ্বজুড়ে নিষিদ্ধঘোষিত বিভিন্ন জঙ্গি ও সন্ত্রাসী সংগঠনের বর্তমান অবস্থা, আর্থিক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা তথ্য, মাঠপর্যায়ের গবেষণা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর বা নির্দিষ্ট সময় পরপর এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

৩০ পৃষ্ঠা এই প্রতিবেদনের ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ''আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস - যা কোনো তালিকাভুক্ত সংগঠন নয়) একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী থেকে আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে; তারা বড় কোনো ইউনিটের পরিবর্তে ছোট ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা 'সেল' বা শাখার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূতভাবে কাজ করার পাশাপাশি নিজস্ব লজিস্টিক ও আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে দিল্লির লালকেল্লায় চালানো হামলার দায় আনুষ্ঠানিকভাবে একিউআইএস-এর ওপরই বর্তানো হয়েছিল। বাংলাদেশে নিজেদের শাখা বা 'সেল' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশটির পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে একিউআইএস-এর তৎপরতা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগও দেখা দিয়েছিল।''

এই প্রতিবেদনটি সরকার আমলে নিচ্ছে কি না জানতে চাইলে সোমবার তিনি বলেন, ''অনুমাননির্ভর কোনো রিপোর্টের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি না।''

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কার কিছু ঘটনা

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর ওই বছরই রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় কালেমা খচিত কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করতে দেখা গেছে। এসব মিছিল থেকে ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ, ইসলামের নবীকে কটূক্তির প্রতিবাদ কিংবা ইসলামি খেলাফত কায়েমেরও দাবি তুলতে দেখা গেছে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি বা উগ্রবাদী কিছু কর্মকাণ্ডের বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে আসে। গত বছর ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের একটি মিছিল টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

ওই সময় পুলিশ কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, জঙ্গি বলে বাংলাদেশে কিছু নেই। যা আছে ছিনতাইকারী। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন করে 'জঙ্গি' ইস্যুটি শুধু সামনে আসে। গত এপ্রিলে বাংলাদেশে 'জঙ্গি তৎপরতার' বিষয়টি সরকারের উচ্চ মহলের বক্তব্যের মাধ্যমেও সামনে আসে। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ দেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই বলে জানালেও তখন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছিলেন, দেশে জঙ্গি রয়েছে, তবে সরকার তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

জঙ্গিবাদ নিয়ে গবেষণা করেছেন বাংলাদেশের মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। তিনি বলেন, ''৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে যে ত্রুটিবিচ্যুতি তৈরি হয়েছে, তার সুযোগ উগ্র গোষ্ঠীগুলো নিতে পারে। বাংলাদেশজঙ্গি তৎপরতা নেই, এটি বলার সুযোগ নেই। কারাগার ভেঙে কিংবা জামিনে এমন কিছু ব্যক্তি ৫ আগস্টের পর বেরিয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে উগ্র গোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আগে থেকেই ছিল। কেবল ধর্মীয় উগ্রবাদ নয়, এর বাইরেও যে উগ্রবাদ রয়েছে, তাদের বিচরণের একটা মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নিতে পারে। এছাড়া দেশের রাজনীতিতে অতীতে যাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের উগ্রভাবে ফেরত আসার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হতে পারে।''

কারামুক্ত কিছু জঙ্গি নেতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছেন

২০২৩ সালের ৩০ মে ঢাকার মাদারটেক থেকে গ্রেপ্তার হন ইকরামুল হক। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশের শাখা একিউআইএসের সঙ্গে যুক্ত এই ব্যক্তি অন্তত পাঁচটি ছদ্মনামে পরিচিত। ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর জামিনে মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। কিন্তু জামিনে মুক্তির পর প্রায় ২২ মাস পেরিয়ে গেলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তার এখনকার সুনির্দিষ্ট অবস্থানের তথ্য নেই। জামিনে বের হওয়ার পর ছেলে নারায়ণগঞ্জের সানারপাড় এলাকার একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন বলে ইকরামুলের বাবা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন দাবি করেছেন। পুলিশ বলছে, ইকরামুল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে অবৈধ পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং গ্রেপ্তারের আগ পর্যন্ত ময়মনসিংহ থেকে একিউআইএসের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। ভারতে তার বিরুদ্ধে ১০টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে সিটিটিসি। প্রযুক্তিতে দক্ষ এই ব্যক্তি একিউআইএসের দাওয়াহ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন এবং অনলাইনে সদস্যদের ক্লাস নিতেন বলে জানান তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, ইকরামুলের বিষয়টি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নাও হতে পারে।

সূত্র মতে, নব্য জেএমবির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ থাকা 'বোমারু মামুন' ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে জামিনে বের হন। ২০১৭ সালে পান্থপথের হোটেল ওলিওতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তার তৈরি বোমা ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে পুলিশের। ওই বিস্ফোরণে সাইফুল ইসলাম নামে এক তরুণ নিহত হন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মামুনসহ হোটেল ওলিও মামলার সব আসামিকে খালাস দেন আদালত। তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, গত ডিসেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত কেরানীগঞ্জ, যাত্রাবাড়ী, কুমিল্লা, সায়েদাবাদ, মতিঝিল ও আশুলিয়ার কয়েকটি ঘটনায় মামুন ও তার সহযোগী আরিফের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে।

গত ১১ আগস্ট আরিফকে গ্রেপ্তারের পর সাভারের শ্যামপুরে তার আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ১৩টি পাইপবোমা ও বোমা তৈরির রাসায়নিক উদ্ধারের দাবি করে সিটিটিসি। সিটিটিসি বলেছে, বোমারু মামুনকে ধরতে জোরালো অভিযান চলছে। ১৬ আগস্ট ডেমরা থেকে বোমাসদৃশ দুটি বস্তুসহ জুয়েল ভুঞা ওরফে 'ওস্তাদ' নামের আরেক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, জুয়েল ২০২৩ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। এরপর ২০২৪ সালে কারাগার ভেঙে পালিয়ে যান।

৬৯০ বন্দির কোনো খোঁজ নেই

চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তত ৬৯০ বন্দির এখনো খোঁজ মেলেনি। পলাতক বন্দিদের মধ্যে ৯ জন জঙ্গিবাদের মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে ৬ জনকে এরইমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকি তিন জনের কোনো খোঁজ নেই বলে জানিয়েছেন কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোতাহের হোসেন।

তিনি বলেন, কারাগারে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তবে কতজন জঙ্গি সুনির্দিষ্টভাবে জামিনে মুক্তি পেয়েছে সেটা বলা মুশকিল।

এর আগে দুপুরে কারা অধিদপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অস্থিরতার সময় বিভিন্ন কারাগার থেকে মোট ২ হাজার ২৪০ জন বন্দি পালিয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশকেই এরইমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানান, নরসিংদী কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ১৬৬ বন্দির পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। কারণ, হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় সার্ভার এবং ডাটাবেজসহ কারাগারের যাবতীয় নথি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, কারাগারের ধারণক্ষমতা ৪৪ হাজার হলেও এখন আছে ৯৮ হাজারের মতো।

তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলার সময় ২০ জুলাই নরসিংদী জেলা কারাগারে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ৯ জঙ্গিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের 'সহযোদ্ধারা'। ৯ জনের মধ্যে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলখানা থেকে পালানো ৯৮ জঙ্গির ৭০ জনই সাজাপ্রাপ্ত। তাদের মধ্যে ২৭ জনকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি। - জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের প্রতিনিধি সমীর কুমার দে

শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক হয়েও কেন মাছ

১২ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় এবং মাছ চাষে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের (ডিওএফ) তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন বছরে ৫০ লাখ টনের বেশি মাছ উৎপাদিত হয়। যেখানে দেশে বার্ষিক মাছের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪৮ লাখ ৯৩ হাজার টন।

কিন্তু, সরকারি নথি বলছে, দেশে প্রতি বছর নিয়মিত হাজারো টন মাছ আমদানি হচ্ছে।

সরকারি কর্মকর্তা ও আমদানিকারকদের মতে, এর কারণ মূলত মাছের বৈচিত্র্য। বাংলাদেশে চাহিদা রয়েছে এমন কিছু প্রজাতির মাছ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং কিছু মাছ একেবারেই উৎপাদিত হয় না। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং বিশেষায়িত বাজারের সেই চাহিদা পূরণ করতেই মাছ আমদানি করতে হয়।

কোন মাছ, কীভাবে ও কোথা থেকে আসে

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ২৮৮টি প্রতিষ্ঠান দেশে মাছ ও মাছজাত পণ্য আমদানির জন্য নিবন্ধিত রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৫২১ কোটি টাকা মূল্যের ৫৬ হাজার টন মাছ আমদানি করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৭৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫৫ হাজার টন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৭১ হাজার টন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০৬ কোটি টাকা মূল্যের ৫৭ হাজার টন মাছ আমদানি করা হয়েছে।

যেসব মাছ বেশি আমদানি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে রুই, পাঙাশ, রূপচাঁদা, টুনা, শ্যাড, মুলেট, দোরাব ও ম্যাকারেল। এ ছাড়া, লইট্টা ও পুঁটি মাছের শুঁটকিও আমদানি করা হয়।

এর বেশিরভাগই হিমায়িত অবস্থায় আসে। গত অর্থবছরে আমদানি করা প্রায় ৮৬ শতাংশ মাছ হিমায়িত অবস্থায় এসেছে। মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় হিমায়িত করে আনা হয় বলে এসব মাছে পচন ধরে না এবং কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বাকি মাছগুলো আসে বরফে রাখা অবস্থায়। সেগুলো শূন্য থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে, অর্থাৎ হিমাঙ্কের সামান্য ওপরে রাখা হয়। এতে স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারের জন্য মাছের গুণগত গঠন ভালো থাকে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ মূলত মাছ আমদানি করে চীন, ভারত, মিয়ানমার, জাপান, ওমান, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে।

কেন আমদানি

ইয়েমেন, ওমান, দুবাই, চীন, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছের পাশাপাশি ইলিশ, রুই, কাতলা, ইন্ডিয়ান ম্যাকারেল, হর্স ম্যাকারেল, টুনা, ক্যাটফিশ ও চন্দনা ইলিশ আমদানি করেন মো. সাঈদ আলী। এমনকি উরুগুয়ে থেকেও স্থানীয়ভাবে রূপসী বা লাফা নামে পরিচিত ইলিশ আমদানি করেন।

তার ক্রেতা রয়েছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। তিনি জানান, লইট্টার মতো আমদানি করা কিছু মাছ তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় ভালো বিক্রি হয়। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো এই মাছ বেশি কেনেন।

তিনি আরও জানান, দেশে বর্তমানে যেসব মাছের চাহিদা আছে, সেটার ঘাটতি পূরণে ভূমিকা রাখছে আমদানি করা মাছ।

আরেক আমদানিকারক মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম রোকন ভারত ও মিয়ানমার থেকে রুই, কাতলা, ভেটকি ও ইলিশ আমদানি করেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন বাজারে এসব মাছ বিক্রি করেন। প্রায় সারা বছরই এসব মাছের চাহিদা থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এসব মাছের চাহিদা বেশি থাকে। স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখার জন্যই আমদানি করা হয়।'

দেশের হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলো আমদানি করা মাছের বড় ক্রেতা। ঢাকার কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ও পশ্চিমা ধাঁচের সি-ফুড রেস্তোরাঁর মেনু দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের ঝরনা গ্রিলের মেনুতেও বিষয়টি স্পষ্ট। রেস্তোরাঁটির নিজস্ব মেনুতে তাদের 'প্যাসিফিক-অনুপ্রাণিত খাবার'-এর উপকরণ হিসেবে 'ভিয়েতনামিজ প্রন, কানাডিয়ান স্যামন, সিঙ্গাপুরের কাঁকড়া, অস্ট্রেলিয়ান বিফ'-এর কথা বলা হয়েছে। তাদের সি-ফুড তালিকায় নরওয়েজিয়ান স্যামন স্টেক রয়েছে, আর মাংসের জন্য আলাদা 'ইমপোর্টেড স্টেকস' বিভাগ রয়েছে।

দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার সিজনাল টেস্টস রেস্তোরাঁ চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে 'অথেনটিক চিলড নরওয়েজিয়ান স্যামন'কে কেন্দ্র করে একটি সি-ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। সেখানে সি-ফুড পায়েলা ও টেরিনও ছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিলাসবহুল হোটেলটির এক কর্মকর্তা দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, আমদানি করা সি-ফুডের চাহিদা অনেক বেশি। চিলড স্যামন, স্মোকড স্যামন, টুনা ফিলেট, চিলিয়ান সি বাস ও পাঙাশ ফিলেটের চাহিদা রয়েছে। হোটেলটি প্রতি মাসে প্রায় ২ হাজার ৩০০ কেজি আমদানি করা মাছ ব্যবহার করে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শেরাটন ঢাকার এক কর্মকর্তাও একই কথা জানান।

মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার সহকারী পরিচালক মো. বরকতুল আলম দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, দেশীয় নিয়মিত চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশে মাছ আমদানির প্রয়োজন নেই, কারণ দেশে পর্যাপ্ত মাছ উৎপাদিত হয়। কিন্তু, বাজারের কিছু বিশেষ চাহিদা পূরণ করার জন্যই আমদানি করা হয়।

তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট প্রজাতি ও পণ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারের বিভিন্ন খাত ও মাছভিত্তিক শিল্পকে সহায়তা করে আমদানি।'

আরও উন্নত নিয়ন্ত্রক তদারকি প্রয়োজন

তবে মৎস্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আমদানি করা মাছের মান নিশ্চিত করতে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রক তদারকির ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, 'আমদানি করা মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের উৎস ও ধরন যত বৈচিত্র্যময় হচ্ছে, আমাদের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও ধারাবাহিকভাবে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। যাতে শুধু নিরাপদ, মানসম্মত ও মানুষের খাওয়ার উপযোগী পণ্যই দেশের বাজারে আসতে পারে।'

বাংলাদেশে মাছ আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইতোমধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটি আরও সমন্বিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার সুযোগ রয়েছে। এর লক্ষ্য হওয়া উচিত ভোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ন্যায্য বাণিজ্য বজায় রাখা এবং দেশীয় মাছ উৎপাদক ও দায়িত্বশীল ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা।'

তিনি জানান, বর্তমানে নিয়ন্ত্রক তদারকি মূলত অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া অথবা সীমিতসংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বরকতুল আলম বলেন, রপ্তানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যায়ন, আমদানির আগে যাচাই ও স্বাস্থ্য সনদ যাচাই থেকে শুরু করে ঝুঁকিভিত্তিক সীমান্ত পরিদর্শন, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা, পণ্যের গতিপথ অনুসরণ এবং ছাড়পত্র দেওয়ার পর নজরদারিড়পুরো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই এর আওতায় আনতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা বৈশ্বিক বাণিজ্য মানদণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের বিধিবিধান সামঞ্জস্যপূর্ণ করারও পরামর্শ দেন। বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার খাদ্যনিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমানের ভিত্তিতে নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, 'মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, আমদানি নীতি আদেশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ ও শক্তিশালী করা উচিত।'

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিতের নীতি বেআইনি, ট্রাম্প প্রশাসনের

১০ পৃষ্ঠার পর

যাওয়ার প্রক্রিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।

তবে আদালতের রায়কে এমন অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না যে আজই প্রত্যেক বাংলাদেশি আবেদনকারীর হাতে ভিসা চলে আসবে। নীতি বাতিল হলেও প্রত্যেক আবেদনকারীর ভিসা সংশ্লিষ্ট কনস্যুলার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কোনো আবেদনকারীর অন্য কোনো আইনগত অযোগ্যতা থাকলে সেটিও কর্মকর্তারা পৃথকভাবে বিবেচনা করতে পারবেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। ফলে রায়ের পর ভিসা প্রক্রিয়া বাস্তবে কীভাবে এগোবে, আগে স্থগিত বা প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলো কীভাবে পুনরায় বিবেচনা করা হবে এবং দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলো কখন স্বাভাবিকভাবে ভিসা প্রদান শুরু করবে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের জন্য তাই ২১ আগস্ট শুক্রবারের রায়টি গুরুত্বপূর্ণ আইনি অগ্রগতি হলেও, সব আবেদনকারীর ভিসা তাৎক্ষণিকভাবে ইস্যু হবে এমন নিশ্চয়তা এখনো তৈরি হয়নি। পরবর্তী আদালতের কার্যক্রম এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপের ওপর এর বাস্তব প্রভাব অনেকটাই নির্ভর করবে।

ফখরুলকে জারদারির অভিনন্দন,

১৩ পৃষ্ঠার পর

বাড়বে। জারদারি জানান, পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে আরও বেশি যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছেন।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি ফখরুলকে তার সুবিধাজনক সময়ে পাকিস্তান সফরেরও আমন্ত্রণ জানান।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ সফর দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার এবং ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সহযোগিতা গভীর করার সুযোগ সৃষ্টি করবে।
প্রেসিডেন্ট জারদারি রাষ্ট্রপতি ফখরুলকে তার দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য শুভকামনা জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

রোহিঙ্গা সংকট দেশের পরিবেশ ও

১২ পৃষ্ঠার পর

বিচারক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাজীবীদের এই অংশগ্রহণকে অভিজ্ঞতার একটি মূল্যবান সমন্বয় হিসেবে উল্লেখ করেন সেনাপ্রধান।
কোর্সটি সফলভাবে আয়োজন করায় এনডিসির কমান্ড্যান্ট, ফ্যাকাল্টি সদস্য ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। পাশাপাশি কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি।
তিনি বলেন, বিভিন্ন পেশা ও অভিজ্ঞতার মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও ভালো সমন্বয় ও শক্তি তৈরি করতে পারে।
“বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মানুষ যখন একসঙ্গে কাজ করেন, তখন একটি সমন্বিত শক্তি বাসিনার্জি তৈরি হয়,চ বলেন তিনি। এ ধরনের বন্ধন দেশকে এগিয়ে নিতে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
সমাপনী অনুষ্ঠানে সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, এনডিসির ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

তারেক রহমানের সম্ভাব্য সফর নিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

ওবাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার পূর্ণাঙ্গ মহড়ার কারণে এই শনিবার (২২ আগস্ট) রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোরকোর্টে চেঞ্জ অব গার্ড অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ন্ন।
যদিও এই সফর নিয়ে নয়াদিল্লি বা ঢাকা কোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা এখনও দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তিটি তুলে নেওয়া হয়। বেলা ৩টার দিকে নতুন বিবৃতিতে বলা হয়ওএই শনিবার কোনো চেঞ্জ অব গার্ড অনুষ্ঠান হবে ন্ন শিরোনামে যে বিজ্ঞপ্তি গত ২১ আগস্ট প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটি প্রত্যাহার করা হলো।
তারেক রহমানের সম্ভাব্য সফর নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনার কথা এর আগে জানিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। তারা বলেছিলেন, আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে এ সফর হতে পারে।
গত ১৬ আগস্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার কারণে সফর নিয়ে আলোচনা জটিল হয়ে উঠেছে।
ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও শীর্ষ কূটনীতিকদের সম্মান জানাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ সামরিক ও কূটনৈতিক আয়োজনের ঐতিহ্য রয়েছে। ভবনের ফোরকোর্টে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিন বাহিনীর সমন্বয়েন্ধগার্ড অব অনান্ন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
মূল অনুষ্ঠানের আগের দিন এর একটি পূর্ণাঙ্গ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সফররত শীর্ষ নেতার সম্মানে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির ভবনে নৈশভোজেরও আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে ভারতের

১৩ পৃষ্ঠার পর

পালনে সহায়ক হবেঞ্চ তিনি বলেন, অভিন্ন ত্যাগের ইতিহাস, ঘনিষ্ঠ সাংস্ক তিক বন্ধন ও উষ্ণ বন্ধুত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একন্ধিঅনন্য সম্পর্ক রয়েছে।
তিনি আরও বলেনওসাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জ্বালানি, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, যুব কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত হয়েছে। আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে আপনার সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছিঞ্চ
অভিনন্দনবার্তায় দ্রোপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সফল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রথম

১৩ পৃষ্ঠার পর

সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ড. আব্দুল মঈন খান নরসিংদী-২ আসনের সংসদ সদস্য। এর আগে তিনি বেগম খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার তথ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ পাচ্ছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বিজেপি চেয়ারম্যান ভোলা-১ আসনের সংসদ সদস্য। বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে তার দল নির্বাচনে অংশ নেয়।
এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে বান্দরবান আসনের সংসদ সদস্য সাচিং প্রু জেরী। তিনি বিএনপির বান্দরবান জেলা শাখার আহ্বায়ক।
এদিকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার লিংকন।
গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার লিংকন ২০০৬ সালের উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া হুমায়ুন কবির বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে যুক্ত আছেন। একইসঙ্গে তিনি দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।
এই রদবদলে পদোন্নতি পেয়েছেন এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। এর আগে তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নতুন বিন্যাসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রী করা হয়েছে। এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্য।
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গত ফেব্রুয়ারিতে সরকার গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ৫০ জন। তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। নতুন করে মোট ৫ জন যুক্ত হলেন।

‘মুসলিম’ সিনেটর হওয়ার দৌড়ে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

অঙ্গীকার, ইসরায়েল বিরোধী অবস্থান এবং বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে আমেরিকান অর্থায়ন বন্ধের দাবি তাকে মিশিগানের ডেমোক্র্যাট মনোনয়ন প্রত্যাশী করার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
“মানি আউট অব পলিটিক্স, মানি ইন ইওর পকেট, হেলথকেয়ার ফর অল” অর্থাৎ রাজনীতি থেকে অর্থকে সরিয়ে তা মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা এই ছিল তার নির্বাচনী প্রচারণার মূল বক্তব্য।
একইসাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি এমন ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন, যারা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দুই বছরের কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ।
পাশাপাশি ইসরায়েলসহ যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নের বিরোধিতাও তাকে তার সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয় করেছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীকে অর্থ সহায়তা দেয়াকে ‘আমাদের ট্যাক্স ডলারের নিকৃষ্টতম ব্যবহার’ বলে সমালোচনা করেছেন তিনি।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, মিশিগান স্টেটের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে তিনি নিজের দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সমর্থনই পাননি। যে কারণে তাকে বলা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক পার্টির ‘আউটসাইডার’, বা বহিরাগত।
বামপন্থী মতাদর্শের অনুসারী এল সাইদকে নির্বাচনে সমর্থন দিয়েছেন সিনেটরর বার্নি স্যান্ডার্স, কংগ্রেস সদস্য আলেক্সান্দ্রা ওসারিও-কর্টেজের মতো বামপন্থী ভাবধারার অনুসারী নেতারা।
আসছে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মিডটার্ম নির্বাচনে মিশিগান স্টেট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির মাইক রজার্সের, যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত, সাথে লড়াই করবেন ডা. আবদুল এল সাইদ।
আর ঐ নির্বাচনে জিতলে তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম মুসলিম সেনেটর।

যেভাবে রাজনীতিতে উঠে আসা

একচল্লিশ বছর বয়সী এল সাইদকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বহিরাগত বলা হলেও মূলধারার রাজনীতিতে তার প্রথম সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায় ২০১৮ সালে, মিশিগান রাজ্যের গভর্নর নির্বাচনের সময়।
সেসময় তিনি গভর্নর নির্বাচনে হেরে গেলেও মোট ভোটের ৩০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিলেন। ঐ নির্বাচনেও তার মূল এজেন্ডা ছিল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং রাজনীতি থেকে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন বাদ দেয়া। তবে ধারণা করা হয় এল সাইদের রাজনীতিতে আসার প্রাথমিক অনুপ্রেরণাটা তৈরি হয়েছিল ২০০৭ সালে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।
সে বছর এপ্রিলে মিশিগান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিল ক্লিনটনের উপস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে বক্তব্য রেখেছিলেন আবদুল এল সাইদ। তার ঐ বক্তব্যের পর বিল ক্লিনটন নিজের ভাষণের সময় অতিথিদের সামনেই তার বক্তব্যের প্রশংসা করেন।
পরে ক্লিনটন তার সাথে আলাদাভাবে দেখা করেও তার প্রশংসা করেছিলেন। সেই ঘটনার দশ বছর পর, ২০১৭ সালে, আবদুল এল সাইদ ঘোষণা দেন যে তিনি মিশিগানের গভর্নর নির্বাচনে লড়বেন। ঐ নির্বাচনে অংশ নিতে তিনি মিশিগানের ডেট্রয়েট শহরের পাবলিক হেলথ বিভাগের পরিচালকের চাকরি ছাড়েন।
৩০ বছর বয়সে, ২০১৫ সালে, এল সাইদ যখন ডেট্রয়েটের পাবলিক হেলথ বিভাগের পরিচালক হন তখন তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বড় শহরে এমন পদে থাকা সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। দায়িত্বে থাকার সময় তিনি শিশু মৃত্যুহার কমানো, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চশমা প্রদান ও শতাধিক স্কুলে সীসার মাত্রা পরীক্ষা করার মতো জনপ্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছেন।
সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কমিউনিটিরও ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন এল সাইদ। এ বছরের এপ্রিলে মিশিগানের প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য প্রার্থিতা ঘোষণার পর তিনি আবার আলোচনায় আসেন।
এবারের নির্বাচনের প্রচারণায় নিজেকে এল সাইদ তুলে ধরেছেন কর্পোরেশনগুলোর মুখোমুখি হতে চাওয়া একজন শ্রমজীবী নেতা হিসেবে, যিনি ইসরায়েলপন্থী অর্থায়নকারী আর দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার।
আর তার এমন অবস্থানের কারণে প ট্রাম্প তার সমালোচনা করেছেন ‘ইহুদি বিদ্বেষী’ হিসেবে।
“এই ব্যক্তি (এল সাইদ) ইহুদিদের ভালোবাসে না, সে ইসরায়েলকে ভালোবাসে না, সে তাদের ঘৃণা করে”, আবদুল এল সাইদ মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট মনোনয়ন জেতার পর এই মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
এল সাইদ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এই সামলোচনার জবাব দিয়েছেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার নির্বাচনী এলাকার ইহুদিদের নিয়ে তার মতামত কী, তিনি বারবারই এমন উত্তর দিয়েছেন যে তাদের তিনি ঠিক ততোটাই নিরাপত্তা দিতে চান যতোটা ‘নিরাপত্তা তিনি তার দুই মেয়ের জন্য’ দিতে চান।

যেভাবে আলোচনায় এলেন

বিশ্লেষকদের মতে, মিশিগান স্টেট এর প্রাথমিক নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের মনোনয়ন জেতার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে ইসরায়েল ইস্যুতে দুই প্রার্থীর প্রস্তাবিত নীতির পার্থক্য।
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং ইসরায়েলকে অর্থায়নের বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন এল সাইদ। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্ক নিয়ে তার অবস্থানের জন্য মিশিগানের ইহুদি সম্প্রদায়ের একাংশ যেমন তাকে সমর্থন দিয়েছে, আরেকটি অংশ তার বিরোধিতাও করেছে।
অন্যদিকে তার বিরোধী প্রার্থী হেইলি স্টিভেন্সের নির্বাচনের অর্থায়নের বড় অংশ এসেছে ইসরায়েলপন্থী আমেরিকান সরকারি একটি সংস্থা আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি, আইপ্যাক। মিজ স্টিভেন্স নিজেও এই মতবাদে বিশ্বাসী যে ইসরায়েলকে কোনো শর্ত ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা করে যাওয়া উচিৎ।
ইসরায়েল সহ বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীকে অর্থায়ন করার নীতি সম্পর্কে এল সাইদের বক্তব্য: “ইসরায়েল, মিশর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, জর্ডান, আরব আমিরাত, কাতার যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীতে অর্থায়ন করার বিপক্ষে আমি। আমি এই চিন্তা করে ট্যাক্স দেই না যে কাতার আমার টাকা দিয়ে ট্যাংক তৈরি করবে, বরং আমি এই চিন্তা করে ট্যাক্স দেই যে, যদি ঐ টাকা দিয়ে রাস্তা বানাতো বা স্কুল সংস্কার করতো তাহলে ভালো হতো।”
এছাড়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির সমালোচনা করেও এল সাইদ ভোটারদের নজর কেড়েছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। তাদের মতে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দুই বছর যেসব ভোটার ট্রাম্প প্রশাসন নিয়ে অসন্তুষ্ট, তাদের অনেকেই এল সাইদকে সমর্থন দিয়েছেন।
এক সাক্ষাৎকারে এল সাইদ মন্তব্য করেন যে, “আমরা মাইক রজার্স আর ‘ট্রাম্পবাদ’কে হারাতে একতাবদ্ধ। সামনের বছরগুলোতে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে চাই ও এমন একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চাই যিনি গণতন্ত্রের মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন, মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চান।”
নির্বাচনের আগে প্রচারণার সময় তিনি এক সময় বলেছিলেন, “আপনি যদি একজন সিনেটর চান যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি হবেন, তাহলে সেই ক্যান্ডিডেট আপনার সামনেই আছে।”
তবে আবদুল এল সাইদের বিজয় নিশ্চিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির গতিপথ বদলে দেয়ায় ভূমিকা রাখবে। নভেম্বরে মিডটার্ম নির্বাচনে তার জয় পাওয়া আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটদের ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০২৪ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেয়া মিশিগান স্টেটে সেক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের কাছে চলে আসবে, যা ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তাদের জন্য বড় সুবিধা করে দেবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। আর মিশিগান স্টেটে এল সাইদ জয় পেলে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যও ডেমোক্র্যাটরা হয়তো মধ্যমপন্থী নেতাদের বাদ দিয়ে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার বিষয়ে চিন্তা করবে।

আইশা ওয়াহাব যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস সদস্য এরিক সোয়ালওয়েলের দখলে ছিল; সোয়ালওয়েল যৌন অসদাচরণের অভিযোগের মুখে (যা তিনি অস্বীকার করেছিলেন) গত এপ্রিলে পদত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে কংগ্রেস বা প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ২১৩-তে, আর রিপাবলিকানদের দখলে থাকবে ২১৮টি আসন।
সান ফ্রান্সিসকো ও সান হোসের কাছাকাছি অবস্থিত এই নির্বাচনী এলাকাটি ডেমোক্র্যাটদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ওয়াহাব হবেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রথম আফগান-আমেরিকান সদস্য। প্রগতিশীল ধারার এই ডেমোক্র্যাট নেতা এর আগে স্টেট আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী ও আফগান-আমেরিকান হিসেবেও ইতিহাস গড়েছিলেন।
ওয়াশিংটন পোস্ট এবং অন্যান্য একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েল-পন্থী লবিং গ্রুপ ‘আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি’-র সুপার প্যাক ‘ইউনাইটেড ডেমোক্রেসি প্রজেক্ট’ হার্নান্দেজকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আগস্টের শুরু থেকে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিরোধিতা করেছেন বিশিষ্ট প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা; এর অন্যতম কারণ হলো প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে রিপাবলিকানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নভেম্বরে ওয়াহাব ও হার্নান্দেজ আবারও একে অপরের মুখোমুখি হবেন। সেই নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী পূর্ণ দুই বছরের মেয়াদের জন্য কংগ্রেসের আসনটি গ্রহণ করবেন। অসমতা হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করা স্টেট আইনপ্রণেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ওয়াহাব এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা ক্যালিফোর্নিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্টেট হিসেবে জাতিভেদ-ভিত্তিক বৈষম্য স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার পথে নিয়ে যেত। তবে ২০২৩ সালে গভর্নর গ্যাভিন নিউসাম সেই উদ্যোগটি বাতিল করে দেন; তাঁর মতে, বিদ্যমান আইনগুলোতে বংশপরিচয়-ভিত্তিক বৈষম্য ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ রয়েছে।

শরণার্থী থেকে সিআইএ-র গোয়েন্দা

৬৬ পৃষ্ঠার পর

শেষ রক্ষা হলো না ব্রেরিম স্কোরোর (৫৫)। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্তৃক আটক হয়ে ডিপোর্টেশন এর অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম৶দ্য টাইমস্ন-এর বিশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ব্রেজিম স্কোরোর এই করুণ কাহিনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের সন্ত্রাসী চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন স্কোরো। ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার সময় জীবন ঝুঁকিতে ফেলে পাকিস্তানের আল-কায়েদা ক্যাম্পেও অনুপ্রবেশ করেছিলেন তিনি।

প্রায় এক দশক ধরে আমেরিকার তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করে আল-কায়েদার অস্ত্র চালানের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সিআইএ-কে সরবরাহ করেন তিনি। এমনকি তার তথ্য প্রদানের ফলে আল-কায়েদাকে জিহাদিদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করা থেকে বিরত রেখেছিল।

স্কোরো দাবি করেন, ২০১০ সালে তথ্যদাতার কাজ শেষ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের (গ্রিন কার্ড) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা তো দূরের কথা, চলতি বছরের ৩ আগস্ট নিউ জার্সিতে কাজের অনুমতিপত্র (ওয়ার্ক পারমিট) নবায়ন করতে গিয়ে উল্টো আইসিই কর্মকর্তাদের হাতে হাতকড়া পরতে হয় তাকে।

নিউ জার্সির এলিজাবেথে আইসিই-এর আটক কেন্দ্রে বসে দ্য টাইমসকে স্কোরো বলেন৶আমি সিআইএ৷র হয়ে কাজ করেছি, এই দেশের জন্য এত কিছু করেছি, আর এখন আমি হাতকড়া পরা অবস্থায় কারাগারে। তারা আমার কাজের পারমিট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে হঠাৎ হাতকড়া পরিয়ে দিল। এর কোনো মানে হয় না৶

নিজের ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন৶আমি সিআইএ-এর হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছি, অথচ তারা আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল। এটা সিআইএ-এর হয়ে কাজ করতে চাওয়া অন্যদের কী বার্তা দেবে? এটি প্রমাণ করে যে, আমেরিকা কাউকে সুরক্ষা দেয় না। তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে৶

তিনি বলেন৶আমার মনোবল অনেক দৃঢ়, আমি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমার সামরিক প্রশিক্ষণ আছে, কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমাকে যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে৶

যেভাবে সিআইএ-তে যোগ দেন স্কোরো:

১৯৯৪ সালে যুগোস্লাভ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়েছিলেন স্কোরো। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে কসোভো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা তার ছোট সন্তান ও শরণার্থী মা-বাবার খরচের যোগান দিতে অল্প সময়ের জন্য মাদক চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এরপর পেনসিলভানিয়ার একটি কারাগারে সাত বছরের সাজা খাটার সময়, ৯/১১ হামলার ঠিক পরদিনই তাকে নিয়োগ করে সিআইএ। কসোভোর মুসলিম হওয়ায় এবং ধর্মীয় জ্ঞান থাকায় জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলোতে অনুপ্রবেশের জন্য তাকেই সেরা মনে করেছিলেন মার্কিন এজেন্টরা। অন্যদিকে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কসোভোবাসীদের সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতেন স্কোরো।

২০২৪ সালের নভেম্বরে দ্য টাইমস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন৶আমি দ্বিতীয়বার কিছু ভাবিনি। আমি নিজেকে আগে আমেরিকার একজন দেশপ্রেমিক এবং দ্বিতীয়ত একজন মুসলিম মনে করতাম। আমি এই দেশকে প্রতিদান দিতে চেয়েছিলাম৶

গোয়েন্দা কাহিনীর সত্যতা যাচাই করা কঠিন হলেও স্কোরোর আন্ডারকভার থাকার সময় ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ, হ্যান্ডলারদের চিঠিপত্র এবং কানাডা ও মার্কিন ইমিগ্রেশন আদালতের নথি ঘেঁটে তার দাবির সত্যতা পেয়েছে দ্য টাইমস। এমনকি তার সেই ফুটেজ ২০২৪ সালের প্রামাণ্যচিত্র৶দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল স্পাই৶-এ ব্যবহার করা হয়।

কারাদণ্ড ভোগ করার সময়ই, তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস বিমানবন্দরে বোমা হামলার কথিত৶মিলেনিয়াম প্লট৶-এর পেছনে থাকা আলজেরিয়ান মোখতার হাউয়ারিসহ তার সহবন্দীদের সম্পর্কে এফবিআই এবং সিআইএ-এর সঙ্গে তথ্য শেয়ার করা শুরু করেন।

স্কোরো মনে করেছিলেন, কাজের বিনিময়ে তিনি কম সাজা পাবেন। কিন্তু তার বদলে ২০০৭ সালে তাকে কসোভোতে ফেরত পাঠানো হয়। তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করা সময় তিনি আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন এবং বলকান অঞ্চলজুড়ে নানা মিশনে অংশ নেন।

বিন লাদেনের সন্ধানের সময় তিনি পাকিস্তানের আল-কায়েদা ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করেন এবং সিরিয়ায় আইসিসের সন্ত্রাসী চক্রান্ত নস্যাৎ করেন। আর এসবকিছুর মাধ্যমে স্ত্রী সুজান এবং তাদের কন্যাসন্তান ও ছেলেকে আমেরিকায় আইন অনুযায়ী বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে ভেবেছিলেন তিনি।

তিনি জানান, বিন লাদেন, সন্ত্রাসী চক্রান্ত, অস্ত্র ও অর্থায়ন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন তিনি। কিন্তু বৈঠকের নানাবিধ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও স্কোরো কখনো আল-কায়েদা প্রধানের কাছাকাছি যেতে পারেননি। তবে, তিনি আল-কায়েদার শীর্ষ নেতাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন, যারা স্কোরোকে বলকান অঞ্চলে বেড়ে ওঠা জিহাদিদের কাছে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, স্টিংগার এবং রকেট লঞ্চার সরবরাহ ও পাচারের দায়িত্ব দিয়েছিল। স্কোরো সিআইএ-কে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করলে সেই চালানটি আটকানো সম্ভব হয়।

স্কোরো দাবি করেন, তিনি কসোভোতে ইউরেনিয়ামের চালান আটকাতেও সাহায্য করেছিলেন। স্কোরো জানান, ২০১০ সালে মেসিডোনিয়ার একটি সিআইএ সেফ হাউসে যাওয়ার সময় তিনি অতর্কিত হামলার শিকার হন। সেসময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। নিরাপত্তার জন্য বিমানে করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, তাকে একটি খামে নগদ টাকা দেওয়া হয় এবং কসোভোতে ফেরত যেতে বলা হয়।

স্কোরো সিদ্ধান্ত নেন, গ্রিন কার্ড পেতে সিআইএ-এর সাহায্যের জন্য আর অপেক্ষা না করে নিজেই কানাডায় চলে যাবেন। কানাডা থেকে, তিনি পরিবারের কাছে যেতে ২০১৫ সালে নিজের প্রচেষ্টায় সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করেন।

সাবওয়েতে তার মেয়ের মেট্রো কার্ড ব্যবহার করার পর ইমিগ্রেশন এজেন্টরা তাকে গ্রেপ্তার করে। ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়ার আগে তিনি ফেডারেল হেফাজতে ছয় মাস কাটান।

ইমিগ্রেশন আদালতে ছয় বছরের আইনি লড়াইয়ের পর, আন্ডারকভার সময়ের কারণে নিজ দেশে ফেরত পাঠালে তাকে হত্যা করা হতে পারে জানানোর পর ২০২২ সালে জাতিসংঘের কনভেনশনের অধীনে স্কোরোকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এর মানে হলো তাকে কসোভোতে ফেরত পাঠানো যাবে না, তবে আলবেনিয়া বা অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশ যা তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তেমন কোনো নিরাপদ তৃতীয় দেশে পাঠানো যেতে পারে।

৶আইস৷ কর্মকর্তাদের ওপর প্রতিদিনের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার চাপ থাকে। এটি প্রতিদিন ২ থেকে ৩ হাজার পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা গেছে। এর ফলে মূল লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি নন এমন ব্যক্তিদেরও আটক করার উদ্বেগ বেড়েছে।

স্কোরো দ্য টাইমসকে বলেন৶তাদের দিনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করতে হয় এবং আমি তাদের মধ্যেই একজন। আমি পুরোপুরি নির্দোষ, ২০২২ সালের পর থেকে আমি কোনো অপরাধ করিনি এবং আমি প্রতি বছর ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছি৶

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইস তত্ত্বাবধানকারী ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কোনো মন্তব্য করেনি।

স্কোরোকে আটকের সময় ৫০ জনেরও বেশি লোকের সঙ্গে তাকে একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। তিনি জানান, গ্রেপ্তারকারী এজেন্টদের কাছে তার পরিচয় এবং সিআইএ-এর সঙ্গে তার নিজের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

স্কোরো বলেন,৶আমি অফিসারকে বলছি, গুগলে আমার নাম সার্চ দিন এবং দেখুন আমি কে, আমি একজন পরিচিত ব্যক্তি৶ তবে অফিসার তাকে চিনতে পারলেও নিজের দায়িত্ব পালনেই সচেষ্ট ছিলেন।

স্কোরো একজন সুপারভাইজারকে অন্য এজেন্টদের বলতে শুনেছেন৶আমি বুঝতে পারছি না যে, প্রেসিডেন্ট কেন এমন একজনকে কারাগারে পাঠাতে চাইবেন, যিনি এক দশক ধরে আমাদের জাতির সেবা করেছেন৶

স্কোরোর আইনজীবীরা তার পক্ষে ফেডারেল আদালতে একটি হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দাখিল করেছেন, যেখানে তাকে অবিলম্বে মুক্তি এবং যেকোনো হস্তান্তরের ওপর স্থগিতাদেশের অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদনে দাবি করা হয়৶সিআইএ এজেন্ট৷ হিসেবে বছরের পর বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ কাজের পর তাকে রেসিডেন্সি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল৶

১৭ আগস্ট নিউ জার্সির ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে পেশ করা একটি নথিতে স্কোরো লিখেছেন৶যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার বাধ্যবাধকতা পালন করতে এবং আমাকে দেওয়া ইমিগ্রেশনের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। আমার স্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া তিন সন্তানের বৈধতা রয়েছে৶

স্কোরো বিচারককে লিখেছেন,৶আমি যুক্তরাষ্ট্রে আরামে বসবাস করেছি। আমি একজন ড্রাইভার এবং আমার পরিবারকে ব্যয় মেটানোর জন্য সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা পর্যন্ত খুব কঠোর পরিশ্রম করি। আমি বিশ্বাস করি যে বৈশ্বিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলোতে অনুপ্রবেশের কাজের ওপর ভিত্তি করে আমাকে যদি কোনো তৃতীয় দেশে ফেরত পাঠানো হয় তবে আমাকে হত্যা করা হবে। এ অবস্থায়, আমি আইস হেফাজত থেকে আমার অবিলম্বে মুক্তি কামনা করছি৶- লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমস থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব

৬৬ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৮ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার মূল্যের কানাডীয় পণ্যের ওপর। এটি যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার মোট বার্ষিক রপ্তানির প্রায় ৫ শতাংশ। পাল্টা জবাবে কানাডাও সমমূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক এবং প্রধান আলোচক জেনিস শ্যারেটের নেতৃত্বে কানাডীয় দল ওয়াশিংটনে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে টানা আলোচনা করছিল। প্রধানমন্ত্রী কার্নির চিফ অব স্টাফ মার্ক-আন্দ্রে ব্ল্যানচার্ডও আলোচনায় যোগ দেন। এমনকি শুক্রবার সময়সীমার কয়েক ঘণ্টা আগেও ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "কানাডার সঙ্গে চুক্তি এগিয়ে চলছে। কানাডার সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি হওয়া উচিত।" প্রধানমন্ত্রী কার্নির সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি। অথচ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সেই আশাবাদ উধাও হয়ে যায়।

কার্নির ভাষায়, শেষ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত শর্তে এমন পরিবর্তন আনে, যা ছিল অন্যায্য, অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেকোনো চুক্তির নির্ভরযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। ওয়াশিংটনের বক্তব্য ঠিক উল্টো। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার দাবি করেছেন, সপ্তাহের শুরুতে যে শর্তগুলো নিয়ে সমঝোতা হয়েছিল, কানাডাই শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সরে এসেছে। অর্থাৎ কে শেষ মুহূর্তে শর্ত বদলেছে, তা নিয়ে দুই দেশের বক্তব্য সরাসরি পরস্পরবিরোধী।

কানাডা কী প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটি বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এক বছরের বেশি সময় ধরে ট্রাম্প প্রশাসন কানাডীয় ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ৫০ শতাংশ, গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ এবং বিভিন্ন বনজ পণ্যের ওপর ১০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে। কানাডা চাইছিল এসব শুল্ক উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হোক এবং ইলেকট্রনিকস, অ্যালকোহল, দুগ্ধপণ্যসহ নতুন খাতে আর কোনো শুল্ক না আসুক। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র চাইছিল কানাডা মার্কিন গাড়ির ওপর পাল্টা শুল্ক তুলে নিক, দুগ্ধবাজারে মার্কিন প্রবেশাধিকার বাড়াক, প্রদেশগুলো মার্কিন মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুক এবং সরকারি ক্রয়ে "হুঁ ঈধহধফধ" নীতি শিথিল করুক। অর্থাৎ কানাডা একের পর এক ছাড় দেবে, আর বিনিময়ে ট্রাম্প আগে চাপিয়ে দেওয়া শুল্কের মাত্রা নামমাত্র কিছুটা কমাবেন।

গাড়ি ও ইস্পাতের প্রস্তাবেই সেই বৈষম্য সবচেয়ে স্পষ্ট। গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামাতে প্রস্তুত ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু আমেরিকান যন্ত্রাংশকে বেশি সুবিধা দিতে চাইছিল। কানাডা চাইছিল উত্তর আমেরিকায় তৈরি সব যন্ত্রাংশকে সমভাবে বিবেচনা করা হোক। ইস্পাতের ক্ষেত্রেও বছরে প্রায় ৪০ লাখ টন কানাডীয় পণ্য ২৫ শতাংশ শুল্কে ঢোকার সুযোগ দেওয়ার কথা হচ্ছিল; এর বেশি হলেই আবার ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ যেটিকে "ছাড়" বলা হচ্ছিল, বাস্তবে সেটি ছিল আগে থেকে আরোপিত অত্যন্ত উচ্চ শুল্কের হার কিছুটা কমিয়ে আনার প্রস্তাব মাত্র।

কার্নির সিদ্ধান্তের আসল গুরুত্ব এখানেই। একটি অসম চুক্তিতে সই করলেই যে ট্রাম্পের নতুন দাবি ও শুল্কের হুমকি থেমে যেত, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বরং গত দেড় বছরে তাঁর প্রশাসনের আচরণ বারবার দেখিয়েছে, তাঁদের কথা ও অবস্থানের স্থিরতা নেই। বুধবার যে শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তার দুই ঘণ্টারও কম সময় আগে ট্রাম্প বলেছিলেন চুক্তি হয়েছে এবং তিন দিনের জন্য শুল্ক স্থগিত করেন। শুক্রবার সেই সম্ভাব্য চুক্তিই ভেঙে গেল। এই ধারাবাহিকতার পর শুধু ট্রাম্পের আশ্বাসের ওপর কানাডার ভবিষ্যৎ বাণিজ্যনীতি দাঁড় করানো বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই কার্নির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি শুল্কের হার নিয়ে নয়, "ৎবষরধনরষরঃ ড়ভ ধহু ফবধষ" নিয়ে। যার কথা ও শর্ত শেষ মুহূর্তেও বদলে যেতে পারে, তার সঙ্গে করা চুক্তির ওপর কতটা ভরসা করা যায়?

এবার আসা যাক কার্নির "ফড়ষষধৎ ভড়ৎ ফড়ষষধৎ" কথাটিতে। বাংলায় আক্ষরিক অর্থ "ডলারের বিপরীতে ডলার"। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র যত মূল্যের কানাডীয় পণ্যকে নতুন শুল্কের আওতায় আনবে, কানাডাও সমপরিমাণ মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। সহজ বাংলায়, ইটের জবাব পাটকেল।

অবশ্য কানাডার জন্য এই লড়াই সহজ নয়। নতুন শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার মোট রপ্তানির প্রায় ৫ শতাংশকে প্রভাবিত করবে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর তাৎক্ষণিক প্রভাব তুলনামূলক সীমিত হলেও নির্দিষ্ট কিছু শিল্পে আঘাত হবে অনেক বেশি। ইলেকট্রনিকস, প্লাস্টিক, কাগজজাত পণ্য, আসবাব ও গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি চাপে পড়তে পারে। জইঈ-এর হিসাবে কানাডার ইলেকট্রনিকস ও পোশাকশিল্পে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ২০ শতাংশেরও বেশি নতুন মার্কিন শুল্কের প্রভাবে পড়তে পারে। আঞ্চলিকভাবে অন্টারিও, কুইবেক ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ওপর চাপ পড়বে সবচেয়ে বেশি। ফলে কার্নির সিদ্ধান্ত সাহসী হলেও এর অর্থনৈতিক মূল্য যে কানাডাকে দিতে হবে, তা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষতির ভয় দেখিয়ে একটি সার্বভৌম দেশকে বারবার ছাড় দিতে বাধ্য করা গেলে তার শেষ কোথায়? ট্রাম্প শুল্ককে শুধু অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন না, ক্রমেই এটিকে রাজনৈতিক চাপের অস্ত্রে পরিণত করেছেন। কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনসহ একের পর এক দেশের ওপর শুল্কের হুমকি দিয়ে নতুন শর্ত চাপানোর চেষ্টা করেছেন। কানাডার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও অপমানজনক ভাষা। বারবার দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের "৫১তম অঙ্গরাজ্য" করার কথা বলেছেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়ায় কানাডায় "উষনড়ঙ টঢ়" মনোভাব, মার্কিন পণ্য বর্জন এবং যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কমানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে। কানাডীয়দের বড় একটি অংশ এখন ট্রাম্পকে বিশ্বাস করে না। তাঁর একের পর এক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড তাঁর প্রতি গভীর বিরূপতা ও ক্ষোভ তৈরি করেছে।

ওয়াশিংটনের চাপ আবার শুধু বাণিজ্যেই থেমে থাকেনি। আলোচনায় কানাডার ঋ-৩৫ যুদ্ধবিমান কেনা সম্পন্ন করা, ট্রাম্পের এড়ষফবহ উড়সব ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নেওয়া, মার্কিন রাডার প্রযুক্তি কেনা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজসম্পদে যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো বিষয়ও তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে কানাডার তেল ও গ্যাস সরবরাহ নিয়েও নিশ্চয়তা চাইছিল ওয়াশিংটন। অর্থাৎ শুল্ক কমানোর বিনিময়ে কানাডার বাজারব্যবস্থার পাশাপাশি তার প্রতিরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সিদ্ধান্তেও ছাড় আদায়ের চেষ্টা চলছিল। একটি বাণিজ্য বিরোধের পরিধি এভাবে রাষ্ট্রের কৌশলগত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে কানাডার আপত্তির কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কার্নির সামনে শুক্রবার রাতে তাই দুটি কঠিন পথ ছিল। একটি, অসম চুক্তি মেনে সাময়িক স্থিতিশীলতা আনা। অন্যটি, চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে ৫০ শতাংশ শুল্কের ঝুঁকি নেওয়া। ব্যবসার একটি অংশ প্রথম পথটি চাইছিল, কিন্তু জনমত ছিল ভিন্ন। সাম্প্রতিক খবরবৎ জরিপে ৫৬ শতাংশ কানাডীয় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আর কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয়। কুইবেকে কঠোর অবস্থানের সমর্থন আরও বেশি, ৬১ শতাংশ। ম্যানিটোবার প্রিমিয়ার ওয়াব কিনিউও প্রশ্ন তুলেছেন, সামনে আরও বড় দরকষাকষি যখন বাকি, তখন এখনই ছাড় দিয়ে কানাডা কেন নিজের শক্তি কমাবে? আর অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডাগ ফোর্ড আরও সরাসরি কার্নির পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ভাষায়, এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে "এঃবধঃ ঈধহধফধ"-কে বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কার্নির শক্ত জবাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেছেন, "ঃধৎরভভ ভড়ৎ ঃধৎরভভ, ফড়ষষধৎ ভড়ৎ ফড়ষষধৎ"। একই সঙ্গে কানাডার সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা রাখার কথাও বলেছেন তিনি। অর্থাৎ কার্নি যে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন, তার পেছনে কানাডার জনমত ও প্রাদেশিক রাজনীতিতেও ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

এখন অবশ্য সাহসী ঘোষণা দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়। কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে, ইউরোপ ও এশিয়ায় রপ্তানি বাড়াতে হবে, প্রদেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য বাধা সরাতে হবে এবং নিজস্ব ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, গাড়ি, জ্বালানি ও প্রযুক্তিশিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ট্রাম্পের চাপের সবচেয়ে কার্যকর জবাব শুধু পাল্টা শুল্ক নয়; এমন একটি কানাডা গড়ে তোলা, যাকে বাজারের ভয় দেখিয়ে সহজে নত করা যাবে না।

কখনো কখনো একটি দেশের সামনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন লাভ-ক্ষতির হিসাবের পাশাপাশি আত্মমর্যাদার হিসাবও করতে হয়। শুক্রবার মার্ক কার্নি সেই হিসাবটিই করেছেন।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

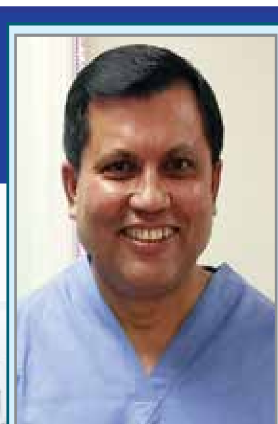

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

নিউইয়র্কে ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশন’

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)’র নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই

পরিচয় ডেস্ক : চলমান মুসলিম উম্মাহ আর বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে দলমত নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বকালের জন্য সকল মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁর পথ ধরে চলতে পারলে শান্তি পাওয়া যাবে, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ ইহকাল ও পরকালে অসীম সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবেন। কেননা, মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন চরিত্র একটি আদর্শ।

পবিত্র কোরআনের বানী আর তাঁর আদর্শ আমেরিকার ঘরে ঘরে পৌছে দেয়াও সকল মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। নিউইয়র্কে আয়োজিত ১৯তম ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশন-২০২৬’ এ আলোচনাকালে বক্তারা এসব কথা বলেন। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রোববার (১৬ আগষ্ট) বাদ আসর থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলের বিশাল মিলনায়তনে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। পার্শবর্তী ইকরা পার্টি সেন্টার ছিলো মহিলাদের আসনের বিশেষ ব্যবস্থা।

‘মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ’ শীর্ষক কনভেনশনে দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম-ওলামাগণ বক্তব্য রাখেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সামাজসেবী ও ব্যবসায়ী, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মিন্টু। কনভেনশনের অন্যতম আয়োজক জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেশন পরিচালনা করেন আয়োজক কমিটির অপর দুই সদস্য মুফতি মালেক ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম।

আসরের নামাজের পর কনভেনশনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আদিল। বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের মধ্যে প্রথম পর্বের বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম, শায়েখ হামদান আজহারী, শায়েক শফিউর রহমান, মুফতি বুরহান, মাওলানা রফিক উদ্দিন, মুফতি ফয়সাল আব্দুল ওয়াহাব, মুফতি ইউসূফ, ইমাম ড. শামসী আলী, আব্দুর রহমান ও শায়েক আবু শায়েদ মাহফিজ। মাগরিব-এর নামাজ ও বিরতির পর অনুষ্ঠিত কনভেনশনের মূল পর্বে বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন শেলটার রক মসজিদের ইমাম কারী নজরুল ইসলাম, সামাজিক সংগঠন নাহার-এর সভাপতি ডা. আতাউল ওসমানী, ইঞ্জিনিয়ার সামি মাসুদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, শায়েক আব্দুল্লাহ কামাল আজহারী, মফিজুর রহমান, মুফতি ড. আনসারুল করীম, মুফতি মিজানুর রহমান এবং ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ।

কনভেনশনে বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি সীরাহ কনভেনশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মিডিয়ার স্বাধীনতা, চরমান বিশ্ব পরিস্থিতি, সর্বোত্তম পরিবার, দাওয়া’র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আল কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, নবীজির সামাজিক কর্মকান্ড, ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মানবাধিকার, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম কমিউনিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, নবীজির জীবন-আচার, কাদিয়ানীদের ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি বিষয় স্থান পান। সবশেষে বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটে। এসময় দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাওলনা মঞ্জুরুল করীম। কনভেনশনে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মুসলিম নর-নারী অংশ নেন। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য ছিলো হরেক রকমের খাবারের বিশেষ আয়োজন। কনভেনশনে যোগদানকারীদের জন্যও ছিলো রাতের খাবার। - খবর : ইউএনএ’র।

নিউইয়র্কে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন মোল্লার ছেলে সাজিদ মিলনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সমাজসেবক, নিউ ইয়র্কের নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন মোল্লার ছেলে সাজিদ মিলন ও নূর এ পারভিনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা গত ৮ আগস্ট (শনিবার) সন্ধ্যায় কুইন্সের উডহ্যাভেন ম্যানরে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিলন মোল্লা নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একজন পরিচিত সমাজসেবক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন। তার ছেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা উপলক্ষে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সুধী সমাজের প্রতিনিধি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা সাজিদ মিলন ও নূর এ পারভিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তাদের সুখী ও সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনের জন্য শুভকামনা করেন। স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

ছেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় উপস্থিত হওয়া অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মিলন মোল্লা বলেন, তার ছেলের জীবনের বিশেষ এই দিনে যারা উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ করেছেন, তাদের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি ছেলে সাজিদ মিলন ও পুত্রবধূ নূর এ পারভিনের দাম্পত্য জীবন যেন সুখী, সুন্দর ও শান্তিময় হয়, সেজন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদকে আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন "বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ" বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদকেআনুষ্ঠানিক সমর্থন জানিয়েছে।

সম্প্রতি ব্রুকলিনে সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সংগঠনটির কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে বৃহত্তর নোয়াখালী

সোসাইটি ইউএসএ-র সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু জানান, বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কোন পরিষদকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করা যায় তা যাচাই বাছাই করে নির্ধারণ করার জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ-র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় । উক্ত কমিটিই বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সেলিম-আলী পরিষদ এর পক্ষ থেকে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মাদ আলী এজন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

জ্যামাইকায় সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

এদিকে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন উপলক্ষ্যে গত ১৯ আগস্ট জামাইকায় 'সেলিম-আলী পরিষদ'-এর সমর্থনে আয়োজিত এক প্রাণবন্ত ও সাফল্যমণ্ডিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা সেলিম-আলীর নেতৃত্বে সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরে আসন্ন নির্বাচনেও সেলিম-আলী প্যানেলকে জয়ী করার আহ্বান জানান ।

সফল, সুসংগঠিত নির্বাচনী সভা আয়োজনে সমর্থক, ভোটারদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আয়োজকদের গভীরভাবে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করেছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জামাইকাবাসীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে । এই অভূতপূর্ব সমর্থন আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদকে আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানিয়েছে

৫২ পৃষ্ঠার পর

পরিষদকে এক নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নেওয়ার সাহস জুগিয়েছে যার জন্য আয়োজক কমিটির প্রতিটি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সেলিম -আলী পরিষদ বিশেষভাবে ঋণী।

নির্বাচনী সভায় উপস্থিত বক্তারা আরো বলেন, সমাজের কল্যাণ ও বাংলাদেশ সোসাইটিকে একটি গতিশীল, স্বচ্ছ ও প্রবাসীবান্ধব সংগঠনে রূপান্তর করার যে অঙ্গীকার সেলিম-আলী পরিষদ গ্রহণ করেছে তাতে ভোটারদের সুদৃঢ় সমর্থন সেই লক্ষ্য অর্জনে পরিষদের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির উন্নয়ন ও কমিউনিটির সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষায় ভোটারদের ভালোবাসা আগামী দিনের পথচলায় সেলিম-আলী পরিষদের মূল প্রেরণা। আসুন, আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদকে জয়যুক্ত করে সবাই মিলে একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলি।

নিউ ইয়র্কে দুই দিনব্যাপী কুমিল্লা কিংস ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

৫৫ পৃষ্ঠার পর

গ্রুপের প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, “আমরা কাজের ব্যস্ততায় সকালে বের হয়ে রাতে ফিরি। কিন্তু সন্তানদের সঠিক পথ দেখাতে হলে তাদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতে হবে, সময় দিতে হবে। তাদের বন্ধু কারা, কোথায় যাচ্ছেড় সেদিকে নজর রাখা জরুরি। এই ধরনের ইতিবাচক ক্রীড়া আয়োজনে সন্তানদের সাথে নিয়ে এলে তারা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হবে এবং ভালো বার্তা নিয়ে বাড়ি ফিরবে।”

একই সাথে টুর্নামেন্টের পরিধি বাড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, “এবারের ছয়টি দলের পাশাপাশি আগামীতে দল সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আগামী আসরে ‘আশা গ্রুপ’ এর নিজস্ব একটি দল থাকবে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ইচ্ছুক তরুণ খেলোয়াড়দের যাবতীয় ক্রীড়াসামগ্রী দিয়ে আমরা সহযোগিতা করব।”

গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “আপনারা অনেক বিষয়ই গুরুত্বের সাথে কভার করেন এবং সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেন। প্রবাসে নানাবিধ ব্যস্ততা ও মানসিক চাপের মাঝে খেলাধুলার এই উদ্যোগগুলো তরুণদের পথ দেখাতে পারে। তাই সংবাদমাধ্যমের ভাইদের অনুরোধ করব, আপনারা এই টুর্নামেন্টের খবরগুলো বেশি বেশি প্রচার করুন। আর অভিভাবকরা বিকেল হলে সন্তানদের ডিভাইস থেকে দূরে সরিয়ে খেলার মাঠে নিয়ে আসুন। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে আমাদের সকলকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে।”

দুই দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে স্থানীয় ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। ফ্লাড লাইটে অনুষ্ঠিত জাঁকজমকপূর্ণ ফাইনাল খেলায় জ্যামাইকা রাইডার্স ৪-০ গোলে নাইন স্টারকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে । বিপুলসংখ্যক ক্রীড়ামোদী দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে খেলাগুলি উপভোগ করেন ।

১৮ আগস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটির বিশিষ্ট সমাজসেবক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্ এর সভাপতি ও নিউ ইয়র্কে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের পক্ষে সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন এবারের টুর্নামেন্ট এর উদ্বোধক, গ্র্যান্ড স্পন্সর, নিউইয়র্কের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজে'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এর সেক্রেটারি এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি-র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ওয়াহিদ কাজী এলিন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল এর প্রেসিডেন্ট হাজী এনাম প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুলাল বেহেদু চমৎকার ও সুন্দর ফাইনাল খেলা উপহার দেওয়ার জন্য উভয় দলকে অভিনন্দন জানান এবং এ ধরনের সময়োপযোগী ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারও মাদকমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির তাগিদে এবারের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ পরবর্তীতে পুরস্কার বিতরণী পর্বে অংশগ্রহণ করেন ।

একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বর্ণাঢ্য এই টুর্নামেন্ট এর সমাপ্তি ঘটে। - সায়েম শুভ প্রেরিত

বিয়ানীবাজারের চার প্রার্থীকে ঘিরে সভায় ঐক্য, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

করতে পারেন। আপনাদের যে সিদ্ধান্তই হোক, আমরা সেটিকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং বিয়ানীবাজারের স্বার্থে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।

তিনি আরও জানান, গত প্রায় এক বছর ধরে বিয়ানীবাজারসহ বৃহত্তর কমিউনিটির সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রমে চার প্রার্থী সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন এবং প্রবাসীদের সদস্যপদ গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে বিয়ানীবাজার উপজেলার সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রমে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

পরবর্তীতে অপর তিন প্রার্থীও তাদের বক্তব্য রাখেন এবং বিয়ানীবাজারের মুরব্বি ও তরুণ সমাজের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় অরো বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, মোস্তফা কামাল, উপদেষ্টা গহর চৌধুরী কিনু, অধ্যাপক কামাল চৌধুরী, শাহীন চৌধুরী, এনাম আহমদ, ছমীর উদ্দিন, সাবেক রেফারি ইসলাম উদ্দীন, মরহুম কামাল আহমদের ভাই আবুল ফজল লিটন, আব্দুল করিম, উজ্জ্বল চৌধুরী, শাব্বির আহমদ, ফয়সল আলমসহ আরও অনেকে।

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও যুক্তি এবং তারুণ্যের শক্তি ও উদ্যমের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, শুধু মতামত গ্রহণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, সেই মতামতকে বাস্তব কাজে পরিণত করতে হবে।

তিনি চার প্রার্থীকে মুরব্বি ও তরুণ সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভায় উপস্থিত মুরব্বিরা চার প্রার্থীর বিষয়ে উপস্থিত সবার মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলে হাত তুলে তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রতি সমর্থন জানান। মুহূর্তটি সভায় এক আবেগঘন ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ সময় চার প্রার্থী মুরব্বি এবং উপস্থিত সবার এই ভালোবাসা, আস্থা ও সমর্থনে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, এই সমর্থন তাঁদের জন্য শুধু নির্বাচনী শক্তি নয়, বরং বিয়ানীবাজারের মানুষের প্রতি আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা।

সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আজিজুর রহমান পাখি, ছমির উদ্দিন, আব্দুল হান্নান কটন, ফারুক আহমদ, এনাম উদ্দিন, আব্দুল হামিদ, আব্দুল করিম, আহমদ হোসেন, ময়েজ উদ্দিন, আহমদ মুস্তফা বাবুল, শাহীন চৌধুরী, আব্দুল আহাদ, কামাল চৌধুরী, আব্দুল জলিল বাবুল, ফখর উদ্দিন লোদী, সেহিমুল্স তানিম, শাহিন আহমদ, আবুল হোসেন, নাজিম উদ্দিন, মাহবুব আহমদ জনু, রফিকুল আলম বাবু, ফখরুল ইসলাম, আলি হাসান চৌধুরী বাবলা, মোহাম্মদ নুরুল সায়েব, শাব্বির আহমদ, মোহাম্মদ আসিফ, হেলাল উদ্দিন, হারিছ আলী, মিজানুর রহমান, মামুনুর রশীদ, ফয়সল আহমদ, মুন্না আহমদ, জসিম উদ্দিন, ইব্রাহীম, অলিউর রায়েন, তারেক আহমদ, মাসুম মুন্না বখসী, আশরাফুজ্জামান মুক্তা, রেদ্বোয়ান আল মামুন, জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ হাফিজ লোদী, জুনায়েদ উদ্দিন, আদনান খান রবি, তাহিদুর রহমান তওয়াব, আহরার হোসেন রিফাত, শাহেদুজ্জামান অনিক, আহলাম হোসেন, কায়েস আহমদ, খালেদ খান, মোহাম্মদ আনিছুর রহমান, সুহেল আহমদ, মাতবুর রহমান মাতাব, জালাল আহমদ, জামিল আহমদ, আব্দুল গাফফার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ও ছবি ইউএনএ’র।

পৌর চেয়ারম্যান থেকে রাষ্ট্রপতি -

৪৫ পৃষ্ঠার পর

দেখতেন” যে কারণে শুধু বিএনপিতেই না, অন্যান্য রাজনৈতিক দল কিংবা সাধারণ মানুষের কাছেও মির্জা ফখরুলের অন্য ধরনের সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন,“রাষ্ট্রপতি পদটি একটা সম্মানজনক পদ। এ পদটি মির্জা ফখরুলের প্রাপ্যই ছিল। আমরা চাইবো তিনি যেন দলীয় দৃষ্টির বাইরে এসে রাষ্ট্রের অভিভাবক হয়ে উঠতে পারেন”

জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার

১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও শহরের কালিবাড়ি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার বাবা মির্জা রুহুল আমিন ছিলেন পেশায় একজন আইনজীবী। মা মির্জা ফাতেমা আমিন ছিলেন গৃহিনী। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাবা মির্জা রুহুল আমিন দুইবার পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন।

তিনি এরশাদ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন।

ঠাকুরগাঁওয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে মি. আলমগীর ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। সেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্ত্রী রাহাত আরা বেগম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, তিনি চাকরি করেন একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে।

এই দম্পতির দুই মেয়ে মির্জা শামারুহ ও মির্জা সাফারু।

জ্যাকসন হাইটসে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে জায়নামাজ বিতরণ ও রক্তদান কর্মসূচি পালিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রতিবারের মত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রায় দেড় হাজার মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ ও প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। "জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী"র উদ্যোগে গত শনিবার (১৫ আগস্ট) নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মসূচিতে দুপুর ১টা থেকে রক্তদান কার্যক্রম শুরু হয়। বিকেল ৩টা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে তাজা আমের জুসও বিতরণ করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে আগস্ট মাসে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। মোনাজাত শেষে উপস্থিত মানুষের মধ্যে খাবার, তবারক ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়া বলেন, "প্রবাসে বসবাস করলেও বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রবাসীদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সবাইকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।"

অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান রেদোয়ানুল হক বলেন, "১৫ আগস্টের মতো একটি ঐতিহাসিক ও শোকাবহ দিনে প্রবাসে থেকেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওই দিনের শহীদদের স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব। একই সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।" অনুষ্ঠানে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি সাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, আহ্বায়ক মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব মামুন মিয়াজী, চেয়ারম্যান রেদোয়ানুল হক ও প্রধান সমন্বয়ক শাহ জে চৌধুরী ছাড়াও এবারের আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, গোল্ডেন এজ গ্রুপের প্রধান, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ আজিজ ও বারী হোমকেয়ার এর আসেফ বারী টুটুল, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মানসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মরণের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতেও রক্তদান, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

নিউ ইয়র্কে দুই দিনব্যাপী কুমিল্লা কিংস ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতার বিকল্প নেই - উদ্বোধনী বক্তব্যে গ্র্যান্ড স্পন্সর আকাশ রহমান

সময়োপযোগী ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান ফাইনালে প্রধান অতিথি দুলাল বেহেদু

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের যান্ত্রিক ও কর্মব্যস্ত জীবনকে সরিয়ে রেখে তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের পথ দেখাতে নিউ ইয়র্ক সিটিতে গত ১৭ ও ১৮ আগস্ট দুই দিনব্যাপী আয়োজন করা হলো 'কুমিল্লা কিংস ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬'।

শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার টমাস এ. এডিসন মাঠে গত ১৭ আগস্ট এই টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। 'কুমিল্লা ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব ইউএসএ ইনক' এর ব্যানারে এবং 'জ্যামাইকা নাইট ফুটবল ক্লাব' এর সার্বিক সহযোগিতায় আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে আসরটির সূচনা ঘটে। ডিজিটাল যুগের ডিভাইসামুখী প্রবণতা এবং সামাজিক অবক্ষয় থেকে তরুণদের দূরে রাখতে এবারের আসরের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিলড় "মাদক নয়, খেলাধুলা হোক তারুণ্যের জয়"।

রঙিন বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বহু প্রতীক্ষিত এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি ও গ্র্যান্ড স্পন্সর, নিউইয়র্কের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজে'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান এবং বিশেষ অতিথি কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এর সেক্রেটারি এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি-র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত অতিথি ও ক্রীড়ামোদী দর্শকরা করতালির মাধ্যমে আয়োজকদের সাধুবাদ জানান।

১৭ আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে প্রধান অতিথি আকাশ রহমান তরুণ সমাজকে মাদকের ছায়া থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের ওপর বিশেষ জোর দেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তিনি ঘোষণা করেন, তারুণ্যের মেধা বিকাশ ও যেকোনো ইতিবাচক ক্রীড়া উদ্যোগে 'আশা গ্রুপ' সর্বদাই পাশে থাকবে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আকাশ রহমান আরো বলেন, "আয়োজকরা যখন প্রথম এই টুর্নামেন্টের বিষয়ে আমার সাথে কথা বলেন, আমি বিনাসংকোচে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিই। আয়োজক রিয়াদ ভাই যখন প্রথম আমাকে বলে, আকাশ ভাই আমরা এরকম একটা টুর্নামেন্ট করতে চাই, আপনাকে কিভাবে রাখবো? আমি উনাকে বলছি, ভাই আমার নাম দেওয়ার দরকার নাই। আমি আপনাদের সাথে আছি। আমরা সবসময় বিনোদনমূলক নানা আয়োজনে স্পন্সর করি, তবে তরুণদের স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের জন্য খেলাধুলার আয়োজন আমাদের কাছে সবসময়ই অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের নাম কোথাও না দিলেও চলবে। আমাকে প্রধান অতিথি, কো- অতিথি করার দরকার নাই। আগামীতেও এই ফুটবল টুর্নামেন্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।"

মাঠের পরিবেশ ও পারিবারিক সচেতনতা নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এক মানবিক আবেদন জানান। মাঠে কিছু দর্শকের ধূমপানের বিষয়টি তিনি ক্ষোভ দিয়ে নয়, বরং অত্যন্ত সহানুভূতি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন,

"আমরা মাদকমুক্ত সমাজের কথা বলছি, অথচ অত্যন্ত দুঃখের সাথে দেখলাম যে মাঠের এক কোণে দুইজন ভদ্রলোক ধূমপান করছেন। এখানে অনেক মা- বোন তাদের ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে খেলা দেখতে এসেছেন। এই বাচ্চারা যদি দেখে যে এই মাঠের মধ্যে কেউ সিগারেট খাচ্ছে তাহলে তারা তো মাদকের দিকেই ধাবিত হয়ে মাদকযুক্ত হয়ে যাবে, মাদকমুক্ত হবে না। আমাদের নিজেদের আচরণ দিয়েই সন্তানদের ভালো কিছু শেখাতে হবে।"

সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে আশা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জের জমজমাট বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৫ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কে কুইন্সের নয়নাভিরাম রেইনি পার্কের আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কে বসবাসরত নারায়ণগঞ্জবাসীদর সংগঠন " হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন। নিউইয়র্কপ্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে দিনটি পরিণত হয় মিলনমেলায়। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল আড্ডা, খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, বিনোদন এবং র□্যাফেল ড্রসহ নানা আয়োজন।

বনভোজনে অংশ নেন নিউইয়র্কে বসবাসরত নারায়ণগঞ্জেসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দীর্ঘদিন পর স্বজন, বন্ধু ও পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অনেকেই বনভোজনে অংশ নেন এবং দিনটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফোবানা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং নিউইয়র্কের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সারওয়ার খান বাবু।

হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ ইনকের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান ও আহবায়ক হামিদ মাহমুদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বনভোজনে সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান সমন্বয়ক আবদুল আল মাহমুদ, অতিরিক্ত প্রধান সমন্বয়ক আনোয়ার আলী মিয়া, সমন্বয়ক শাহজাহান বাবুল এবং সদস্য-সচিব মোহাম্মদ হোসেন আজাদসহ আয়োজক কমিটির সদস্যরা বনভোজনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এবারের বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল র□্যাফেল ড্র।

এতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা বিমান টিকিট। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল ৫৬ ইঞ্চি টেলিভিশন, তৃতীয় পুরস্কার আইফোন এবং চতুর্থ পুরস্কার ল্যাপটপ। এছাড়া ডিনার সেট, ফ্যানসহ আরও বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরষ্কারে ছিল ।

বনভোজনের আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে বসবাস করলেও নারায়ণগঞ্জবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখা এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নিজেদের শিকড় ও সংস্কৃতির সংযোগ তৈরি করাই এ ধরনের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। বনভোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের মধ্যে সৌহাদ্য ও সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে।

FULL CARE HOME CARE

(ফুল কেয়ার হোম কেয়ার)

347-621-6640

PCA | HHA

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

Queens Office
37-20 74th Street 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372

Long Island Office
189 Sunrise Hwy, Suite 205
Rockville Centre, NY 11570

ব্রঙ্কসে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা

ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের সর্ববৃহৎ সংগঠন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করে পরিষদের ব্রঙ্কস ব্যুরো কমিটি। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি একপর্যায়ে বিশাল সমাবেশে রূপ নেয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং জামিল আনসারীর পরিচালনায় প্রধান

অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এমএ আজিজ। এমএ আজিজ তার বক্তব্যে বর্তমান কমিটির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "বাংলাদেশ সোসাইটি যেভাবে চলছে, তাতে এটি বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছে। বর্তমান কমিটি কবরস্থানের জন্য নির্ধারিত টাকা দিয়ে কবর না কিনে তা ফেরত এনে বর্ষপূর্তির নামে নাচ-গানে খরচ করেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি।" সংগঠনের স্বার্থেই তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ পরিষদকে সমর্থন জানিয়েছেন বলে জানান।

সভায় সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু তার প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমাদের নির্বাচিত করলে আপনাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না; পরিষদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে।"

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, নেতৃত্বের দক্ষতার অভাবে প্রবাসীদের এই বৃহৎ সংগঠনটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। নির্বাচিত হলে সাধারণ মানুষের চাহিদানুযায়ী সব সেবামূলক কাজ বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা সোলেমান ভূঁইয়াকে চেয়ারম্যান, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরুকে আহ্বায়ক, কৃষিবিদ সোলায়মানকে সদস্য সচিব এবং লেইছ চৌধুরীকে প্রধান সমন্বয়কারী করে ব্রঙ্কস ব্যুরো নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে জানানো হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, সাবেক সহসভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার

হোসাইন, রফিকুল ইসলাম ডালিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল ইসলাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, অধ্যাপক শাহজাহান ও আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরুসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই মতবিনিময় পর্ব শেষে উপস্থিত অতিথিদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন ২০২৬ কুনু -ফিরোজ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি" যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্ব বৃহৎ সংগঠন । গত ১৭ আগস্ট সোমবার উডসাইড,কুইন্সের একটি হলে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক নির্বাচন ২০২৬ কুনু -ফিরোজ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনকল্পে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেএর বিরাট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব, এম এ আজিজ ও সভাপরিচালনা করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও বিশিষ্ট কমিউনিটিএক্টিভিষ্ট জনাব আনোয়ার হোসেন ।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে একটি শক্তিশালী নির্বাচনপরিচালনা কমিটি গঠণকল্পে ৫.পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেন ।

দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন: এম এ আজিজ, আলা উদ্দিন ভুলু নিজাম উদ্দিন, লুৎফুল করিম ও ফখরুল ইসলাম বেলাল ।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নিম্নরূপ:

প্রধান উপদেষ্টা: অ্যাডভোকেট জামাল আহম্মেদ জনি, চেয়ারম্যান: বেলাল মাহমুদ, আহ্বায়ক:রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সদস্য সচিব: আনোয়ার হোসেন ও প্রধান সমন্বয়কারি : বাবুল চৌধুরী ।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মঈনুল ইসলাম , মাওফুজুল মাওলা নান্নু আব্দুল ওয়াদুদ লিটন, মিজানুর রহমান সাফাজ, সামসুল আলম লিটন, প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, তোফায়েল চৌধুরী, সাইফুর রহমান টুটুল, একে এম নুরুল হক, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আনোয়ারুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ।

কমিউনিটি লিডারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবু তাহের, মোহাম্মদ নওসাদ, সাদী মিন্টু, মোস্তফা কামাল মুকুল, বেলাল উদ্দিন ফুটুন,মনির হোসেন, লেইচ চৌধুরী, মীর সরাফত উল্লাহসুমুন, বেলাল ইসলাম, মোহাম্মদ সোলায়মান, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, মস্তাকুর রহমান লিটন, আখতারুজ্জামান হ্যাপি, ফুল মিয়া, মির্জামোহাম্মদ হাসান, মোর্শেদ আলম, আনোয়ার হোসেন লিটন, ফরহাদ, নুর ইসলাম, নজরুল ইসলাম, নুর আমিন, দেওয়ান কাওসার, নাজমুলহুদা ইসকান্দার, মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, মাইন উদ্দিন নটু, মোজাফ্ফর হোসেন, অ্যাডভোকেট আরিফ চৌধুরী, আব্দুল ওয়াদুদ, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মান্নান, একরাম উদ্দিন, মোহাম্মদসাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইমরুল হাসান,ওয়াহিদ কাজী এলিন, সাইফুর রহমান টুটুল, মোহাম্মদ জে উদ্দিন, গোলাম কাদের, বেলালহোসেন, সোলাইমান, রোজি বেগম, সাহাদাত হোসেন, সেলিম, ওয়ালিদচেয়ারম্যান, রিপন, মঞ্জুর কাদের শামীম, সোহাগ ও সম্মাইনুল করিমপ্রমুখ । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২৬

বিয়ানীবাজারের চার প্রার্থীকে ঘিরে সভায় ঐক্য, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিয়ানীবাজারের চার প্রার্থীর প্রার্থিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারের মুরব্বি ও তরুণ সমাজের সঙ্গে এক আন্তরিক ও প্রাণবন্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিপুলসংখ্যক মুরব্বি, তরুণ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিয়ানীবাজারবাসী উপস্থিতি ছিলেন। সোসাইটির নির্বাচনে প্রার্থীরা হলেন- বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, কার্যকরী সদস্য হাছান খান এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমদের কন্যা রুমানা আহমদ। সভায় চার প্রার্থীর প্রতি বিয়ানীবাজারবাসীর আন্তরিকতা ও সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে প্রবীণ মুরব্বিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত চার প্রার্থীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

সিটির ওজনপার্কের একটি মিলনায়তনে সোমবার (১০ আগষ্ট) এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এবং সমিতির নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য আমিনুল হোসেনের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা রফিক উদ্দীন। সভায় সঞ্চালক বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে বিয়ানীবাজার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী চার প্রার্থীকে উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরবর্তীতে চার প্রার্থীর পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিজু মোহাম্মদ। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উপস্থিত মুরব্বি ও তরুণ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, অতীতে বিয়ানীবাজারবাসী তাঁদের আস্থা ও ভালোবাসা দিয়ে নির্বাচিত করে বাংলাদেশ সোসাইটিতে পাঠিয়েছেন। সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা এবং বিয়ানীবাজার উপজেলার সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাঁরা সাধ্যমতো কাজ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের কোনো কর্মকাণ্ডের কারণে যেন আমাদের মুরব্বি, আমাদের জন্মস্থান এবং বিয়ানীবাজারের মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন না হয়, আমরা সবসময় সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি।

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত নির্বাচনে যে সেলিম-আলী পরিষদ থেকে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন, এবারও সেই পরিষদ থেকে তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিয়ানীবাজারের মুরব্বি ও তরুণ সমাজের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রিজু মোহাম্মদ বলেন, আপনারা যদি আমাদের চারজনকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি ও সমর্থন দেন, তাহলে আমরা 'সেলিম-আলী' পরিষদের সঙ্গে নির্বাচন করতে আগ্রহী। তবে আপনারা যদি মনে করেন, বিয়ানীবাজার থেকে আমাদের চেয়েও যোগ্য কোনো প্রার্থীকে সামনে আনা উচিত, সেটিও আপনারা বিবেচনা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ফ্লোরিডার পেমব্রোক পাইনসে এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬- আন্তর্জাতিক মেলা

পরিচয় ডেস্ক: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও কমিউনিটি নেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬'-এর এক্সিকিউটিভ গাল্যা ও অ্যানাউন্সমেন্ট ডিনার।

ফ্লোরিডার করেলস্প্রিং শহরের লাকুইন্তা হোটেলের বলরুমে তিনশোরও বেশি আমন্ত্রিত অতিথির অংশগ্রহণে জমকালো এই সন্ধ্যায় আগামী ২০২৬ সালের ৩১তম বহুজাতিক সাংস্কৃতিক মেলা ও ট্রেড ফেয়ারের আনুষ্ঠানিক তারিখ, থিম ও সার্বিক রূপরেখা উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত বছরের ফেস্টিভ্যালের সাফল্য উদযাপন ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। গত বছরের ফেস্টিভ্যাল কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কনভেনার নাঈম খান দাদন, চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বুলবুল এবং মেম্বার সেক্রেটারি মোঃ আকরাম হোসেন।

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের ফেস্টিভ্যাল কমিটির নবনিযুক্ত কনভেনার আওয়াল দয়ান, চেয়ারম্যান আবু নাঈম দাউদ এবং সেক্রেটারি জেনারেল এম কে আলম এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ (শনিবার ও রবিবার) ফ্লোরিডার পেমব্রোক পাইনসে অবস্থিত বিখ্যাত চার্লস এফ ডাজ সিটি সেন্টারে (ঈযধৎষবং ঋ. উড়ফমব ঈরঃ ঈবহঃবৎ) দুদিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

তিন দশকের ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন এবার আরও বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের উৎসবের মূল থিম নির্ধারণ করা হয়েছে: “ঐতিহ্যে আমাদের শিকড়, ভবিষ্যতে আমাদের নজরচ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সভাপতি এবিএম গোলাম মোস্তফা তাঁর বক্তব্যে বলেন, “এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়; এটি আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা, তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের শিকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ফ্লোরিডায় এশিয়ান কমিউনিটির অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এক বিশাল প্ল্যাটফর্ম। ২০২৬ সালের উৎসবটি এ যাবতকালের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন হতে যাচ্ছে।চ

অনুষ্ঠানে এবিএম গোলাম মোস্তফার সঞ্চালনা ও ধারা বর্ণনায় ৩ মিনিটের একটি বিশেষ ডিজিটাল ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে উৎসবের সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

এবারের ফেস্টিভ্যালের মূল আকর্ষণসমূহ:

* ট্রেড ফেয়ার ও বিজনেস এক্সপো: দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শনী।
* সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত ও আন্তর্জাতিক শিল্পীদের পরিবেশনা।
* ফুড ফেস্টিভ্যাল: এশীয় রন্ধনশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় স্বাদের ফুড স্টল।
* কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড: শিক্ষা, ব্যবসা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য গুণীজন সম্মাননা।

অনুষ্ঠানে নারী ফ্লোরিডা, মায়ামি বৈশাখী মেলা, একতারা ফ্লোরিডা, বাংলা ক্লাব অব ফ্লোরিডা ও ঢাকা ক্লাব অব ফ্লোরিডাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে আয়োজনটিকে সফল করতে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৈয়দ হারুন, মোঃ হাবিবুল্লাহ, মোহাম্মদ শাহেদ, রেজা ইসলাম, মোহাম্মদ খোরশেদ, অসীম রয়, তানভীর আহমেদ, আজম হাকিম, মোরশেদ কালাম, রাশেদ কালাম, মোহাম্মদ জাকারিয়া জিতু, মোলশারী খানম, শামসুন্নাহার, তৌহিদুল আলম টিটু, রাশিদ চৌধুরী টিটু ও আবু নাসের।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল ওয়াহেদ মাহফুজ, আতিকুর রহমান আতিক, ডঃ সালাউদ্দিন আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ, ব্রাওয়ার্ড কাউন্টির প্রাক্তন মেয়র ডেল হোলনেস, মঞ্জুর শাহিন ও কোবির চৌধুরীসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ৮০ সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ কমিটি' ঘোষণা করা হয়। নবনির্বাচিত ফেস্টিভ্যাল কমিটির প্রধান সমন্বয়ক টিটন মালিক এবং সমন্বয়ক ইমন করিম আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৬-এর এই ঐতিহাসিক আয়োজনে সকল প্রবাসী ও শুভানুধ্যায়ীদের সপরিবারে উপস্থিত থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।এর পরপরই একটি মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে যারা অংশগ্রহণ করেন মোহাম্মদ কে জামান বাবু, শিশুশিল্পী ত্রিদিব ও রোজিনা করিম । পরিশেষে সবাই নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

মিডিয়া ও তথ্য যোগাযোগ:

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা, ফোন: ৭৫৪-২৪৬-২৮০১

ইমেইল: asianfair.fl@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.asianfair.org

অনুষ্ঠানের স্থান: Charles F. Dodge City Center, Pembroke Pines, FL

তারিখ: ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৬। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য তালিকা যাচাই ও তথ্য সংশোধনের সময়সীমা ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার, বিকেল ৫টা পর্যন্ত বৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে সদস্যদের বিপুল সংখ্যক নিবন্ধন এবং সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য তালিকায় তথ্য যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী। সংগঠনের সদস্যদের সুবিধার্থে পূর্বনির্ধারিত ১৮ আগস্ট ২০২৬-এর পরিবর্তে এখন ২৫ আগস্ট ২০২৬ (মঙ্গলবার), বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত সদস্যদের তথ্য যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হলো।

নতুন চূড়ান্ত সময়সীমা:
তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ (মঙ্গলবার)
সময়: বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
স্থান: বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন
৮৬-২৮ Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

সদস্য তথ্য যাচাইয়ের অনলাইন পোর্টাল
https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status

যে তথ্যগুলো অবশ্যই যাচাই করবেন:
নাম ও নামের বানান
জন্ম সাল
বর্তমান ঠিকানা ও ZIP Code
অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়: আসন্ন নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও ZIP Code-এর ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই সদস্যদের ঠিকানা ও ZIP Code সঠিক আছে কি না, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সদস্য তালিকায় নাম না থাকলে বান
কোনো বৈধ সদস্যের নাম প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন চাঁদা প্রদানের রসিদ, দাখিল করে সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করা যাবে। যথাযথ যাচাই-বাছাইর সময় প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ (মঙ্গলবার), বিকেল ৫:০০টার পর এটিই হবে সদস্যদের তথ্য যাচাই, সংশোধন, সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্ত সময়সীমা।

উক্ত সময়সীমার পর সদস্য তালিকায় কোনো ধরনের সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা তথ্য সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

একইভাবে, নির্বাচনের দিন সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, তওচ ঈড়ফব, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

তথ্যে ভুল থাকলে যোগাযোগ করুন
প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, ২৫ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

প্রয়োজনীয় যোগাযোগ:
সভাপতি: ৯১৭-২৯৪-০৯৭০
সাধারণ সম্পাদক: ৯১৭-৩০২-০৪৪৩
সহ-সাধারণ সম্পাদক: ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯
কোষাধ্যক্ষ: ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২
সাংগঠনিক সম্পাদক: ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯

বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে সদস্যদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করে জানানো হয়েছে যে, বিপুল সংখ্যক সদস্যের নিবন্ধনের কারণে তথ্য যাচাই ও সংশোধনের জন্য এই অতিরিক্ত সময় প্রদান করা হয়েছে। তাই কোনো ধরনের অসুবিধা এড়াতে প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে, ২৫ আগস্ট বিকেল ৫:০০টার চূড়ান্ত সময়সীমার আগেই নিজের সদস্য তথ্য যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করেন । সদসদজ ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আপনার সদস্য তথ্য যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করা জরুরি ।

দুর্গাপূজার কারণে তারিখ পরিবর্তন: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৫ অক্টোবর

৬৬ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তন করে আগামী ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট ও অফিসে এসে সদস্য তথ্য যাচাই ও সংশোধন করা যাবে। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২

সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে এবং ৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। মনোনয়নপত্র বাছাই ৭ সেপ্টেম্বর। আপিল করা যাবে ৮ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন প্রত্যাহার ৯ সেপ্টেম্বর এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনে প্রার্থীতার শর্ত ও বিধিমালা অপরিবর্তিত থাকবে।

ELECTION COMMISSION 2026

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

সংশোধিত নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২০২৯ মেয়াদের নির্বাচন এর তারিখ সহ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এর তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পূর্বে প্রকাশিত নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তিতে কিছু সংশোধন আনা হয়েছে। নিম্নলিখিত সংশোধিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে এই বিজ্ঞপ্তির কোনো তথ্যের অসামঞ্জস্যতা থাকলে, এই সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে তবে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্বাচনী বিধিমালা ও পদবী সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DATE	TIME	Location
Distribution of Nomination Form/Package	Sep 02, 2026, Wednesday	5:00 pm to 10:00 pm	Bangladesh Society's Office
Submission of Nomination Papers	Sep 06, 2026, Sunday	5:00 pm to 10:00 pm	Queens Palace, Woodside
Scrutiny/Verification	Sep 07, 2026, Monday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Publication of Preliminary Cadidates List	Sep 08, 2026, Tuesday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Appeal	Sep 09, 2026, Wednesday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Withdrawal of Nomination	Sep 10, 2026, Thursday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Final Canditates List Announcement	Sep 11, 2026, Friday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Election Day	Oct 25, 2026, Sunday	9:00 am to 10:00 pm	To be Announced Later

নির্বাচনের তারিখ: ২৫ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mohammad Dulal Mia
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	(646) 824-4814	(917) 335-4184	(718) 705-2228	(917) 969-1991	(347) 891-9905	(718) 974-2933

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.

FULL CARE
HOME CARE

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

F C

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology

আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799

Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS e-file PROVIDER | ENROLLED AGENT

INDIVIDUAL | PARTNERSHIP | BUSINESS CONSULTING | BOOKKEEPING
BUSINESS | LLC | ITIN | INCOME TAX | ACCOUNTING
CORPORATION | BUSINESS FORMATION | PAYROLL | NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM

মূলধারার সাথে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাই মূল লক্ষ্য, টরন্টোতে “ফোবানা সম্মেলন” ৪-৬ সেপ্টেম্বর

পরিচয় ডেস্ক: একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর গণআন্দোলনের চেতনাকে লালন করেই “ ফিফা ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কানাডার টরেন্টো শহরে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ৬ সেপ্টেম্বর রোববার পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেল এন্ড সুটসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন কানাডা বাংলাদেশ সোসাইটি। এবারের ফোবানার শ্লোগান হচ্ছে ‘অনুভবের চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ’।

গত ১৫ আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সম্মেলনের প্রস্তুতি, কর্মকান্ড ও প্রত্যাশা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ফোবানা’র চিফ পেট্রোন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর প্রধান নির্বাহী শাহ নেওয়াজ, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর চীফ নিগোসিয়েটর ও ফাইনাল সাইনিং অথরিটি ড. আবু জুবায়ের দারা, ফোবানা’র জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহাব উদ্দিন সাগর, টরন্টো সম্মেলনের কনভেনরদ্বয় দেওয়ান আজীম ও খোকন রহমান এবং মেম্বার সেক্রেটারীদ্বয় জহুরুল ইসলাম ও জাহিদ চৌধুরী ও কালচারাল কো-অর্ডিনেটর তাপস দেব।

সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন ফোবানা’র নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা’র যুগ্ম নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাগর, কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী এলিন, সদস্য খন্দকার ফরহাদ ও সাদেক খান সহ ফোবানার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফোবানা চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো সম্পৃক্ত করাই এবারের ফোবানা সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের ফোবানাই আসল ফোবানা। আমাদের নামেই নিউইয়র্ক ও কানাডাতে ফোবানার রেজিষ্ট্রেশন করা। সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম বলেন, বিভক্ত ফোবানা ঐক্যবদ্ধ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বিভক্তির কারণেই মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই ফোবানা এগিয়ে চলছে, ফোবানা-কে এগিয়ে যেতে হবে।

৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর চীফ নিগোসিয়েটর ও ফাইনাল সাইনিং অথরিটি ড. আবু জুবায়ের দারা বলেন, ফিফা আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের যৌথ ভেন্যু ছিলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। তাই এবারের ফোবানা সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছে- ‘ফিফা ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬’। তিনি বলেন, এবারের সম্মেলন হবে দলমত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহনের “ফোবানা সম্মেলন”।

সম্মেলনে প্রথম দিন শুক্রবার জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকবে। আমাদের প্রত্যাশা “বেষ্ট” ফোবানা সম্মেলন উপহার দেয়া।

সংবাদ সম্মেলনে কানাডা থেকে আগত ফোবানা নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সবার সহযোগিতায় সেরা সম্মেলন উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে ফোবানা নেতৃবৃন্দ বলেন, সম্মেলনে কানাডার এমপি, ইমিগ্রেশন বিষয়ক মন্ত্রী সহ ১০/১৫জন হাই অফিসিয়াল জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন।

উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ফোবানা আবু যুবায়ের দারা জানান, এবারের সম্মেলনে বাজেট দেড় লাখ কানাডিয়ান ডলার। এই বাজেটের সিংহভাগ অর্থ যোগান দেবেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ফোবানা’র চিফ পেট্রোনস শাহ নেওয়াজ। বাকী অর্থ নিজেরাই যোগান দেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ২০২৬ টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেল এন্ড সুটসে ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনন্স ইনক নর্থ আমেরিকা’র (ফোবানা) ৪০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন কানাডা-বাংলাদেশ সোসাইটি। আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার বাঙালীদের প্রথম এবং জনপ্রিয় সংগঠন ফোবানা।

সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিক ও স্বনামধন্য শিল্পীদের নিয়ে প্রতিবছরই জমকালো কনভেনশন আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফোবানার ৪০তম বর্ষপূর্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে কানাডার টরেন্টোতে ২০২৬ এর ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশী শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

ফোবানার এবারের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সম্মতি দিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দীন স্বপন। গেষ্ট অব অনার হিসেবে থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী বাবু নিতাই রায় চৌধুরী ও কানাডাস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার নাহিদা সোবহান। ফোবানার এবারের আয়োজনে সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করবেন বিশ্বখ্যাত জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ ও বরেণ্য অভিনয় শিল্পী ফরিদা আখতার ববিতা। তাদের এই সম্মেলন থেকে আজীবন সন্মাননা দেয়া হবে। সাাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, সেলিম চৌধুরী, ডলি সায়ন্তনী, জোহরা আলীম, সুকণ্যা ঘোষ, পিন্টু ঘোষ, অনিক রাজ, শাহনাজ বেলি, সজীব, সমি, ফকির সাহাবুদ্দিন, আঁখি আলমগীর, কলকাতা থেকে প্রিয়ংবদা ব্যানার্জী ও ঝিলিক। ফোবানার আয়োজনে গোল্ড স্পন্সর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন ফোবানা’র চিফ পেট্রোনস শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ। লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, এবারের সম্মেলনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে কিভাবে ফোবানার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি ও দায়িত্ব দেয়া যায় সেসব বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক ইসুতে সেমিনার-সিম্পোয়িাম ছাড়াও বাংলাদেশ এবং প্রাসের শিল্পীদের নিয়ে একটি নান্দনিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়া হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর আন্দোলনের চেতনাকে লালন করেই এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মনে রাখেতে হবে, আমরা সকলেই ৩০ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত লাল-সবুজের পাসপোর্টধারী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনার জোর প্রয়াস থাকবে। আমরা মনে করি, এবারের ফোবানা সম্মেলন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য একটি মিলনমেলা এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেবে। বাংলাদেশের কৃষ্টি, কালচার, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সৃজনশীলতাকেও এবারের সম্মেলনে প্রাধান্য দেয়া হবে। আমরা প্রবাসীদের নিয়ে বিজনেস নেটওয়ার্ক তৈরি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিজনেস লাঞ্চ, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি, ঐতিহ্য তুলে ধরে বিভিন্ন আসর, ইয়ুথ গ্রুপের কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেবো। আর সম্মেলনে প্রবাসীরা যাতে ফেলে আসা বাংলাদেশকে খুঁজে পায় সে চেষ্টা থাকবে।

গিয়াস আহমেদ বলেন , ‘ফোবানা’ প্রবাসের একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বৃহত্তম একটি সংগঠন। এটি মূলত: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট ও কানাডার বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম।

১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফোবানার যাত্রা শুরু হয়। ফোবানার মূল লক্ষ্য ছিলো কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি, বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং এর প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসীদের জীবন-যাত্রার মানউন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করা। খবর ইউএনএ-র

মৃত্যুদণ্ডের রায় মাথায় নিয়ে ৩৫ বছর ধরে আমেরিকার জেলে সৈয়দ রব্বানী

নজরুল ইসলাম মিন্টু : টেক্সাসের ডিকিনসনের একটি কারা চিকিৎসাকেন্দ্র। সেখানে একটি বিছানায় পড়ে আছেন ষাটোর্ধ্ব বাংলাদেশি সৈয়দ মোহাম্মদ রব্বানী। ২৩ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন তিনি। এরপর তাঁর জীবনের প্রায় চার দশক কেটে গেছে কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর।

গল্পটি শুরু ১৯৮৭ সালে হিউস্টনে। ছঁরপশ-হ-ঊধংু নামের একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশি অভিবাসী মোহাম্মদ জাকির হাসান। হত্যার অভিযোগ ওঠে তাঁরই স্বদেশি সৈয়দ রব্বানীর বিরুদ্ধে। পরের বছর হ্যারিস কাউন্টির একটি জুরি তাঁকে ক্যাপিটাল মার্ডার বা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়। ১৯৯২ সালে টেক্সাস কোর্ট অব ক্রিমিনাল আপিলসে প্রথম আপিলেও সেই দণ্ড বহাল থাকে। ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখও নির্ধারণ করা হয়েছিল। এরপর শুরু হয় জীবন বাঁচানোর আইনি লড়াই। ১৯৯৪ সালে রব্বানীর আইনজীবী তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য মানসিকভাবে অযোগ্য বলে মত দেন। কিন্তু আবেদনটি আর এগোয়নি। প্রতিরক্ষা আইনজীবী, রাষ্ট্রপক্ষ ও আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যর্থতায় সেটি প্রায় ২৮ বছর অমীমাংসিত পড়ে থাকে। অবশেষে ২০২২ সালে রব্বানীর আবেদনটি আবার সামনে আসে এবং পাঠানো হয় টেক্সাস কোর্ট অব ক্রিমিনাল আপিলসে। কিন্তু তত দিনে ২৩ বছরের সেই তরুণের শরীর ভেঙে পড়েছে। চোখে ছানি পড়ে তিনি প্রায় দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। ২০২২ সালের স্ট্রোকের পর তাঁর চলাফেরা ও যোগাযোগের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মস্তিষ্কেও স্থায়ী ক্ষতি হয়। এর সঙ্গে ছিল গুরুতর মানসিক রোগ।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আসে বহু প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত। টেক্সাসের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত রব্বানীর মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দেয়। তবে হত্যার মামলায় তাঁর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় বাতিল হয়নি। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় বহাল থাকে, বাতিল হয় কেবল মৃত্যুদণ্ডের সাজা। এরপর ১৪ নভেম্বর তাঁর সাজা পরিবর্তন করে প্যারোলের সুযোগসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই প্রায় তিন দশক বিচ্ছিন্ন থাকা পরিবারের সঙ্গে আবার যোগাযোগ তৈরি হয় রব্বানীর।

১৯৯৫ সালে বাবার মৃত্যুর পর বাংলাদেশের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে ছোট ভাই সৈয়দ ফাসাইনি ইন্টারনেটে বড় ভাইয়ের খোঁজ করতে গিয়ে রব্বানীর মামলা নিয়ে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন পান। সেখান থেকেই পরিবার জানতে পারে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। পরে পিরোজপুর জেলার পশ্চিম শিকারপুর থেকে বিচারকের কাছে চিঠি লিখে ফাসাইনি জানান, ভাইকে মুক্তি দেওয়া হলে পরিবার তাঁকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর দেখাশোনা করবে। প্রায় তিন দশকের বিচ্ছেদের পর পরিবারের চাওয়া ছিল একটাই, জীবনের শেষ সময়ে মানুষটিকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া।

কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। ২০২৬ সালের জুনে হিউস্টন ক্রনিকল জানায়, রব্বানীর প্যারোল আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর আইনজীবী বেন উলফের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিবাসনগত অবস্থানের কারণে বিশেষ চিকিৎসাজনিত মুক্তির সুযোগও তাঁর নেই। বর্তমানে ডিকিনসনের ক্যারল ইয়াং ইউনিটে (ঈধৎড়ষব ণড়ঁহম টহরঃ) বন্দি রব্বানী হসপিস সেবা পাচ্ছেন।

মৃত্যুদণ্ডের রায় তাঁর মাথার ওপর আর নেই, কিন্তু কারাগারের দরজাও খোলেনি। একটি আপিলের নিষ্পত্তি হতে লেগেছে প্রায় ২৮ বছর। তত দিনে হারিয়ে গেছে একজন মানুষের যৌবন, ভেঙে পড়েছে শরীর। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের দায় কে নেবে?

নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সাথে জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের মতবিনিময়

বিএনপি কাজের চাইতে কথা বলছে বেশি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সরকার পরিচালনায় ক্ষমতাসীন বিএনপি কাজের চাইতে কথা বলছে বেশি । যুক্তরাষ্ট্র সফররত জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে উপরোক্ত কথা বলেন।

কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন (কোবা) গত ১৯ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই মত বিনিময় সভার আয়েজন করে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও দলের মিডিয়া বিভাগের প্রধান এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের আরো বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের চেতনা রক্ষা, গণভোট সহ বিপ্লব পরবর্তী জনপ্রত্যাশা নিয়ে বিএনপি কথা দিয়ে কথা রাখছে না। বরং বিএনপি ফ্যাসিবাদের কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে। সর্বত্রই

দলীয়করণ করে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। বিএনপি মুখে যে কথা বলছে, কাজে তা করছে না। এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কোবা সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ইয়র্ক বাংলার সম্পাদক রশীদ আহমদ আহমেদ এর সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়।

এরপর জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের জুলাই বিপ্লব, বিপ্লব পরবর্তী সংস্কার, বিএনপি-জামায়াতের অবস্থান সহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মতামত শুনেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, শেখ হাসিনার বিচার প্রশ্নের বিএনপি-জামায়াত সহ দেশের সকল দল একমত। হাসিনা ইস্যুতে কোন বিবেধ-বিভক্তি নেই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হামে আক্রান্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক শিমুর মৃত্যু, বিদ্যুৎ বিপর্যয়, গ্যাস সঙ্কট প্রভ্রতি মেজর সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হতে পারে। কিন্তু আমরা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চাই, সরকারকে বিব্রত করতে চাই না। তবে আগামী দিনে আন্দোলনের কর্মসূচী রয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটে লং মার্চ কর্মসূচী ছাড়াও অক্টোবরে ঢাকায় মহাসবাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তাদের কথার সাথে কাজে মিল দেখতে পাচ্ছি না। বিএনপি দলীয়করণে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখার কার্যক্রম প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এর আরপিও অনুসারে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের দেশের বাইরে কোন শাখা থাকতে পারেনা।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) সেন্টার জ্যাকসন হাইটসের সীরাতুন্নবী (সা:) মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় নিউয়র্কে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের উদ্যোগে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা:) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ, কোরআনের নির্দেশনা অনুসরণ এবং ইসলামের আলোকে জীবন গঠনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এখন সময়-এর সম্পাদক কাজী শামসুল হক। কোরআন তেলাওয়াত করেন হামিমুর রহমান হামিম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের সেক্রেটারি কায়কোবাদ কবির। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন।

তিনি মহানবী (সা:)-এর জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন পরিচালনা করা। তিনি কোরআনের আলোকে জীবন গঠন এবং আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ লইয়ার্সের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব যোবায়ের এবং তিনি তাঁর আলোচনায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব ও আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মহানবী (সা:)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র কোরআনের আলোকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

এছাড়াও আলোচনা করেন মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী। তিনি পূর্ববর্তী আলোচকদের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার জন্য উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, এলমর্হাস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি নাসির উদ্দিনসহ মুনার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সুধীজন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতির বক্তব্যে জনাব কাজী শামসুল হক মহানবী (সা:)-এর আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা:) মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে 'যুগান্তকারী' সাফল্য: ক্যান্সার ফিরে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা (পিয়ার-রিভিউ) না হওয়ায় তাঁরা কিছুটা সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই ট্রায়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও চিকিৎসা পদ্ধতিটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার আগে ঔষধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর অনুমোদন পেতে হবে।

কীভাবে কাজ করে এই ভ্যাকসিন?

ওইন্টিসমেরান্ড নামের এই নতুন ভ্যাকসিনটি ক্যান্সার চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত ইমিউনোথেরাপি ওষুধওকিট্রুড্র-র সঙ্গে মিলিয়ে রোগীদের দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানিগুলো জানিয়েছে, শুধু কিট্রুডা ওষুধ ব্যবহার করার চেয়ে এই ভ্যাকসিন ও ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করলে রোগীরা অনেক বেশি সময় ক্যান্সারমুক্ত থাকেন এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তৃতীয় ধাপে (ফেজ থ্রি) ১,০০০-এর বেশি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মেলানোমা আক্রান্ত রোগী অংশ নেন। যাদের শরীরে বড় টিউমার থাকা থেকে শুরু করে অন্যান্য অঙ্গে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার মতো গুরুতর অবস্থা ছিল। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এটি একটিওপারসোনালাইজড্ব বা ব্যক্তিগত ভ্যাকসিন। অর্থাৎ, প্রতিটি রোগীর নিজস্ব টিউমারের ধরন অনুযায়ী এটি আলাদাভাবে তৈরি করা হয়। এই ভ্যাকসিনটি তৈরিতে বিজ্ঞানীরা বিশ্বখ্যাত ওএমআরএনএ্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন, যা করোনার কিছু ভ্যাকসিনেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রক্রিয়া অনুযায়ী, প্রথমে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর টিউমারের একটি ছোট অংশ কেটে নেওয়া হয় এবং সেটির ডিএনএ সিকোয়েন্সিং বা নকশা বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর সেই নির্দিষ্ট ক্যান্সার কোষের মিউটেশনকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয় এই ব্যক্তিগত ভ্যাকসিন। এটি রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে শরীরের ভেতরে থাকা যেকোনো অবশিষ্ট ক্যান্সার কোষ চিনে নিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়।

এই সফলতার পর কোম্পানি দুটি ফুসফুস, মূত্রথলি (ব্লাডার) এবং কিডনি ক্যান্সারের জন্যও একই ধরনের ব্যক্তিগত ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে। মডার্নার প্রধান নির্বাহী স্টিফেন ব্যানসেল এই ফলাফলকে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে একটিওযুগান্তকারী মুহূর্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এই ঘোষণার পর শেয়ার বাজারে মডার্না ও মার্কের শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস-এর কর্মকর্তাদের সাথে এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস -এর একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ আগস্ট নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস-এর কমিশনার আহমেদ তিগানি, ডেপুটি কমিশনার (বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক) রোজা কেলি, ডেপুটি কমিশনার মার্ক সানবারিয়াএবং সোনিয়া গুইওর, চিফ অব স্টাফ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে।

এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে কমিশনার আহমেদ তিগানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে প্রতিনিধিদল গভীর সম্মান ও আনন্দ প্রকাশ করে। সভায় নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস এবং এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বিশেষ করে প্রকৌশলী ও স্থপতিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিওবিতে কর্মরত এএবিইএ সদস্যদের পেশাগত অগ্রগতি ও পদোন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয়।

সভায় আরও জানানো হয় যে, নিউইয়র্ক সিটি ডিওবি আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশগ্রহণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

পাশাপাশি ডিওবি তাদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি, ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পেশাগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এএবিইএ সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভাগাভাগি করার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে। এছাড়াও, নিউইয়র্কের অন্যতম কমিউনিটি সংগঠন ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউইয়র্ক (IFNY)-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে নিউইয়র্ক সিটি ডিওবির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে কমিশনার আহমেদ তিগানি এবং উপস্থিত ডেপুটি কমিশনারদের ২০২৬ সালের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। একই সঙ্গে সম্মেলন স্মারকের জন্য কমিশনারের একটি শুভেচ্ছাবার্তা বা লিখিত বক্তব্য প্রদানের অনুরোধও জানানো হয়। সভা শেষে উভয় পক্ষই প্রকৌশলী, স্থপতি এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে

হেল্পিং হ্যান্ড চট্টগ্রাম - ইউএসএ-র গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চট্টগ্রাম থেকে আসা বাংলাদেশিদের সংগঠন "হেল্পিং হ্যান্ড ফর চট্টগ্রাম-ইউএসএ-এর অর্থায়নে দক্ষিণ চট্টগ্রামে স্মরণ কালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১০০ পরিবারকে সহযোগিতার পরিকল্পনা করে। ১ম ধাপে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার কাথরিয়া ইউনিয়নে হেল্পিং হ্যান্ড চট্টগ্রাম টীম এবং মানবিক ও সমাজকর্মী আহমদ রশিদ (ব্রাদার বাহার)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ৩৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ঢেউটিন বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ২য় প্রকল্প শীগ্রই আরম্ভ হবে।

আয়োজকরা জানান, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করে সহায়তা পৌঁছে দিতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কাথরিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে ৩৬টি পরিবারের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকায় কাথরিয়ার পাশাপাশি বাহারছড়া ও ইলশা এলাকার কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঢেউটিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেল্পিং হ্যান্ড ফর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল মতিন, মোস্তফা মনোয়ার মুন্না, সমাজকর্মী আহমদ রশিদ (ব্রাদার বাহার), কবি, লেখক ও সাংবাদিক কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব বাঁশখালী শাখার সভাপতি আব্দুর রহমান সোহেল, শিক্ষক কফিল উদ্দিন, স্থানীয় মেম্বার আবু তালেব সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জাতিসংঘের মহাসচিব

৬৬ পৃষ্ঠার পর

১৫ সদস্যের মধ্যে অন্তত ৯টি ভোট প্রয়োজন। তবে শুধু প্রয়োজনীয় ভোট পেলেই হবে না, পাঁচ স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কোনো একটি দেশের ভেটোও এড়াতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদ প্রার্থী বাছাইয়ের পর তার নাম সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পাঠায়। ফলে জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব কে হবেন, সে সিদ্ধান্তে বিশ্বের পাঁচ পরাশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) প্রধান রেবেকা গ্রিনস্প্যান, আর্জেন্টিনার আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি, চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচেলেট, ইকুয়েডরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিয়া ফার্নান্দা এসপিনোসা, গায়ানার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট, ইকুয়েডরের কূটনীতিক ইভোনে এ-বাকি, উগান্ডার ওলার অতুনু এবং সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সাল।

রেবেকা গ্রিনস্প্যান

কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ৭০ বছর বয়সী গ্রিনস্প্যান বর্তমানে আঙ্কটাডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মহাসচিব পদে প্রচারণার জন্য তিনি সংস্থাটির দায়িত্ব থেকে সাময়িক ছুটি নিয়েছেন।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ' মধ্যস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

ইহুদি বাবা-মায়ের সন্তান গ্রিনস্প্যান তার পারিবারিক ইতিহাসও প্রচারণায় তুলে ধরছেন। তার দাবি, তার বাবা-মা হলোকাস্টে 'কোনোভাবে বেঁচে গিয়ে' পরে কোস্টারিকায় পাড়ি জমান।

মিশেল ব্যাচেলেট

চিলির সমাজতন্ত্রী ব্যাচেলেট দেশটির সাবেক স্বৈরশাসক অগাস্টো পিনোশের আমলে নির্যাতনের শিকার হন। ২০০৬ সালে তিনি চিলির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে চীনের শিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় বেইজিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয়। ৭৪ বছর বয়সী ব্যাচেলেট মনে করেন, বড় শক্তির চাপের মধ্যেও জাতিসংঘের মহাসচিবকে নৈতিক নেতৃত্ব দিতে হবে। মেক্সিকো ও ব্রাজিল তার প্রার্থিতাকে সমর্থন করেছে। তবে ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট হোসে আন্তোনিও কাস্ত দায়িত্ব নেওয়ার পর চিলি তার সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রও ব্যাচেলেটের সমালোচনা করেছে, বিশেষ করে গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে তার অবস্থানের কারণে।

মারিয়া ফার্নান্দা এসপিনোসা

ইকুয়েডরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৬১ বছর বয়সী এসপিনোসা জাতিসংঘকে বিশ্বের অভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার একমাত্র সার্বজনীন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখেন। তবে তিনি জাতিসংঘের বড় ধরনের সংস্কারের পক্ষেও কথা বলেছেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাবেক প্রেসিডেন্ট এসপিনোসা সম্ভাব্য সংঘাতের আগাম লক্ষণ শনাক্ত করতে একটি 'আর্লি ওয়ার্নিং' ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন। তার প্রার্থিতায় অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডার সমর্থন রয়েছে। তবে নিজের দেশ ইকুয়েডর তাকে সমর্থন করেনি।

রাফায়েল গ্রোসি

আর্জেন্টিনার ক্যারিয়ার কূটনীতিক ৬৫ বছর বয়সী রাফায়েল গ্রোসি ২০১৯ সাল থেকে আইএইএর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং ইউক্রেনের জাপোরিঝঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ঘিরে সংকটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার পরিচিতি বেড়েছে।

মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বর্তমান দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেননি গ্রোসি। তার ভাষায়, বর্তমান দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনী প্রচারে নামা হবে 'দায়িত্বে অবহেলা'। পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ মনে করেন, জাতিসংঘ সংস্কারের বিষয়ে অন্যদের তুলনায় গ্রোসির অবস্থান বেশি দৃঢ়। মহাসচিবকে আরও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি।

ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট

গায়ানার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৫২ বছর বয়সী রদ্রিগেস-বিরকেট বর্তমানে জাতিসংঘে দেশটির রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার মতে, বৈশ্বিক মঞ্চে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করা জরুরি।

তিনি বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসংঘকে মূল্যায়ন করা হলেও উন্নয়ন ও মানবাধিকারের মতো আরও অনেক ক্ষেত্রেই সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে।

ইভোনে এ-বাকি

ইকুয়েডরের কূটনীতিক ও রাজনীতিক ইভোনে এ-বাকির বয়স ৭৫ বছর। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ইকুয়েডরের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত। টোঙ্গার মনোনীত এ-বাকির উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি কাতারে ইকুয়েডরের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। লেবানিজ বাবা-মায়ের সন্তান এ-বাকি ১৯৯৫ সালে ইকুয়েডর ও পেরুর সীমান্ত সংঘাতের পর দুই দেশের মধ্যে সংলাপ এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখেন।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1694
Saturday, August 22, 2026

দুর্গাপূজার কারণে তারিখ পরিবর্তন: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৫ অক্টোবর

পাশাপাশি তফসিলের অন্যান্য তারিখেও পরিবর্তন আনা হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার কারণে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বঘোষিত ১৮ অক্টোবরের পরিবর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ অক্টোবর। এ তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের।

তিনি জানান, আগে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে ওই সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা থাকায় নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান।আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং নির্বাচন কমিশনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় সোসাইটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সংশ্লিষ্টরা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে সবার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের নতুন তারিখ ২৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়।

যৌথসভায় বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজসহ অন্যান্য ট্রাস্টিগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরসহ অন্যান্য কমিশনারগণ এবং সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের বলেন, নির্বাচন পিছিয়ে আগামী ২৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের পাশাপাশি তফসিলের অন্যান্য তারিখেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

১৮ আগস্ট মঙ্গলবার ছিল সদস্য যাচাই-বাছাইয়ের শেষ দিন। তবে সদস্যদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই তারিখও বাকি অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়

আমেরিকার প্রথম মিশরের বংশোদ্ভূত 'মুসলিম' সিনেটর হওয়ার দৌড়ে থাকা তরুণ রাজনীতিবিদ আবদুল এল সাইদ কে?

পরিচয় ডেস্ক: "আমার কাজিনদের মতো আমারও মিশরে ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভার হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ইতিহাসের দুর্ঘটনায় আমার বাবা (যুক্তরাষ্ট্রের) ডেট্রয়েটে অভিবাসী হয়ে আসেন আর আমি আমেরিকান হিসেবে পরিচিতি পাই।"-

আগস্টের শুরুতে মিশিগান স্টেটে থেকে ডেমোক্র্যাটদের মনোনয়ন নিশ্চিত করার পর বিজয় ভাষণে সমর্থকদের সামনে এভাবেই নিজের পরিবারের অতীতের গল্প তুলে ধরেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে হঠাৎই আলোচনার জন্ম দেয়া আবদুল এল সাইদ।

তাকে নিয়ে আলোচনা যে শুধু তার মিশরীয় অভিবাসী বাবা-মা'র সন্তান বা মুসলিম রাজনীতিবিদ হওয়ার কারণে, তা নয়।

সাবেক এই জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার রাজনৈতিক বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

আইশা ওয়াহাব যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম আফগান-আমেরিকান হলেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০ আগস্ট ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট সিনেট সদস্য ও ডেমোক্র্যাট আইশা ওয়াহাব যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রজেনেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদের একটি শূন্য আসন পূরণের লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ নির্বাচনে জয়ী হবেন বলে আভাস পাওয়া গেছে।

এনবিসি নিউজের তথ্য অনুযায়ী, ৯৫ শতাংশ ভোট গণনার পর ওয়াহাব ৫৩ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন এবং হার্নান্দেজ পেয়েছেন প্রায় ৪৭ শতাংশ ভোট। আফগান-আমেরিকান ওয়াহাব শপথ গ্রহণের পর সেই আসনটি গ্রহণ করবেন যা আগে বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

শরণার্থী থেকে সিআইএ-র গোয়েন্দা হয়েও এখন আইসের কবলে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের জেলে

পরিচয় ডেস্ক: ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজা থেকে শুরু করে আল-কায়েদা ও আইসিসের মতো জঙ্গি সংগঠনের নাশকতামূলক পরিকল্পনা নস্যাৎ; সবখানেই জীবন বাজি রেখে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করেছিলেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘ এক দশক সিআইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করার পরও বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে ৮ প্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন আট প্রার্থী। বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো প্রার্থী বাছাইয়ে বিভক্ত থাকায় এখনই কাউকে এগিয়ে রাখা কঠিন বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। তবে প্রথম দফার অনানুষ্ঠানিক ভোটে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান। খবর এএফপির। জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদের বাকি অংশ ৬৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল কানাডা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে কানাডার বাণিজ্য আলোচনা ২১ আগস্ট শুক্রবার রাতে ভেস্তে গেছে। মধ্যরাতের মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সিদ্ধান্ত নিলেন, যথেষ্ট হয়েছে। তিনি আলোচনা স্থগিত করে কানাডার আলোচকদের ওয়াশিংটন থেকে অটোয়ায় ফিরে আসতে বললেন। কার্নি জানিয়ে দিলেন, যুক্তরাষ্ট্র যতটা শুল্ক চাপাবে, কানাডাও তার জবাব দেবে "ফড়ষষধৎ ভড়ৎ ফড়ষষধৎ"। অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকি জেনেও একটি অসম চুক্তির সামনে মাথা না নোয়ানোর এই সিদ্ধান্তটি ছিল সাহসী।

২২ আগস্ট শনিবার রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ৫০ বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে 'যুগান্তকারী' সাফল্য: ক্যান্সার ফিরে আসা রুখল নতুন ভ্যাকসিন

পরিচয় ডেস্ক: ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী ও সম্ভাবনাময় মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বিজ্ঞানীরা। একটি বিশেষ ওষুধের সঙ্গে যৌথভাবে প্রয়োগ করা নতুন এক ব্যক্তিগত ভ্যাকসিন (পারসোনালাইজড ভ্যাকসিন) ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রোগীদের শরীর থেকে পুনরায় ত্বকের ক্যান্সার ফিরে আসা ঠেকাতে সফল হয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি মার্ক এবং মডার্না-র যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ভ্যাকসিনটি অস্ত্রোপচারের পর মেলানোমা বা মারাত্মক ধরনের ত্বকের ক্যান্সারের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। দুই কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে এই নতুন ভ্যাকসিনটি গ্রহণের পর রোগীরা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ক্যান্সারমুক্ত ছিলেন। তবে এই সুরক্ষাকাল ঠিক কতদিন স্থায়ী হবে, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা এই আবিষ্কারকে একটি বড় ধরনের ব্রেকথ্রু বা যুগান্তকারী সাফল্য হিসেবে দেখছেন। তবে ট্রায়ালের চূড়ান্ত ফলাফল এখনও প্রকাশ না হওয়া এবং বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়